শ্রী অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সপ্তরথী

পৌরাণিক
নাটক

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
জোড়াসাঁকো।

শুভসংবাদ ! ছাপা হইয়াছে !

"সপ্তরথী" প্রণেতার

আর একখানি মর্ম্মস্পর্শী নূতন

পৌরাণিক নাটক

তরণীর যুদ্ধ

(ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত)

এই নাটক ভক্তিভাবের প্লাবন !

প্রেম-প্রীতির পবিত্র উচ্ছ্বাস !

অভিমন্যুর ন্যায় বীর-কিশোর

তরণীর বীরপণাও বিস্ময়াবহ !

সেই সুরজার করুণ-চিত্র,

কুম্ভ ও নিকুম্ভের সারল্য-সুষমা,

প্রচণ্ডার জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা !

বীরমাতা সরমার উদ্দীপনা

কুম্ভীলকের মর্ম্মভেদী মর্ম্মবাণী

ভুলিবার নহে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সপ্তরথী

নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

(ভাণ্ডারী অপেরাপার্টিতে অভিনীত)

দ্বিতীয় সংস্করণ

[তৃতীয় সহস্র]

কলিকাতা ;

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো

১৩৩৫

মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

এই গ্রন্থকারের প্রণীত

মহাসমর	১॥০
মথুরা-মিলন	১॥০
মিবার-কুমারী	১॥০
বিজয়-বসন্ত	১॥০
বনদেবী	১।০
ধাত্রীপান্না	১॥০

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
Printed by L. M. Roy, Lalit Press,
8, Ghose Lane, Calcutta.

1928

উৎসর্গ

বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি

কবিমহাজন

মহাপ্রাণ মহাপুরুষ মহাত্যাগী

সর্ব্বজনচিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু

৺ চিত্তরঞ্জন দাস

মহোদয়ের

সুপবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে

এই নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে "রিফর্মড্ যাত্রাপার্টি" নাম দিয়া একটি লিমিটেড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা হয়; এবং তাঁহাদের নাট্যকারের পদ গ্রহণের জন্য আমি আদিষ্ট হই। সেই সময় তাঁহাদিগের জন্য আমি মহাভারতের অন্তর্গত এই অভিমন্যু-বধের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটকাকারে কিয়দংশ রচনা করি; কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে সেই যাত্রাপার্টি উঠিয়া যায়।

অনন্তর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে দেওঘরে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের "নীরালয়" ধামে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করি। সেইখানে পুনরায় এই নাটক সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়। তিনি এই বিষয়টী একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া আধুনিক ভাবে লিখিতে পরামর্শ প্রদান করেন। এবং এই নাটকীয় প্রধান চরিত্রগুলি উভয়ের আলোচনা ফলে যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, আমি সেইরূপ ভাবেই এই সপ্তরথী নাটকে চিত্রিত করিতে যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমার সহৃদয় পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, এই নাটকের রোহিণী চরিত্রটি আমার সাহিত্য-সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর সম্পূর্ণ নূতন পরি-কল্পনা। এবং চরিত্রের পুষ্টির জন্য তিনি নিজে শারীরিক অসুস্থতাসত্বেও দুই-তিনটী দৃশ্য রচনা করিয়া দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত ইহার বহুস্থানে তাঁহার হস্তচিহ্ন বিদ্যমান। প্রকৃত কথা বলিতে কি, এক প্রকার তাঁহারই যত্ন, উদ্যম, উপদেশ ও হৃদ্গতভাব সমূহের সাহায্যে এই নাটকের প্রণয়ন হইল।

রথযাত্রা
২৭শে আষাঢ়, ১৩৩০

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ ... ... যদুপতি।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ... পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ।

অভিমন্যু ... ... অর্জ্জুনের পুত্র।

দুর্য্যোধন ... ... জ্যেষ্ঠ কৌরব, ঐ জ্ঞাতি-ভ্রাতা।

দুঃশাসন ... ... ঐ সহোদর ভ্রাতা।

জয়দ্রথ ... ... ঐ ভগ্নীপতি, সিন্ধুরাজ।

শকুনি ... ... ঐ মাতুল, গান্ধাররাজ।

লক্ষ্মণ ... ... ঐ পুত্র।

কর্ণ ... ... ঐ বন্ধু, অঙ্গরাজ।

দোষণ ... ... দুঃশাসনের পুত্র।

দ্রোণাচার্য্য ... ... পাণ্ডব-কৌরবের অস্ত্রগুরু।

অশ্বত্থামা ... ... ঐ পুত্র।

কৃপাচার্য্য ... ... ঐ শ্যালক।

কৃতবর্ম্মা ... ... যাদব-বীর, কুরুপক্ষীয়।

বিদ্যাধর ... ... দুঃশাসনের বন্ধু।

ব্রজবিলাস ... ... ব্রজবাসী কৃষ্ণভক্ত।

বিবেক, জ্ঞান, বিপদ্, সারথি, ভৈরবগণ, প্রজাগণ, কৃষ্ণসেবকগণ, কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দ্রৌপদী ... ... পাণ্ডব-পত্নী।

সুভদ্রা ... ... কৃষ্ণের ভগ্নী, অভিমন্যুর মাতা।

উত্তরা ... ... অভিমন্যুর স্ত্রী।

রোহিণী ... ... চন্দ্রের স্ত্রী।

কুমতি, ঝঞ্জা, দিগঙ্গনাগণ, সখীগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

সপ্তরথী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির-বহির্ভাগ।

[ধনুর্ব্বাণ হস্তে বীরাঙ্গণাবেশে গীতকণ্ঠে উত্তরা লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পশ্চাতে দূরে নিঃশব্দে অভিমন্যু হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া উত্তরার শরচালনা দেখিতেছিলেন।

উত্তরা।—

গান।

ওই ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী উড়ে যায়।
আমি বিঁধ্‌ব তীরে, ওর একটিরে দাঁড়িয়ে হেথায়॥
দেখি, পারি কি না পারি, যদি সত্যি না-ই পারি,
তবে দেখ্‌লে পরে সবাই মোরে দেবে টিট্‌কারী,
তবু করি এই তাগ্‌, ছুটে বাণ আমার যাক্‌, [শর নিক্ষেপ]
ওই ছুট্‌ল কিন্তু ছুঁলে না'ক উড়ো পাখীর ঝাঁক্‌,
ছিঃ-ছিঃ, দেখে যদি কুমার, তবে কি বল্‌বে আমায়॥

[তীর পড়িয়া গেল]

অভি। [সহাস্যে করতালি প্রদান] হাঃ—হাঃ—হাঃ!

উত্তরা। [অভিমন্যুকে দেখিয়া লজ্জায়, অভিমানে, সজলচক্ষে, নতমুখে] একবারটি পারি নি'।

অভি। একবারটি কেন, কোন বারটিই তুমি পারবে না।

উত্তরা। না পারি, নেই—নেই। [রাগ ও অভিমানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন]

অভি। রাগ্‌লে হয় না, পুতুল-খেলা আর তীর-চালনা অনেক তফাৎ।

উত্তরা। তা হ'ক্‌—বেশ, আমি পুতুলই খেল্‌ব।

অভি। [বিদ্রূপ ভাবে] যা ছেলেবেলা থেকে শিখে আস্‌ছ! মা-বাপের আদুরে মেয়ে, পুতুল খেলা কর্‌বে না ত কি কর্‌বে?

উত্তরা। [ক্রোধ ও অভিমানের সহিত] আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি। [সজলচক্ষে কিঞ্চিৎ গমন]

[তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, অভিমন্যু সলজ্জ নতমুখে রহিলেন।]

দ্রৌপদী। আজও আবার উত্তরাকে কাঁদাচ্ছ, অভি?

অভি। আমি ত কাঁদ্‌বার কথা কিছু বলি নি, বড়-মা!

দ্রৌপদী। কি হয়েছে, লক্ষ্মী মা? [চিবুক ধরিয়া তুলিলেন]

উত্তরা। আমায় কত কি বলেছে! [বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিজ মুখ দ্রৌপদীর বক্ষে রাখিলেন]

অভি। না, বড়-মা! কি হয়েছে—আমি বল্‌ছি। এইমাত্র ঐ আকাশপথে এক ঝাঁক্‌ পাখী উড়ে যাচ্ছিল, উত্তরা সেই ওড়া পাখীর ঝাঁকে একটা তীর ছুড়েছিল, সে তীর যদি একটা পাখীর গায়েও লেগে থাকে, বড়-মা! ঐ দেখ—সেই তীর এখনও ভুঁয়ে প'ড়ে রয়েছে। আমি দেখে হাততালি দিয়েছিলাম, তাই আমার ওপর রাগ ক'রে কেঁদে ফেলেছে। এতে আমার কি দোষ হয়েছে, বড়-মা?

উত্তরা। আর কিছু বল নি, বুঝি ?

অভি। বলেছি যে, "পুতুল-খেলায় আর তীর-ছোড়ায় অনেক তফাৎ", এই ত ?

উত্তরা। আর মা-বাপের আদুরে মেয়ের কথা ? মিথ্যেবাদী কোথাকার !

অভি। হ্যাঁ—তাও বলেছি, সে কি মিথ্যে কথা।

উত্তরা। [বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে] ঐ শোন, বড়-মা !

দ্রৌপদী। ছিঃ, অভি ! মা বাপের কথা তুলে কারো মনে কখন ব্যথা দিতে নাই।

অভি। [সজলনেত্রে নতমুখে রহিলেন]

উত্তরা। আর আমি কি এখন আগেকার মত পুতুল নিয়ে খেলা ক'রে থাকি, বড়-মা ? আমাকে খালি ঐ কথা নিয়ে জ্বালাতন কর্‌বে। [কোপদৃষ্টিতে অভিমন্যুর দিকে চাহিলেন]

দ্রৌপদী। কৈ—আর ত উত্তরা এখন পুতুল খেলা করে না, অভি !

অভি। তবে লক্ষ্য স্থির কর্‌তে পারে না কেন ? এত ক'রে শেখাই, তা কিছুতেই শিখ্‌তে পারে না ; শেখ্‌বার দিকে মন থাক্‌লে কি শিখ্‌তে এত দেরি লাগে ?

উত্তরা। তা একবার-আধবার বুঝি তাগ্‌ ভুল হয় না ?

অভি। আচ্ছা বড়-মা, তোমার সাম্‌নে ও একটা ওড়া পাখী শিকার করুক ত !

উত্তরা। না, বড়-মা ! আমি ওর সাম্‌নে কিছুতেই তা কর্‌ব না।

অভি। ঐ শুন্‌লে ? পার্‌লে ত কর্‌বে।

উত্তরা। উনিই সব পারেন কি-না ?

অভি। আমি পারি কি না পারি, বড়-মা জানেন।

দ্রৌপদী। [স্বগত] কেউ কম নয়। কিন্তু কি আনন্দ! যেন দু'টি মধুর রাগিণীমিশ্র একটি সঙ্গীত! তার উচ্ছ্বাসে—মাধুর্য্যে—বৈচিত্র্যে মুগ্ধ ক'রে দিচ্ছে। যেন দুটি স্নিগ্ধ অনাবিলধারা স্বর্গ হ'তে নেমে একস্থানে মিলিত হ'য়ে শুষ্ক মরুভূমি শীতল ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখ এই—সে উপভোগের অবসর কৃষ্ণ এখনও পাণ্ডবদের দেন্ নি। ভদ্রা, বড় ভাগ্যবতী তুই!

অভি। বড়-মা আমার খেলা কোন কথা কবে না!

উত্তরা। [জনান্তিকে অভিমন্যুর প্রতি সব্যঙ্গ হাস্যে] কেমন মজা?

অভি। [জনান্তিকে] বড়-মা না থাক্‌লে মজা দেখাতাম।

উত্তরা। [দ্রৌপদীর অলক্ষ্যে একটি মুষ্টি দেখাইলেন]

[নেপথ্যে—শঙ্খধ্বনি]

দ্রৌপদী। যুদ্ধযাত্রার প্রথম সঙ্কেত-ধ্বনি! যাও অভি, এখনই বোধ হয় যুদ্ধে যেতে হবে।

অভি। তুমিও এস, বড়-মা! যুদ্ধযাত্রার সময়ে তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে সবার মনে যেন দ্বিগুণ শক্তি আসে। তখন তোমার মুখে যেন কেমন একটা দীপ্তি দেখ্‌তে পাই। সে দীপ্তি—যেন আমাদের যাত্রা-পথ আরও উজ্জ্বল ক'রে দেয়। সে মূর্ত্তিতে যেন জয়লক্ষ্মী উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধ'রে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। কি সেই যুদ্ধযাত্রার আনন্দ, বড়-মা! আমি যেন সে আনন্দ হৃদয়ে আর চেপে রাখ্‌তে পারি না। বড়-মা! নিশ্চয়ই আমরা কৌরব-যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

দ্রৌপদী। যুদ্ধের আজ পাঁচদিন হ'ল, কিন্তু প্রতিদিনই যে, ভীষ্ম-শরে দশ সহস্র ক'রে পাণ্ডব-সৈন্য ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার পিতা যে, মন দিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছেন না, অভি! সেইজন্যই ত ভয় হয়, বাবা!

অভি। হাঁ, বড়-মা! আমি বাবার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে

দেখেছি, বাবা যেন হাই তুল্‌তে তুল্‌তে যুদ্ধ করেন। কেন এমন করেন, বড়-মা ?

দ্রৌপদী। জ্ঞাতিবধে তাঁর হাত ওঠে না ব'লে।

অভি। কেন, শ্রীকৃষ্ণ ত সেই প্রথম দিনকার যুদ্ধেই বাবাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, বড়-মা !

দ্রৌপদী। তবু বুঝ্‌ছেন কৈ, অভি ?

অভি। বাবার প্রাণে বড় মায়া—নয়, বড়-মা ? কিন্তু ভদ্রা-মা প্রতিদিন গীতা পাঠ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে, কেউ কাউকে হত করতে পারে না, বা কেউ নিজেও হত হয় না। যা কর্‌বার, সে আমাদের কৃষ্ণই কর্‌ছেন। আমি মায়ের সব কথা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে না পার্‌লেও, এইটুকু বুঝে নিয়েছি যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সংসারে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের নিয়ে যা করাচ্ছেন, আমরা তাই-ই কর্‌ছি। ভাল-মন্দ ফলাফল কিছুই আমাদের দেখ্‌বার দরকার নাই, আমরা খালি কাজ ক'রে যাব।

উত্তরা। আর ফলাফল শ্রীকৃষ্ণের হাতে, সেটা বল্‌লে না ?

অভি। যেটুকু বলেছি, তাতেই ঐ কথা বুঝিয়েছে।

উত্তরা। আর সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে এক শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ নিতে হবে, সেটা বল্‌লে না ?

অভি। শোন ত দেখি, বড়-মা ? ও কথাটা বুঝি এখন ? ও ত সবের শেষে সেই গুহ্য যোগের মধ্যে আছে। কিসের মধ্যে কি এনে ফেলেছে—কিছুই বুঝ্‌তে পারে না, খালি এলোমেলো শুনে যায়।

উত্তরা। [সাভিমানে] দেখ দেখি, আবার লাগ্‌ছে আমার সঙ্গে !

অভি। এই লাগা হ'ল ?

উত্তরা। হ'ল না ?

দ্রৌপদী। [দুই হস্তে উভয়ের কণ্ঠে বেষ্টন করিয়া নিকটে আনিয়া] অভিমানের ভাণ্ডার দু'টি, তূণপূর্ণ বাণ—ফাঁক পেলেই সন্ধান কর্‌ছে।

অভি। [দ্রৌপদীর অলক্ষ্যে উত্তরার গণ্ডে একটি ক্ষুদ্র চপেটাঘাত]

উত্তরা। [অলক্ষ্যে অভিমন্যুর একটি অঙ্গুলি টানিয়া দিলেন]

দ্রৌপদী। [স্বগত] একটি মহাবৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণ, তার কাণ্ডদ্বয় পার্থ আর ভদ্রা, তাতে দুটি কুসুম-কোরক—অভিমন্যু আর উত্তরা। সেই মহাতরুর সার-অংশ তরল গীতামৃত রূপে কাণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে এই কুসুম-কোরক দু'টিকে ফুটিয়ে তুল্‌ছে।

অভি। উত্তরা! ভদ্রা-মায়ের সেই নূতন গানটি বড়-মাকে গেয়ে শোনাও।

উত্তরা। হাত যোড় ক'রে গাইতে হয়। [করযোড়ে]

গান।

নাথ, তুমি ত দিয়েছ প্রাণে সুধাসম ভালবাসা।
তুমি ত শিখায়ে দিয়েছ নাথ, তোমারে ডাকিবার ভাষা॥
তুমি ত দিয়েছ ঢেলে হৃদিভরা প্রেমরাশি,
তুমি ত শুনায়ে দিয়েছ, নাথ, তোমার মধুর মোহন বাঁশী,
তুমি ত জাগায়ে দিয়েছ, নাথ, অন্তরে আকুল পিয়াসা॥
তোমার ভালবাসা দিয়ে তোমায় ভালবাসিব,
তোমার মধুর ভাষা দিয়ে তোমার কথা কহিব,
তোমার দেওয়া প্রেম দিয়ে, তোমারি পিয়াসা নিয়ে,
তোমার বাঁশীর স্বরে ছেয়ে, পূরাব তোমারি আশা॥

দ্রৌপদীর দিকে না চাহিয়া দূরে
মলিনমুখে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। [দূর হইতে] অভিমন্যু! যুদ্ধে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

অভি। বড়-মা, আমি চল্‌লাম। তুমি শীগ্‌গির ক'রে এস কিন্তু। উত্তরা! ভাল ক'রে লক্ষ্য স্থির ক'রো।

[প্রস্থান।

উত্তরা। যাই বড়-মা, কুমারকে সাজিয়ে দিই গে।

[পতিত শরটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

দ্রৌপদী। মধ্যম পাণ্ডব বিষণ্ণমুখ—দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ! আমার দিকে তাকাতে পর্য্যন্ত পার্‌লেন না। প্রতিদিন ভীষ্ম-শরে দশ সহস্র সৈন্য নাশ এবং পার্থের যুদ্ধ-শৈথিল্যই মধ্যম পাণ্ডবের এই বিষাদের একমাত্র কারণ। আমার কাছে যেন কত অপরাধী! আমার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব কর্‌বার ভার যেন একমাত্র মধ্যম পাণ্ডবের উপরেই নির্ভর কর্‌ছে। আমার কৌরবকৃত অপমানের প্রতিশোধ নেবার যেন একমাত্র বৃকোদর-কেই লজ্জিত ক'রে তুলেছে। সভাস্থলে পাণ্ডবগণের সেই সব প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব যেন একমাত্র বৃকোদরই স্কন্ধে ক'রে নিয়েছেন। তাই যেন ধর্ম্মরাজ জ্ঞাতিবধে উদাসীন, তাই যেন পার্থ গাণ্ডীব ধারণে স্পৃহাহীন, কিন্তু পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা কি তাই? পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞাকে নিজ ধর্ম্ম-পত্নীর অবমাননা-স্মৃতি দিন দিন জীবন্ত না ক'রে ক্রমশঃ নিষ্প্রভ ক'রে তুল্‌ছে? পাণ্ডবেরা কি এতদিন পরে নিজ ধর্ম্মপত্নীর গ্লানি-লাঞ্ছনাকে অনির্লিপ্ত ধূলিরাশির মত মুছে ফেল্‌তে শিক্ষা কর্‌ছে? নারীর অমর্য্যাদা-নারীর অপমান—নারীর প্রতি অত্যাচার, আর বুঝি পাণ্ডবদের শীতল শোণিতকে উষ্ণ ক'রে রাখ্‌তে পারে না। কৃষ্ণ! তুমি ত আছ? তোমার শিক্ষা—তোমার সৌহার্দ্দ্য কি পাণ্ডবেরা শেষে এইভাবেই মেনে নিতে অভ্যাস করেছে? যদি তাই হ'য়ে থাকে—পাণ্ডবেরা যদি আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে থাকে—পাণ্ডবেরা যদি ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়ে ফেলে থাকে—পাণ্ডবেরা যদি কৃষ্ণ-বাক্য লঙ্ঘন কর্‌তে পেরে থাকে, তবে আর এ

দ্রৌপদীর কিসের গর্ব্ব—কিসের তেজ—কিসের মর্য্যাদা? কেনই বা এই বৃথা যুদ্ধের অভিনয় দেখান? কেনই বা একমাত্র মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদরের এই অসম্ভব দুরাশা?

[নেপথ্যে—শঙ্খধ্বনি]

ঐ দ্বিতীয়বারের সঙ্কেত-ধ্বনি! যাই, কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবদের সম্মুখে গিয়ে তাদিগে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করি। বৃথা সৈন্যক্ষয়ে প্রয়োজন নাই। বুঝ্‌ব—দ্রৌপদী আজ জগতের মধ্যে নিঃসহায়—দীনহীনা, তার কেউ নাই—কেউ নাই।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিভৃত-প্রদেশ।

একাকী শকুনি কূট চিন্তা করিতেছিলেন।

শকুনি। একটা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধ'রে নাড়া দিয়েছি। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া দিয়ে উঠেছে। জগতের সমস্ত ক্ষত্রিয়-শক্তি এক সঙ্গে একস্থানে এসে মিলিত। সমস্ত বীরত্বের অজস্র প্রবাহ বিশাল কুরুক্ষেত্রের মহাসমুদ্রে এসে পতিত। দুই তীরে দুইখানি তরী অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে ভাস্‌ছে। তার একদিকে কৃষ্ণ, একদিকে আমি কর্ণধাররূপে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে স্থির—শান্ত—নিঃস্বার্থ—নিস্পৃহ কৃষ্ণ তাঁর তরীকে উত্তীর্ণ কর্‌বার জন্য নির্লিপ্ত হস্তে কর্ণ ধারণ করেছেন, আর একদিকে—প্রতিহিংসার পূর্ণ মূর্ত্তি আমি—শকুনি, সম্পূর্ণ লিপ্তভাবে আমার তরীকে কৌশলে ডোবাবার জন্য দৃঢ়হস্তে কর্ণ ধারণ ক'রে আছি। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। একদিকে ধর্ম্ম, একদিকে অধর্ম্ম, একদিকে স্বর্গ—একদিকে নরক, একদিকে প্রতিষ্ঠা—একদিকে ধ্বংসের ভার আমিই

যেচে নিয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণ কি নিদ্রিত? তাঁর অর্জ্জুন কর্‌ছে কি? গত চার দিনে যে, ভীষ্মদেব বহুসৈন্য ক্ষয় ক'রে ফেল্‌লেন। কৃষ্ণের এরূপ নীরব গাম্ভীর্য্যের উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণের এ রাজনৈতিক সমস্যা ভেদ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। বড় গভীর—বড় দুর্জ্জেয়—বড় শক্ত! দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বুঝেছিলাম—কাম্যবনে দ্রৌপদীহরণ বুঝেছিলাম—পাণ্ডবের জন্য কৃষ্ণের পাঁচখানি গ্রামভিক্ষা বুঝেছিলাম—কৌরব-যুদ্ধে কৃষ্ণের অস্ত্রধারণ না করা বুঝেছি; কিন্তু—ভীষ্ম-করে প্রতিদিন দশ সহস্র পাণ্ডব-সৈন্য নাশ; অথচ কৃষ্ণ সহ পাণ্ডব সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত উদাসীন, এ কথাটাকে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। বুঝ্‌লাম, কৃষ্ণ! তোমার চক্র অনেক উপরে অদৃশ্যভাবে ঘোরে, সেখানে এ শকুনির দৃষ্টি নাগাল পায় না।

ধীরে ধীরে জয়দ্রথের প্রবেশ।

একি সিন্ধুরাজ! এখনও বিষণ্ণভাব—এখনও পাংশুমুখ—এখনও নিষ্প্রভ চক্ষু! কি এ? সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়েছ দেখ্‌ছি। মনের সংশয় দূর কর্‌তে পার নি?

জয়। অনেক ভেবেছি—সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে কাটিয়েছি, কিন্তু কোনই সমাধান ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

শকুনি। ভাব্‌ছ বোধ হয়—পাণ্ডব পক্ষে কৃষ্ণ থাক্‌তে কিছুতেই তাদের পরাজয় হবে না? কিন্তু আমি কি ভাব্‌ছি—আমি কি দেখ্‌ছি জান?

জয়। কি?

শকুনি। দেখ্‌ছি যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-জয়দ্রথ-সহায় দুর্য্যোধন—অচিরাৎ পাণ্ডবকুল সমূলে নির্ম্মূল ক'রে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে কৌরব-সিংহাসন অধিকার ক'রে ব'সে আছে।

জয়। ও পক্ষে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান?

শকুনি। বুঝে-সুঝে তাই পূর্ব্ব হ'তেই শ্রীকৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে-ব'সে আছেন।

জয়। তার পর অর্জ্জুন—যার সমকক্ষ যোদ্ধা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই?

শকুনি। [হাসিয়া] তার প্রমাণ ত প্রতিদিনই ভীষ্ম-যুদ্ধে পেয়ে আসছ, একটি দু'টি নয়, প্রতিদিন দশটি হাজার ক'রে পাণ্ডব-সৈন্য ক্ষয়। আমি ত দেখছি, এ যুদ্ধে আর কারুরই প্রয়োজন হবে না, একা ভীষ্মদেবই দুর্য্যোধনকে সম্পূর্ণ জয়শ্রী এনে হাতে ক'রে ধ'রে দেবেন। একেই ত ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, তার উপর যে ভাবে যুদ্ধ চালনা করছেন, তাতে আর দুর্য্যোধনের জয় সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না।

জয়। তা' হ'লে আপনি বলতে চান্ যে, এ যুদ্ধে পাণ্ডবেরা কিছুতেই জয়লাভ করতে পারবে না?

শকুনি। যদি এই ভাবে তোমরা সকলে মিলে দুর্য্যোধনের পক্ষে থেকে মন দিয়ে যুদ্ধ কর।

জয়। এক ভীষ্মই যখন পাণ্ডবদের নির্ম্মূল করতে পারেন বলছেন, তখন আর আমাদের মন দিয়ে যুদ্ধ করা-না-করায় কি আসে-যায়?

শকুনি। আসে-যায় না? খুবই আসে-যায়। আমি বলতে পারি, যদি একা তুমি মাত্র একটু বেঁকে দাঁড়াও, আর ভীষ্ম যেমন কর্ণের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যুদ্ধ করবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তেমনি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের মধ্যেও ঐরূপ ভেদ জন্মিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে দুর্য্যোধনকে পস্তাতে হবেই।

জয়। ভীষ্ম যে ইচ্ছামৃত্যু?

শকুনি। ইচ্ছামৃত্যু, কিন্তু তিনি অমর নন্? বার্দ্ধক্য কেউ অতিক্রম করতে পারেন নাই। আরও জান বোধ হয়—তিনি পাণ্ডবদেরই হিতৈষী।

জয়। তা' হ'লে এ ভাবে পাণ্ডবদের দুর্ব্বল করছেন কেন?

শকুনি। প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছেন ব'লে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, প্রতিদিন দশসহস্র ক'রে পাণ্ডব-সৈন্যই নাশ করছেন, কিন্তু কোন পাণ্ডব বা তৎসাহায্যকারী কোন বীরেন্দ্রের গায়ে তৃণের আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগাচ্ছেন না।

জয়। ক্রমশঃ সৈন্য ফুরিয়ে গেলে পাণ্ডবেরাও বাদ পড়বে না।

শকুনি। তার আগে ভীষ্মকে বিশ্ব হ'তে সরিয়ে দেবার মন্ত্রও শকুনি জানে।

জয়। [সবিস্ময়ে] কি বলছেন, গান্ধাররাজ?

শকুনি। পাণ্ডব পক্ষে এমন একজন যোদ্ধা আছে যে, যুদ্ধ না ক'রে ভীষ্মের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেই ভীষ্মের ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ, বুঝেছ—ব্যাপার?

জয়। তাই না হয় হ'ল, কিন্তু মৃত্যুটা ত তাঁর নিজের হাতে?

শকুনি। এদিকে নিরস্ত্র ভীষ্মকে যদি অর্জ্জুন শরে শরে জর্জ্জরিত ক'রে ফেলতে পারে, তখন সেই শরজালবিদ্ধ, বৃদ্ধ অপটু, অক্ষম ভীষ্মদেবের মাত্র জীবন নিয়ে বেঁচে থেকেই বা দুর্য্যোধনের লাভ কি হবে?

জয়। ভীষ্মকে পঙ্গু করবার এমন মন্ত্র যদি আপনার জানা থাকে, তা' হ'লে সে মন্ত্র এখনও পাণ্ডবদের শিখিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

শকুনি। কোন্ আশায়? যদি বুঝতে পারতাম, এক ভীষ্ম গেলেই পাণ্ডবেরা নিরাপদ্ হ'ল, তা' হ'লে এতদিন কবে সে মন্ত্র পাণ্ডবদের শিখিয়ে দিতাম। কিন্তু যখন দেখছি—জয়দ্রথের মত মহাবীর দুর্য্যোধন পক্ষে প্রাণ-পাত ক'রে যুদ্ধে ব্যস্ত, নিজের ভবিষ্যৎকে স্বেচ্ছায় দুহাতে ছুড়ে ফেলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যখন দুর্য্যোধনের জন্য উন্মত্ত হ'য়ে ছুটেছে, যখন দেখছি—দুর্য্যোধনকৃত ভবিষ্যতের একটা মহা সর্ব্বনাশকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিলেও, হতভাগ্য জয়দ্রথ অন্ধের ন্যায় সেদিকে কিছুতেই দৃষ্টিপাত

করতে ইচ্ছা করছে না, তখন বৃথা একজন বৃদ্ধ জরাতুর মহাত্মাকে কেন নিষ্প্রভ এবং অপটু ক'রে রাখি ?

জয়। আমি মাত্র স'রে দাঁড়ালেই কি দুর্যোধন দুর্বল হবে ? আচার্য্য, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং মহাবীর কর্ণ যে, তার পক্ষে আগ্নেয়গিরির মত প্রজ্বলিত হ'য়ে অপেক্ষা করছেন ; তার কি ?

শকুনি। আচার্য্য, কৃপ; অশ্বত্থামার কথা ছেড়ে দাও, এঁরা কেউই প্রাণ দিয়ে পাণ্ডব-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, সে আমি বিশেষ রূপেই জানি। সত্য যুদ্ধ যা করবে, সে এক তুমি আর কর্ণ। তোমাকে বাদ দিলে একমাত্র কর্ণই শেষ থাকে। কিন্তু একমাত্র কর্ণ পাণ্ডবদের জয় করে, এমন শক্তি—এমন যোগ্যতা তার নাই।

জয়। [নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন]

শকুনি। চিন্তা ক'রে কিছু কিনারা ক'রে উঠতে পারবে না, সিন্ধুরাজ! এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটা বিষম গোলকধাঁধা! এতে প্রবেশ করবার পথ আবিষ্কার করা সকলের পক্ষে সুগম নয়। এর গভীরতম অন্তস্তলে প্রবেশ করতে না পারলে কিছুই বোঝবার সাধ্য নাই। সে অন্তস্তল দিয়ে যে কি ব্যাপার চ'লে যাচ্ছে, সে দৃষ্টিশক্তি সাধারণের নাই, সিন্ধুরাজ! সে দৃষ্টিশক্তি মাত্র দুই জনের আছে। এক কৃষ্ণ আর আমার, আর কেউ কিছু বুঝছে না—আর কেউ কিছুই দেখছে না। কৃষ্ণ দেখছেন—পাণ্ডবদের দিক্ দিয়ে, আমি দেখছি—আমার নিজের স্বার্থের দিক্ দিয়ে, দুর্যোধনের দিক্ দিয়ে, নয়।

জয়। দুর্যোধন যে আমার পরম-আত্মীয়। আমার অনিষ্টসাধন কি দুর্যোধনের মনে আসতে পারে ?

শকুনি। পাণ্ডবদের হ'তে বোধ হয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তুমি দুর্যোধনের হ'তে পার না ?

জয়। সেটা যে জ্ঞাতি-বিদ্বেষ।

শকুনি। জ্ঞাতি হ'লেই যে বিদ্বেষ কর্‌তে হবে, এ কথাটা একটা ধ্রুব সত্য ব'লে সংসার মেনে নিচ্ছে কি ?

জয়। সে বিদ্বেষ না হ'লে যে পাণ্ডবেরাই ন্যায়-সঙ্গতভাবে সিংহাসন লাভ ক'রে নিত।

শকুনি। শেষে কিন্তু তারা সিংহাসন চায় নি, চেয়েছিল—মাত্র পাঁচখানি গ্রাম-ভিক্ষা। দুর্য্যোধন তাতেও কার্পণ্য কর্‌লে, তারই পরিণাম এই মহাসমর। জয়দ্রথ! তুমি দুর্য্যোধনকে কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পার নি। আমিও অনেক দিন পারি নি। যখন সেই দ্যূতে পাণ্ডবদের নির্ব্বাসন দেওয়া হ'ল, তখনও পারি নি ; তখনও দুর্য্যোধনকে নিজ ভাগিনেয় মনে ক'রে পরমসুহৃদ্—হিতৈষী ব'লেই ধারণা করেছিলাম। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই ত অকপটে দুর্য্যোধনের হিতসাধনায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেছিলাম। কিন্তু যে দিন দুর্য্যোধনের উন্মুক্ত হৃদয় দেখ্‌বার সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তখন দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। দেখ্‌লাম—পরশ্রীকাতর রাজ্যলোভী দুর্য্যোধনের মার্জ্জার-দৃষ্টি সুদূর গান্ধার-রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। দেখ্‌লাম—দুর্য্যোধনের হৃদয়-ফলকে লেখা আছে—পাণ্ডবজয়ের পরেই আমার গান্ধাররাজ্য আর তোমার সিন্ধুরাজ্য, এই দু'টি রাজ্য অধিকার।

জয়। কেন ? দুর্য্যোধন ত সম্রাট্। সিন্ধুরাজ্য আর গান্ধার-রাজ্য ত তাঁরই সাম্রাজ্যের অধীন।

শকুনি। সেরূপ করদ-রাজ্য দুর্য্যোধন চায় না। সে চায়—তার অধীন রাজ্যগুলিতে আপনারই পুত্রগণকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে। দুর্য্যোধনের রাজনৈতিক বুদ্ধির সূক্ষ্ম অংশ ভেদ করা সোজা নয়, জয়দ্রথ! মনে ক'রো না, সিন্ধুরাজ! কেবল পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল কর্‌তে পার্‌লেই দুর্য্যোধন

নিশ্চিন্ত আর তুষ্ট হবে ; তা নয়। এই সমগ্র পৃথিবীকে বীরশূন্য করতে না পারলে, দুর্য্যোধন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারবে না। দুর্য্যোধন চায় কি জান? তার প্রধান দুরভিসন্ধি হচ্ছে, সমগ্র ধরাকে বীরশূন্য ক'রে, সেই মহাশ্মশানের বিরাট্ ভস্মস্তূপের ওপর তার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করতে। এই যে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, তুমি, আমি, এমন কি নিজের সহোদরগণকে পর্য্যন্ত জীবিত রেখে সে সম্রাট্ হ'তে চায় না। সে তার সাম্রাজ্যকে কেবলমাত্র বিধবা এবং অপোগণ্ড শিশু দ্বারা পূর্ণ ক'রে রাখতে চায়, বুঝেছ কি ভীষণ উদ্দেশ্য! কখন এরূপ ভীষণ কাহিনী কোথাও শুনেছ কি?

জয়। [সবিস্ময়ে] বলেন কি, গান্ধাররাজ? দুর্য্যোধন এত বড় ভীষণ? এত বড় রাক্ষস? এত বড় পাষণ্ড? আপন সহোদর পর্য্যন্ত চায় না?

শকুনি। না—চায় না। এ অতি ধ্রুব—অতি সত্য। সে তার স্ত্রী-পুত্র ব্যতীত আর কোন আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাসও করে না—চায়ও না। কেবল কার্য্য-উদ্ধার করা পর্য্যন্ত তোমাকে-আমাকে প্রয়োজন, তার পর এক মুহূর্ত্তও নয়। এই মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধন চায় কি জান? পাণ্ডবেরা যেমন আমাদের হাতে নাশ হ'তে থাকুক্, আমরাও তেমনি পাণ্ডবদের হাতে নাশ হ'তে থাকি।

ছদ্মবেশে বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক।—

গান।

বাহবা, কি বুদ্ধি চমৎকার।
এ সংসারে দেখ্‌লাম ঘুরে (বাবা) তোমার জোড়া মেলা ভার॥

বেড়ে মাথা ক'রেছিলে,
বেড়ে মতলব এঁটেছিলে,
খালি, কাচ বাগীয় মেরে দিলে,
কি বলব গো, তোমায় আর ॥

শকুনি। [সহাস্তে] বুঝ্‌তে পারছ ? এ সব কৃষ্ণের চাল্‌।

বিবেক।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

তোমার চালের উপর চাল,
চলে কি আর কোন চাল,
চাল্‌ছ ব'সে সব পাকা চাল
তার বেচাল করে সাধ্য কার ॥

শকুনি। বলেইছি ত, জয়দ্রথ ! শুধু কৃষ্ণ আর আমিই বুঝেছি, আর কেউ কিছু বুঝ্‌তে পারে নি।

বিবেক।— [গীতাবশেষ]

যে জাল পেতে আছ ব'সে,
সে জাল একদিন যাবে ফেঁসে,
সেদিন সকল কর্ম্মী যাবে ভেসে,
দেখ্‌বে চোখে অন্ধকার ॥

[প্রস্থান।

শকুনি। এই কথাগুলি কৃষ্ণের উর্ব্বর-মস্তিষ্কের একটা নূতন আবিষ্কার। বিরুদ্ধ পক্ষকে দমিয়ে দেবার একটা দুর্ব্বল কৌশলমাত্র। ওতে শকুনি দ'মে যায় না, শকুনির জাল অত সহজে ফেঁসে যায় না।

ছদ্মবেশী কুমতির প্রবেশ।

কুমতি।—

গান।

যেয়ো না দ'মে যেন, রেখো আপন ঠিক ॥
যার যা খুসী ব'লে নিক্‌না, যেন হ'য়োনা বেঠিক ॥

বোকা যারা ধোকা খেয়ে,
ভ্যাবাচাকা যায় গো হ'য়ে,
মরণ-পথে যায় গো ধেয়ে
হারিয়ে শেষে দিক্—বিদিক্ ॥

শকুনি। [জয়দ্রথের প্রতি সহাস্যে] কি বলে শোন।

কুমতি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

চল্‌ছ তুমি যে পথ ধ'রে,
যাও সে পথে ধীরে ধীরে,
ভয় কি তোমার, আমি তোমার
বজায় রাখ্‌ব সকল দিক্ ॥

[প্রস্থান।

শকুনি। কে—চেন না বোধ হয়? আমার পরকীয়া প্রণয়িনী; বড় ভালবাসে—বড় ভালবাসি।

জয়। অত কুৎসিত?

শকুনি। তোমাদের চোখে, আমার চোখে নয়। আমার চোখে বড় সুন্দরী! তোমরা যাকে কুৎসিত ব'লে নাসিকা কুঞ্চন কর, আমি তাকে পাবার জন্য আকিঞ্চন করি। তোমরা যাকে ঘৃণা কর, আমি তাকে সাদর-যত্নে এনে হৃদয়ে ধারণ করি। সংসারের যত কুৎসিত-বীভৎস কুড়িয়ে এনে আমি কাজে লাগাই। একটা প্রমাণ দেখ—যে অস্থিকে তোমরা স্পর্শও কর না, সেই অস্থি দিয়েই আমি পাণ্ডবদের দ্যূতে জয় করেছিলাম। ঐ কুৎসিতা প্রিয়তমাই আমার যা কিছু সব। ঠিক সময়ে এসে আমায় বল ও সাহস দিয়ে যায়।

জয়। গান্ধাররাজ! আপনি কি অসাধারণ! আপনার আদি-অন্ত সমস্তই একটা প্রহেলিকা দিয়ে ঢাকা।

শকুনি। অস্ত্রের এখনও অনেক বাকী, এটা মধ্য অবস্থা চল্‌ছে। যাক্‌—নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল শোনা যাচ্ছে। যাও. জয়দ্রথ! আমার কথাগুলি বেশ ক'রে ভাব গে আর যুদ্ধে যোগ দাও গে। যুদ্ধান্তে আবার গভীর নিশীথে একবার দেখা ক'রো, সব কথা বলা হ'ল না।

[অন্য মনে ভাবিতে ভাবিতে জয়দ্রথের প্রস্থান।

[কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া] একটা প্রশান্ত মহাসাগরকে শুকিয়ে ফেলে মরুভূমি ক'রে তুলেছে। একটা সুন্দর নন্দন-কাননকে পুড়িয়ে দিয়ে শ্মশান ক'রে ছেড়েছে। একজন মানুষকে শোকের বজ্রে গ'ড়ে গ'ড়ে শেষে একটা দানব ক'রে দিয়েছে। তার সে মানুষের প্রাণ—মানুষের অন্তঃকরণ কিছুই নাই। সেখানে একটা প্রতিহিংসার জ্বালাময়ী মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে একটা হিংসার শুষ্ক কঙ্কাল শুষ্ক কণ্ঠে হা হা ক'রে হাস্‌ছে! আমার একশত সহোদর—অথর্ব্ব শোকাতুর পিতা, অমন মৃত্তিকায় প্রোথিত ক'রে ভীষণ নিষ্ঠুররূপে অনাহারে—বায়ু-হীন প্রদেশে রুদ্ধনিঃশ্বাসে মৃত্যুর মুখে তুলে দেওয়া! ওঃ—[বিচলিত হইয়া] দুর্য্যোধন! কবে—কবে তোকে ঐরূপ ভ্রাতৃশোকে আমার মত—

সত্বর দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা। মামা! মামা! শীঘ্র এস—শীঘ্র এস, দাদা ডাক্‌ছে; এখনই যুদ্ধে যেতে হবে।

শকুনি। [মুখভাব পরিবর্ত্তন করিয়া] এই যে—এই যে, বাবা! আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি। তুমি এগোও দুঃশাসন, আমি এখনই যাচ্ছি।

দুঃশা। একটুও দেরী ক'রো না যেন।   [বেগে প্রস্থান।

শকুনি। [উত্তেজিত মুখে] দেরী করছি কি সাধে? পেরে উঠ্‌ছি না ব'লে। আমি যে একা—এক বুদ্ধি ভিন্ন শক্তিতে কুলাবে না, তুবা, রে দুঃশাসন—   [দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির—নিভৃত-প্রদেশ।

গীতকণ্ঠে শুভ্রবেশে রোহিণীর ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশ।

রোহিণী।—

গান।

শুধু, দূর হ'তে চেয়ে থাকি, যাইতে পারি না কাছে।
কি এক বিরাট্ সাগর যেন গো, রয়েছে উভয়ের মাঝে॥
ধরিবার সাধ—ধরিতে পারি না,
মরিবার সাধ—তবু ত মরি না,
সে যে আমারি বিধু, আমারি বঁধু, চিরমধুময় আমারি শুধু,
আমার জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে, সে যে হৃদয়ে জাগিয়ে আছে॥
আমার হৃদয় ছিঁড়িয়ে হৃদয়ের মণি,
হরিয়ে আনিল কোন্ মায়াবিনী,
আমি পথে পথে কাঁদি হ'য়ে পাগলিনী,
ছায়ারূপে দূরে ফিরি পাছে পাছে॥

না—না, সে দেহ আর নাই—সে সৌন্দর্য্য নাই—সে দীপ্তি নাই—সে কমনীয় কান্তি নাই। এ মাটির পৃথিবীতে সে দেবকান্তি টিক্‌বে কেন? এ মর্ত্তের বিষাক্ত উত্তপ্ত বাতাসে সে চাঁদের লাবণ্য সইবে কেন? এ মায়াবিনী মানবীর প্রেম—মানবীর ভালবাসা, এ বড় তিক্ত—বড় বিরস—বড় কঠোর, তার হৃদয়কে বুঝি শেলের ন্যায় বিদ্ধ কর্‌ছে। তার প্রাণকে বুঝি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ ক'রে ফেল্‌ছে। কোথায় চিরজ্যোৎস্না-পুলকিতমধুরোজ্জ্বল শান্ত-স্নিগ্ধ চন্দ্রলোক, আর এ কোথায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর-

তপ্ত মরুভূমিময় তীব্র রৌদ্র মূর্ত্তি পৃথিবী! আর কতদিন? এ অভিশপ্ত জীবনের জীবন্মৃত্যুর দুঃসহ ক্লেশ আর কতদিন? প্রিয়তম! ভুলে আছ? সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছ? তাই তুমি সংসার নিয়ে থাক্‌তে পেরেছ। আমার সে সূত্র ত ছিঁড়ে যায় নি, প্রিয়তম! যখন দেখি উত্তরার সঙ্গে প্রেম-রসে ডুবে আছ, তখন আমি হিংসায় ম'রে যাই—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি; ভাবি—পোড়াকপালী উত্তরার কপাল পুড়িয়ে কবে রোহিণী তার সর্ব্বস্বকে নিয়ে স্বস্থানে চ'লে যাবে। নিশীথে যখন উত্তরার কপোলে ওষ্ঠাধরের চিহ্ন অঙ্কন কর, তখন কি তীব্র বিষে জ্ব'লে উঠি জান না। আজ ষোড়শ বর্ষ অতীত-প্রায়। উঃ! সে কত যুগ—কত যুগ!! আর থাক্‌তে দেবো না—নিয়ে যাব। হৃদয়-কুসুমের পরাগে শয্যা রচনা ক'রে রেখেছি, নিয়ে যাব। শূন্য মন্দির আবার নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছি, আবার পূর্ণ কর্‌ব। নিতে এসেছি—আর ছেড়ে যাব না। উত্তরা নে, আর দু'দিন উপভোগ ক'রে নে। তার পর বুঝ্‌বি আমার জ্বালা! ঐ যে আস্‌ছে পোড়ামুখী! তপ্ত নিঃশ্বাসে বাতাস আগুন ক'রে রেখে যাই, এসে পুড়ে মরুক্‌—জ্ব'লে মরুক্‌।

বেগে প্রস্থান।

পুষ্পমাল্য হস্তে উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। [সবিস্ময়ে ও সভয়ে] কে যেন ছায়ার মত অদৃশ্য হ'য়ে চ'লে গেল! ঠিক যেন কোন আকার নয়, খালি একটা ছায়া। একটা অভিশাপের মত এসে এখানটা যেন অগ্নিময় ক'রে রেখে গেল! এখানকার বাতাস যেন উত্তাপের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে! কি এ? ক'দিন থেকে এমন হচ্ছে কেন? কে আসে? কে যায়? কেন আসে? কেন যায়? গাটা যেন ছম্‌ছম্‌ করছে! বিদ্রূপের ভয়ে কুমারকে এ কথা বলি না, কিন্তু বড় ভয় করে। ঐ যে কুমার আস্‌ছে।

যুদ্ধসজ্জায় অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। [হাস্যমুখে] যুদ্ধ থেকে এলাম—ঠিক, হেসে কাছে আস্‌ছ না যে, উত্তরা? সকাল বেলাকার বকুনি বুঝি মনে ক'রে রেখেছ?

উত্তরা। তুমি ঠাট্টা করবে না বল, তা' হ'লে বলি।

অভি। আগে বলই না!

উত্তরা। ভীরু বল্‌বে না বল?

অভি। আচ্ছা—বল্‌ব না, বল।

উত্তরা। এই দেখ—সত্যি ক'রে শরীর রোমাঞ্চ দিয়েছে।

অভি। [সহাস্যে] পেত্নী দেখেছ না কি?

উত্তরা। কি জানি—সে কে? ঠিক যেন একটা রমণীর ছায়া ক'দিন থেকে যাওয়া-আসা করছে। তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। সে নিঃশ্বাস কি উষ্ণ—যেন আগুনের উচ্ছ্বাস!

অভি। তাই নাকি? সাবধান, উত্তরা! গুপ্ত সপত্নী নয় ত?

উত্তরা। [সহাস্যে] তাই যদি হয়, তা' হ'লে গুপ্ত আঘাতে তাকে চিরলুপ্ত ক'রে দোব। কিন্তু সত্যি ক'রে আমি মিছে বল্‌ছি না, কি যেন একটা আসা-যাওয়া করছে। তুমি একলাটি এখানে কখন এসো না, কুমার।

অভি। যদি পেত্নীতে পেয়ে বসে? [হাস্য]

উত্তরা। সব কথায় রঙ্গ ক'রো না। ভদ্রা মা বলেন—জন্মান্তরের কত আত্মা ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

অভি। আবার জন্মান্তরের কথা কিন্তু তাদের মনেও থাকে।

উত্তরা। তা থাকে, তাও শুনেছি।

অভি। [কৃত্রিম গম্ভীরভাবে] তা' হ'লে হয়ত আমার জন্মান্তরের কোন পত্নীর আত্মা এসে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখো, উত্তরা!

আমাকে খুব সাবধান ক'রে রেখো কিন্তু, একতিল সঙ্গছাড়া ক'রো না। কি জানি যদি একলা পেয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যায়!

উত্তরা। তোমার ও সব কথা শুনলে সত্যিসত্যিই আমার কিন্তু বড় ভয় হয়।

অভি। হবারই যে কথা, সতীন কি না! [হাসিলেন]

উত্তরা। তোমাদের বিশ্বাসই বা কি?

অভি। তাই ত বল্‌ছিলাম যে, একেবারে আঁচলে বেঁধে রেখে দিয়ো।

উত্তরা। [একদৃষ্টে অভিমন্যুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন]

অভি। কি দেখ্‌ছ, উত্তরা?

উত্তরা।—

গান।

আমার সকল আশার সাধ মিটাতে
　　　　তোমার পানে চেয়ে থাকি।
আমার সকল্ পাওয়ার আশা মিটাতে
　　　　শুধু তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥
আমার সারা প্রাণের আকুল তৃষা সঞ্চিত করিয়া বুকে,
রয়েছি তোমারি আশে, আমায় বঞ্চিত ক'রো না সুখে,
আমি চিনি না—জানি না কিছু, শুধু তুমি আমার জীবন-সাথী;
তোমারি স্বপন মাখি' আমার ঘুমিয়ে থাকে দু'টি আঁখি ॥

[কণ্ঠালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমোদ-ভবন।

হাস্যমুখে অহঙ্কারমত্ত দুঃশাসন সহ
উৎবয়স্ক বিদ্যাধরের প্রবেশ।

দুঃশা। [সহাস্যে] আজ তুমি যুদ্ধে যাও নি, বিদ্যাধর! তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতে আমার বীরত্ব।

বিদ্যা। আজ বুঝি ভীমসেন আসেন নি?

দুঃশা। সে দাদার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছিল।

বিদ্যা। তা' হ'লে ত সখার আজ পোয়া বারো হয়েছিল।

দুঃশা। কেন, ভীমসেন ছিল না ব'লে? কেন, আমি কি তাকে ভয় করি?

বিদ্যা। তাকে নয়, তবে তার গদাকে যা একটু কিছু—

দুঃশা। মহামূর্খ ষণ্ডামার্ক—যুদ্ধ ত জানে না, ঐ এক গদা নিয়ে এলো-ধাপারি পিটুতে থাকে। প্যাঁচ বা কৌশল কিছুই শেখে নি।

বিদ্যা। আমিও তাই ব'সে ব'সে ভাবি যে, ভীমসেনটা এমন মহামূর্খ যে, সেই বস্ত্রহরণের সময় না বুঝে-সুঝে এমন একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেল্‌লে—একেবারে দুঃশাসনের রক্তপান! কি বেকুব—কি বেকুব!

দুঃশা। [শুষ্ক মুখে] যেতে দাও তার কথা, সে আবার একটা বীর!

বিদ্যা। হ্যাঁ—বীর আবার! বীর হ'লে কি সেই সভাস্থলে দাঁড়িয়ে খালি প্রতিজ্ঞা ক'রে ছাড়ে? একবারে তোমাকে একটা বাঁ হাতের ঝাপ্‌টা দিয়ে—ভুঁয়ে ফেলে—বুকের ওপর চেপে ব'সে চোঁ চোঁ ক'রে কি রক্তপান না ক'রে ছাড়্‌ত?

দুঃশা। [শুষ্কমুখে শুষ্কহাস্যে] কেন ও কথা তোল, বন্ধু?

বিদ্যা। না, দেখ দেখি আক্কেলটা! অত বড় সভাস্থলে কি অমন একটা অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কেউ করে! সে কি রাক্ষস যে, রক্ত চুষে খাবে?

দুঃশা। [পূর্ব্ববৎ] হাঁ—তুমিও যেমন!

বিদ্যা। থাক্ না এখন, এই ত যুদ্ধ বেধেছে।

দুঃশা। কাল কিন্তু পিতামহ একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে যুদ্ধ করেছেন।

বিদ্যা। তা করুক, কিন্তু ভীমের আক্কেলটা কি বল দেখি? দুঃশাসনের রক্তপান—কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা! লোকে আবার বলে যে, ভীমের প্রতিজ্ঞা অচল—অটল!

দুঃশা। প্রতিদিনই দশ হাজার ক'রে ওদের সৈন্য সাবাড় হ'চ্ছে। এই পাঁচদিনে পঞ্চাশ হাজার হ'য়ে গেল।

বিদ্যা। ভীমটাকে দেখ্‌তে-শুন্‌তে কিন্তু একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত, অযুত মত্ত হস্তীর বল নাকি ওর দেহের মধ্যে জমান আছে।

দুঃশা। ভেবেছিলাম—পিতামহ বুঝি পাণ্ডবদের কোন ক্ষতিই কর্‌বেন না। কিন্তু তা নয়।

বিদ্যা। কাম্যবনে যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ ক'রে নিয়ে যায়, সেদিন কিন্তু ভীমটা ভারি তেজ দেখিয়েছিল। একাই একেবারে—

দুঃশা। আজ যুদ্ধের পঞ্চম দিন শেষ হ'ল—নয়?

বিদ্যা। তুমি যুদ্ধে গেলেই আমার কিন্তু কেমন একটা ভয় হয় যে, ঐ ভীম বুঝি তোমার বুকের ওপর—

দুঃশা। [বাধা দিয়া] আজ এস, বিদ্যাধর! একটু আনন্দ করা যাক্।

বিদ্যা। ক্ষতি কি? বেশ ত। কিসের ভীম? কি কর্‌বে তোমার? রক্তপান করা অমনি সোজা কথা আর কি!

দুঃশা। নর্ত্তকীদের ব'লে রেখেছি, এখনই আস্‌বে।

বিষ্ণা। আসুক না, নেচে-গেয়ে খুব জমিয়ে দিগ্। তোমার স্ফূর্তির প্রাণ—চিরদিনই ঐ ক'রে কাটিয়েছ। এখন চুপ্ ক'রে থাক্‌লে লোকে বল্‌বে যে, ভীমের ভয়ে দুঃশাসন আর ফুর্‌তি-টুর্‌তি করে না। আর ধর—যদি খায়ই, কত রক্ত খাবে? ও বুকের ভেতর ঢের রক্ত আছে।

দুঃশা। যুদ্ধের কথা এখন ছেড়ে দিয়ে নৃত্য-গীতে মেতে যাও।

বিষ্ণা। হাঁা, নিশ্চয়ই। রক্ত খাওয়া বল্‌লেই ত হ'ল না? তোমাকে কায়দা ক'রে ভুঁয়ের উপর ফেল্‌তে হবে, তার পর ঐ বুকটার ওপর বস্‌তে হবে, তার পর বিকট বদনটাকে ব্যাদান কর্‌তে হবে,—তার পর বুকটাকে চির্‌তে হবে, তার পর হৃৎপিণ্ডটা দুহাতে টেনে—

দুঃশা। [সবিরক্তি] আঃ! কর্‌ছ কি বল ত?

বিষ্ণা। রক্ত খাওয়া সোজা কথা নয় সখা, সোজা কথা নয়!

দুঃশা। ঐ যে নর্ত্তকীরা এসে হাজির। এইদিকে মন দেওয়া যাক্।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

বিষ্ণা। গাও শ্রীমতীরা, বেশ ফুর্‌তি ক'রে। পাণ্ডব-শিবির থেকে ভীমসেন শুনুক্ আর বুঝুক্ যে, দুঃশাসন তার রক্তপানের কথা গ্রাহ্যই করে না।

দুঃশা। এদের সঙ্গে ও কি বল্‌ছ?

বিষ্ণা। সদরটা খুব বন্ধ আছে ত?

দুঃশা। কেন?

বিষ্ণা। কি জানি—সেটা একটা প্রকাণ্ড হস্তীমূর্খ, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ত নেই? এই নৃত্য-গীত আরম্ভ করা গেছে, হয় ত মূর্খটা একটা গদা নিয়েই বা উপস্থিত হ'ল; তা' হ'লেই রসভঙ্গ। বল?

দুঃশা। দ্বারে সতর্ক প্রহরীরা আছে।

বিষ্ণা। তাই থাক্‌লেই হ'ল। তা নাও সুন্দরীরা, সুরু কর।

নর্ত্তকীগণ।—

নৃত্যগীত।

কিবা, মধুর যামিনী,   মধুর রাগিণী
ভেসে আসে কানে লো।
কোন্ মধুরহাসিনী,   মধুরভাষিণী
মধু ঢালে প্রাণে লো॥
কিবা, স্বরগের সুধা মাখিয়ে ছড়ায়ে দিয়েছে শশী,
মধুর বাতাসে বিভোর আবেশে ঘুমায়ে প'ড়েছে নিশি,
পিয়া—পিয়া—পিয়া,   রহিয়া—রহিয়া
আকুল ক'রেছে পরাণে লো॥
হের ফুলকলি প'ড়ে ঢলি ঢলি,
নীরবে—নীরবে পিয়ে মধু অলি,
বঁধু হাসিয়া,   কাছে আসিয়া
শুধু চেয়ে আছে মুখপানে লো॥

দুঃশা। কেমন লাগ্‌ছে, বিদ্যাধর ?

বিদ্যা। মন্দ কি ? কিন্তু ভীমের প্রতিজ্ঞা করাটা যতদূর অন্যায় হবার তা হয়েছে ; কি বল, সখা ?

দুঃশা। গাও নর্ত্তকীরা, আর একখানা।

নর্ত্তকীগণ।—

নৃত্যগীত।

কোথা হ'তে ওই বাঁশী বাজে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে অথবা কি নিকুঞ্জ মাঝে॥
আমার চলে না চরণ, সরে না ত ভাষা,
ব্যাকুল পরাণে জেগে ওঠে কত হায় রে আকুল পিয়াসা,
আমায় করিল উদাসী,   ওই কালার বাঁশী,
আঁখি-জলে ভাসি মরিনু লাজে॥

আমি যে, অবলা সরলা বালা,
আমায় মজালে মজালে মজালে কালা,
ও সে কি যে বাঁশীর তান, পাগল করে লো প্রাণ,
হেরিতে নয়ন হৃদয়-রাজে ॥

বিদ্যা। কিন্তু ভীম পার্‌বে না। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখ্‌লাম—ভীমের পার্‌বার সাধ্যই নাই। লজ্জায় মুখ দেখাবে কি ক'রে, তাই ভাব্‌ছি।

দুঃশা। যাও নর্ত্তকীরা, বিশ্রাম কর গে!

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

বিদ্যা। যাও সখা, নিশ্চিন্তে ঘুমাও গে, ভীম পার্‌বে না।

দুঃশা। দাদার হাতেই ভীমের ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

বিদ্যা। কাম্যবনে কিন্তু দ্রৌপদী-হরণের দিন যেন তোমার দাদার কেমন ধারা হ'য়ে গেল। সেদিন ত ভীমের বনফল মাত্র খাদ্য ছিল, এখন আর সে খাদ্যের অভাবও নেই। কাঁড়ি কাঁড়ি অন্নের রাশ সাবাড় ক'রে ফেল্‌ছে—এই একটা যা চিন্তা।

দুঃশা। তোমার ভীমকে নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন বল ত?

বিদ্যা। তোমার জন্যে—আবার কি? ভাবি যে কোন্ দিন রণক্ষেত্রে গিয়ে হয় ত দেখ্‌ব, তোমার ঐ দেহটিকে ভীমসেন দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছে—আর—

দুঃশা। [অন্যমনস্ক ভাবে] এস বন্ধু, রাত্রি অনেক হয়েছে।

বিদ্যা। চল—যাচ্ছি। কিন্তু ভীমটা নাকি সময়ে সময়ে রাক্ষস-মূর্ত্তি ধর্‌তে পারে।

দুঃশা। [সবিস্ময়ে] কে বল্‌লে? এস।

[বিদ্যাধরের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

একাকী দুর্য্যোধন চিন্তিতমনে পদচারণা করিতেছিলেন

দুর্য্যো। লেলিহান ক্ষুধিত শার্দ্দূল দলে
দিয়াছি ছাড়িয়া ওই কুরুক্ষেত্র মাঝে।
পাণ্ডবের উষ্ণ রক্তধারা
আনন্দে করিছে পান সুধারাশি সম।
সমগ্র ভারত হ'তে
বীরত্বের অজস্র প্রবাহ
একসঙ্গে মিশিয়াছে
কুরুক্ষেত্র-মহাসিন্ধু মাঝে।
ক্ষুব্ধ উর্ম্মিরাজি সম
ক্ষত্রকুল বীরত্ব-গরিমা ল'য়ে
উচ্ছ্বাসিত মহাসিন্ধু ধীরে ব'য়ে যায়।
নক্রকুল সমাকুল উদ্বেল চঞ্চল সিন্ধু!
ভীষণ—ভীষণ হ'তে অতীব ভীষণ!
পৃথিবীর সমগ্র ক্ষত্রিয়-শক্তি
একস্থানে পুঞ্জীভূত।
হেন সংযোজন কেহ
দেখে নাই—শোনে নাই—করে নাই কোন দিন।
দেখাইল দুর্য্যোধন—শুনাইল দুর্য্যোধন,
করিল সে দুর্য্যোধন জগতে প্রথম।
এ বিশাল কুরুক্ষেত্র বিরাট্ প্রান্তর,

একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী দুর্ব্বার
স্বহস্তে এ দুর্য্যোধন করেছে রচনা।
স্বহস্তে রচিত এই
স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত অসংখ্য ক্ষত্রিয়
দাহ্য শুষ্ক বিশাল বনানী—
স্বহস্তে অনল-শিখা দিয়াছি জ্বালিয়া,
দবাগ্নির মত হু হু রবে জ্বলিছে ভীষণ !
পুঞ্জমান কৃষ্ণধূমে
ছেয়ে গেছে ভারত-গগন,
সবিস্ময়ে আছি চেয়ে একাকী নীরবে,
চির অবিনাশী নিজ কীর্ত্তি-স্তম্ভ পানে।

কর্ণের প্রবেশ।

এস সখা, পিতামহের গতিক দেখ্‌ছ ? ঠিক সেই দশ সহস্র সৈন্য, তা' হ'তে এক চুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। বড় ভুল হ'য়ে গেছে ; এখন কোন সংশোধনের উপায় দেখ্‌ছি না, তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

কর্ণ। নিতান্ত বৃদ্ধ, আর বেশি কি আশা করা যেতে পারে ?

দুর্য্যো। শুধু বার্দ্ধক্যের আবরণে আমার নিকটে প্রকৃত রহস্য ঢাক্‌তে যাওয়াই একটা মহাভুল। নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, পাণ্ডবপক্ষে চ'লে গেলেই ত হ'ত ; এরূপ ধর্ম্মের ভণ্ডামি নিতান্তই অসহ্য !

কর্ণ। অত অবিশ্বাস যার উপর, তাকে দিয়ে কোন গুরুতর কার্য্য করা চলে না।

দুর্য্যো। কি কর্‌ব, তখন তুমি যদি পিতামহের সঙ্গে কলহ উত্থাপন না কর্‌তে, তা' হ'লে বোধ হয়, এ আত্ম-ত্রুটির জন্য আজ আমাকে অনুতপ্ত হ'তে হ'ত না।

কর্ণ। নিতান্ত অসহ্য না হ'লে সে কলহ উত্থাপন করতাম না। এখন বুঝতে পারছি—সহ্য ক'রে থাকাই তখন উচিত ছিল; অন্ততঃ তোমার ইষ্টানিষ্ট চিন্তা ক'রে।

দুর্য্যো। পারা যায় না। ও সব মানুষ কেমন জান? বৃদ্ধ অজগরের মত। সামর্থ্য নাই—শক্তি নাই, অথচ পূর্ব্ব শক্তির একটা নিষ্ফল গর্ব্বে, ব্যর্থ অহঙ্কারে ষোল আনা ভরপূর। বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতার গরিমা আর পিতামহত্বের দাবী নিয়ে ওঁদের নবীনদের ওপর আধিপত্য প্রদর্শনের বিফল প্রয়াস! বিষ নাই কিন্তু চক্র ধরা চাই। আমি এ জন্য বৃদ্ধদের ওপর একেবারে হাড়ে হাড়ে চটা। আমার অদৃষ্টে জুটেছেও আবার তাই। একজন ভীষ্ম, একজন দ্রোণাচার্য্য, একজন বিদুর, তার পর আবার পিতা।

কর্ণ। এখন কি করতে চাও?

দুর্য্যো। ভীষ্মের সেনাপতিত্ব নিয়ে তোমাকে দিতে চাই। ভীষ্ম তোমার অধীন ভাবে থেকে, প্রতিদিন যেমন দশ সহস্র ক'রে সৈন্য নাশ করবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করুন।

কর্ণ। আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যুদ্ধ করবেন না, এও ত তাঁর একটা মস্ত প্রতিজ্ঞা।

দুর্য্যো। আমি সে প্রতিজ্ঞা রাখতে দোব না। বিশেষতঃ যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কোন যোদ্ধারই পরিচালনা চলে না; রণনীতি মানা সকলেরই কর্ত্তব্য।

হাস্যমুখে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। কি, বাবা! কি হয়েছে? এত রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? যুদ্ধ-শ্রান্তি দূর করবার জন্য শয়ন করতে যাচ্ছিলাম, এর মধ্যে তোমার আহ্বান। থাকতে পারি কি? ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে চ'লে এসেছি।

দুর্য্যো। কৈ, আমি ত ডাকি নি আপনাকে?

শকুনি। য়্যাঁ! ডাক নাই? তবে কি শুন্‌তে কি শুন্‌লাম! তা ওরূপ শোনাটা অসম্ভব নয়। সর্ব্বদাই মনের ভেতর তোমার জন্ম একটা উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা র'য়ে গেছে কি না? কখন কখন এমনও হয় যে, একেবারে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠি, শুনি—যেন তুমি ডাক্‌ছ। তা হ'লই বা, একটা রাত্রি না হয় নাই ঘুমালাম। তুমিও ত বিনিদ্র নেত্রে রাত্রি কাটাচ্ছ, বুঝ্‌তে পারি ত সব? তবে যুদ্ধ-বিদ্যায় ভগবান্ বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন, তবুও যথাসাধ্য ত্রুটি করি না।

দুর্য্যো। অক্ষক্রীড়াতেই ত আপনি আমার তত বড় একটা কাজ ক'রে দিয়েছেন, যার ফলে আজ এই মহাযুদ্ধ।

শকুনি। সে আর এমন কি কাজ ক'রে দিয়েছি, বৎস! ও না হ'লেও তুমি পার্‌তে।

কর্ণ। সে কি কথা, আপনি খুবই করেছেন!

শকুনি। খুবই করেছি কি-না করেছি, যুদ্ধের শেষ না হ'লে ঠিক বলা যাচ্ছে না। দেখে যেতে পার্‌ব কি না জানি না।

দুর্য্যো। [তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া স্বগত] বড় ধূর্ত্ত তুমি!

শকুনি। ভীষ্মদেবের যুদ্ধ কেমন বোধ হচ্ছে?

দুর্য্যো। প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌ছেন।

শকুনি। তা কর্‌ছেন বৈ কি, তবে একটু ধীরে ধীরে হচ্ছে। তা হ'ক্ না, তার পর অঙ্গপতি কর্ণ আছেন—ভয় কি?

দুর্য্যো। তার পর জয়দ্রথ আছেন।

শকুনি। কিন্তু মজা দেখ্‌ছি, তিনিও অঙ্গপতির উপর কেমন যেন একটু বিদ্বেষ-বিদ্বেষ ভাব দেখাচ্ছেন। আমি কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। তোমার কি বোধ হয়, বাবা?

দুর্য্যো। কৈ—তা ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

শকুনি। তা' হ'লে বোধ হয় নয়, আমারই বোঝ্‌বার ভুল হ'য়ে থাকবে।

কর্ণ। সিন্ধুরাজ কি বলেন?

শকুনি। বলেন ত অনেক কথা, তবে সেটা ঠিক তাঁর মনের কথা কি না বল্‌তে পারি না! তিনি বলেন—

দুর্য্যো। থাক্ সে কথা এখন। রাত্রি অনেক হয়েছে—প্রত্যুষেই আবার যুদ্ধ। আপনি যান্ মাতুল, বিশ্রাম করুন গে।

শকুনি। বিশ্রাম কি আর আছে, বাবা! সর্ব্বদাই তোমার চিন্তায় অস্থির হ'য়ে মরি। স্নেহাধিক্যটা সব সময়ে ভাল নয় বুঝি, কিন্তু না ক'রে পারি না।

জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গান।

এবার শেয়ানে—শেয়ানে কোলাকুলির ঢেউ,
কাউকে কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করেনা কেউ ॥
যার যার ফিকির যার যার ফন্দী,
যার যার মনের অভিসন্ধি,
তার তার কাছে ঠিকই আছে,
কেবল মুখে মুখে মেউ মেউ ॥
কেউ কেউ মনে জয়ী হচ্ছে,
কেউ সর্ব্বনাশের ফিকির কর্‌ছে,
কেউ যমের হাতে এগিয়ে দিচ্ছে,
কেউ লাগ্‌ছে পাছে কেউ ॥

[প্রস্থান।

শকুনি। কালোঠাকুরের কাজ দেখ্‌ছ, বাবা? যুদ্ধে দেখ্‌ছি—কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না, কাজেই ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে যদি কিছু পারি। আরে তা কি হয়? এর নাম দুর্য্যোধন। এখানে ও সব নীতি-টীতি খাটবে না, বাবা! একটু একটু খটকা লাগে কিন্তু, বাবা! জয়দ্রথ কি এই সব কৃষ্ণের ছল-চাতুরীকে দৈবসঙ্গীত মনে ক'রে নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ-বুদ্ধি আন্‌ছে নাকি? একেবারে অসম্ভবও মনে করা যায় না। কেন না, সিন্ধুরাজের মাস্তিষ্কটা একটু বিলক্ষণ তরল আছে। কিসে কি হয়, ঠিক তলিয়ে বুঝ্‌তে পারে না। নতুবা কি কর্ণের মত তোমার পরম হৈতিষী বন্ধুকে বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌তে পারে?

কর্ণ। আমি ত তাঁর আলাপে বা কার্য্যে সে সব কিছুই দেখ্‌তে পাই না, মাতুল!

শকুনি। তা ত দুর্য্যোধনও বল্‌লেন। কিন্তু তবে আমার কাছে ওরূপ ভাবে আলোচনা করেন কেন, বুঝ্‌তে পারি না। সে আলোচনায় যেন বেশই বোঝা যায়, সিন্ধুরাজ কিছুতেই অঙ্গপতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌বেন না।

কর্ণ। কারণ?

শকুনি। সূক্ষ্ম—গুরুতর। আভিজাত্য নিয়ে। আমার বোধ হয়, তা নয়, শুধু ঈর্ষা।

কর্ণ। তা যদি হয়, তা' হ'লে আমারও প্রতিজ্ঞা—আমি জয়দ্রথের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কিছুতেই এ যুদ্ধ কর্‌ব না।

শকুনি। তবে ঠিক্ কি না, সেটা আমি ঠিক্ ক'রে বল্‌তে পার্‌লাম না; তা' হ'লে আসি এখন। [স্বগত] বিষ ঢেলে দিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান।

দুর্য্যো। [স্বগত] তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, মাতুল!

[প্রকাশ্যে] জয়দ্রথ সম্বন্ধে এর পরে চিন্তা করা যাবে, সখা ; এখন ভীষ্ম সম্বন্ধে কি স্থির করা যায় ?

কর্ণ। [বিমর্ষভাবে] এখন যে ভাবে চল্‌ছে—চলুক্ না, আরও দুই একদিন যাক্। আসি, সখা ! [প্রস্থান।

দুর্য্যো। [স্বগত] কর্ণের মনটাকে মুস্‌ড়ে দিয়ে গেলে, শকুনি ? যত গভীর জল দিয়ে যাও না, এর নাম দুর্য্যোধন—এ আরও অনেক জল দিয়ে যাতায়াত করে। দুর্য্যোধন সব বোঝে—সব জানে, কার কি স্বার্থ বেশ জানে। তোমার শত ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে, শকুনি, তুমি আমার পক্ষে যোগ দিয়েছ, সে কথা আমি বহুদিন হ'তেই জানি। আজ আবার কর্ণের কর্ণদ্বয়ে যে ভেদ-নীতির বিষ ঢেলে দিয়ে গেলে, এর কারণও বুঝ্‌তে বাকী নাই। কর্ণ আর জয়দ্রথে যদি ভেদ জন্মাতে পারা যায়, তা' হ'লে এ যুদ্ধে আমার একটা মস্ত ক্ষতি করা হয়। কারণ—ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই মনে প্রাণে আমার দিকে নয়, সকলেই পাণ্ডব-হিতৈষী। কেবল কর্ণ মাত্র আমার পক্ষে মনে প্রাণে যুদ্ধ কর্‌বে। তারও বিশেষ কারণ আছে। মল্লক্ষেত্রে অর্জ্জুনকৃত অপমান আর স্বয়ংবরে দ্রৌপদীর সূতপুত্র ব'লে অবজ্ঞা প্রদর্শন—এই দুই কারণেই কর্ণ পাণ্ডব-বিদ্বেষী। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মনে প্রাণে আমারই হিতসাধনে ব্রতী ছিল, কিন্তু শকুনির চাতুর্য্যে—শকুনির কূটকৌশলে মূর্খ জয়দ্রথ বোধ হয়, এ যুদ্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন কর্‌বে। কিন্তু যতই কর, ধূর্ত্ত ! তোমার কিছুতেই অব্যাহতি নাই ; হয় পাণ্ডব হস্তে, নয় আমার হস্তে। যে যাই করুক্, দুর্য্যোধন বিচলিত হবে না—সে কারও কাছে গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে তোষামোদ কর্‌বে না। সকলকে দিয়ে দুর্য্যোধন কাজ করিয়ে নেবে, আবার সকলকেই সেই কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্ব শূন্য ক'রে দেবে। কুরুক্ষেত্রে মহাজাল বিস্তার ক'রে রেখেছি

সবাইকেই সে জালে জড়াতে হবে—কা'রও অব্যাহতি থাকবে না। দুর্য্যোধন প্রাণ চায় না, মান চায়। দুর্য্যোধন ধন চায় না, নাম চায়। দুর্য্যোধন যদি যায়, তবে এমন যাওয়া যাবে যে, একটা যুগান্তর ক'রে দিয়ে যাবে—একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

গীতকণ্ঠে কৌরব-সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গান।

জীমূতমন্ত্রে ভৈরব-যন্ত্রে
উঠুক্ জ্বলিয়া গগন-প্রাঙ্গণ।
বীরত্ব-গর্ব্বে, শূরত্ব-দর্পে
উঠুক্ কাঁপিয়া সমর-অঙ্গন।
আহবে তাণ্ডবে যাদবে-পাণ্ডবে
মাধব সহিত বধ' সবাকারে,
ছাড় রে হুঙ্কার, মরণ ঝঙ্কার,
উঠিবে মহামার চমকি ত্রিভুবন॥
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে চল রে ত্বরা,
বিপক্ষশূন্য কর বসুন্ধরা,
লভিবে যশোধন রাজা দুর্য্যোধন
করিয়ে সমূলে পাণ্ডব-নিধন॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ একমনে বাঁশী বাজাইতেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। [বাঁশী রাখিয়া]

উছল কালিন্দী-কূলে কদম্বের মূলে
একদিন জীবন-প্রত্যূষে
এই বাঁশী বেজেছিল সুমধুর রোলে।
পশেছিল শ্রবণে সেদিন
মন্ত্রময় কি মহা সঙ্গীত!
সেইদিন খুলেছিল আঁখি।
সে আঁখিতে দেখিলাম চাহি'
বিশ্ববক্ষের অন্তস্তল করি' উন্মোচন।
ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতেছে,
ভবিষ্যের এক মহাপ্রলয়-অনল!
শুনিলাম কর্ণ পাতি'—
কল কল স্বনে বহিতেছে ধীরে ধীরে
সুদূর সে ভবিষ্য-সিন্ধুর
এক মহাপ্রলয়-কল্লোল।
ভাবিলাম—চিন্তিলাম কত,

কৈশোরের সেই
নব বিকসিত সুরভি জীবনে।
কি সৌরভে ভ'রে গেল প্রাণ,
বাজালাম প্রাণ খুলি' আবার সে বাঁশী।
আবার ঢালিল কানে মন্ত্রময় সুধা,
আবার শুনাল মোরে সে বিশ্ব-সঙ্গীত।
জাগিলাম সেইদিন,
ভাঙিলাম প্রেমের স্বপন,
কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিলাম মথুরা নগরে।
দাঁড়ালাম দৃঢ় হ'য়ে,
বধিলাম কংসাসুরে।
ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সেই হাতে খড়ি,
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সেই সে সূচনা,
মহাশক্তির সেইদিন হ'ল উদ্বোধন,
মহাপূজার সেইদিন হ'ল অধিবাস।
সেই বাঁশী করি নাই ত্যাগ।
বাজ্ বাঁশী, আর একবার।

[বংশীবাদন]

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ব্রজবিলাস আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

ব্রজ। [কৃষ্ণকে বাঁশী রাখিতে দেখিয়া] বাঁশী আর সে বুলি বলে না। বাঁশী বাজান ত নয়, এ কেবল মতলব ভাঁজা।

শ্রীকৃষ্ণ। [সহাস্যে] ব্রজবিলাস, এসেছ ?

ব্রজ। ঠিক্ বল্‌তে পার্‌লাম না।

শ্রীকৃষ্ণ। কি রকম?

ব্রজ। না, ঠিক্ আস্‌তে পারি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। না এলে কথা কইছ কি ক'রে? তোমাকে দেখ্‌ছিই বা কি ক'রে?

ব্রজ। কথা বল্‌ছে রসনা, দেখ্‌ছ আমার দেহখানা।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আস্‌তে বাকী থাক্‌ল কৈ?

ব্রজ। তা' হ'লেই আসা হ'ল?

শ্রীকৃষ্ণ। হ'ল না?

ব্রজ। হ'ল? বাঃ বেশ! যে আস্‌বার সেই যদি নাই এল, তা' হ'লে খালি ধড় আর মুণ্ডুর আসায় আসা হ'ল কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে বাকী রইল কে?

ব্রজ। বাকী রইল খোদ কর্ত্তা "মন"! এত বোঝ আর এইটে বোঝ না? ম'রে যাই আর কি!

শ্রীকৃষ্ণ। মন আবার রইল কোথায়?

ব্রজ। কোথাও নয়, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। এখনও ঘুরে বেড়ান রোগ তার যায় নি?

ব্রজ। যে হাতুড়ে বভ্যির হাতে পড়া গেছে, রোগ কি সহজে যাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। হাতুড়ে ছেড়ে ভাল বভ্যি ধর।

ব্রজ। ভাল বভ্যি ব'লেই ত ধরেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে শেষটা গো-বভ্যি হ'য়ে দাঁড়াল।

শ্রীকৃষ্ণ। [হাসিয়া] তার নামটা কি বল্‌তে পার?

ব্রজ। গোবিন্দ বভ্যি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ত জেনে-শুনেই গো-বস্তি ধরেছ। গোবিন্দ নামের মানেই ত—যে গরু নিয়ে বিচরণ করে।

ব্রজ। তখন কি সে শব্দের মানে তাই বুঝেছিলাম?

শ্রীকৃষ্ণ। কি বুঝেছিলে?

ব্রজ। তখন বুঝেছিলাম—"গো" শব্দের মানে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যে খেলা করে, সেই গোবিন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। এখন বুঝি তাকে গো-রাখাল ব'লেই বুঝে নিয়েছ?

ব্রজ। এখন বুঝে নিয়েছি—সে একজন ভয়ঙ্কর গো-দস্যু। সারা পৃথিবীটার যেখানে যা আছে, সবগুলিকে একত্র ক'রে একদিক্ থেকে বলি দিয়ে যাচ্ছে। বিষম ডাকাত সে! একটা বিরাট্ হত্যার কারখানা খুলে ব'সে আছে। আর কোনদিকে এখন ফিরে চাওয়ারও তার অবসর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। [সহাস্যে] বটে—বটে! তা' হ'লে ত বড়ই ভয়ঙ্কর সে! তার ত্রিসীমানায়ও তুমি যেয়ো না, ব্রজবিলাস!

ব্রজ। যাব কি, জোর ক'রে টেনে নিয়ে এসেছে যে!

শ্রীকৃষ্ণ। শোন, ব্রজবিলাস! আর একবার বাঁশীটা বাজাই। [বংশীবাদন]

ব্রজ। বাঁশীটা আমায় দিতে পার?

শ্রীকৃষ্ণ। [সহাস্যে] কেন, কি হবে?

ব্রজ। যমুনার জলে ফেলে দিয়ে আসি গে; যেখানে বেজেছিল, সেখানে রেখে দিয়ে আসি।

শ্রীকৃষ্ণ। তা' হ'লে আমি বাজাব কি?

ব্রজ। এখানে ও বাঁশী সে সুরে বাজে না। সেখানে যে সুরে বেজেছিল, যে সুরে যমুনা নেচেছিল—তরু-লতা দুলেছিল—ব্রজাঙ্গনা ম'জে-

ছিল—বৃন্দাবন মেতে ছিল। আর এখানে বেজেছে—মৃত্যুর শিঙ্গা। এখানে এ স্বরে কৌরব কেঁপে ওঠে—কুরুক্ষেত্র নেচে ওঠে—মহাসিন্ধু গর্জ্জে

শ্রীকৃষ্ণ। না হে, বড় মিষ্টি। শোনাব একদিন, শুনো—সেইদিন।

ব্রজ। আসি তবে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রলয়ের পূর্ব্বেও আকাশ পরিষ্কার থাকে, প্রলয়ের পরেও আবার সেই নূতন সৃষ্টির দিনে সেই নূতন আকাশ আরও সুন্দর—আরও নির্ম্মল—আরও পরিষ্কার হয়। মাঝের প্রলয় সময়টাই ভীষণ—প্রচণ্ড—রুদ্র! আমার সেই প্রলয়ের বাঁশী কি আবার মধুর সুরে বেজে উঠ্‌বে না? নারায়ণ! সংশয় এনে দিয়ো না, তা' হ'লে আমার কল্পনার প্রাসাদ ভেঙে চূর্ণ হ'য়ে যাবে। [বাঁশী বাজাইতে গিয়া, পাণ্ডবগণকে আসিতে দেখিয়া বাঁশী রাখিয়া দিলেন]

যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

এই যে সকলকেই দেখ্‌ছি, বৃকোদরকে দেখ্‌ছি না যে?

যুধি। পাঞ্চালীকে নিয়ে এখনই আস্‌ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। [সহাস্যে] বাঁশীটা ভাল ক'রে একবারটি বাজাতে যাচ্ছিলাম, তোমাদের আস্‌তে দেখে আর বাজান হ'ল না।

যুধি। বাঁশী বাজাবার কি এখন সময়, কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর্‌ব?

যুধি। কি কর্‌বে, তা তুমি জান না?

শ্রীকৃষ্ণ। জেনেই বা কি কর্‌ছি তার?

যুধি। কল্য নবম দিবসের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অদ্য দশম দিবস। এই নয় দিনে পিতামহ কত সৈন্যক্ষয় করেছেন বল ত?

শ্রীকৃষ্ণ। করেছেন, আরও হয় ত করবেন। বাধা দেবার যখন তোমাদের মধ্যে কেউই নাই, তখন আর কি করবে বল? প্রতিদিন যুদ্ধান্তে এসে এক-একবার সৈন্যক্ষয়ের পরিমাণ হিসাব করলেই ফুরিয়ে যাবে আর কি।

যুধি। তুমিও উদাসীন থাকবে না কি?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ত অস্ত্র ধরব না, তা ত জানই।

যুধি। অস্ত্র না ধরলেও তোমার মন্ত্রণা যে সব চেয়ে শাণিত অস্ত্র ব'লে মনে করি।

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু মন্ত্রণা দিলেই ত হয় না; সে মন্ত্রণানুযায়ী কাজ করা ত চাই। মন্ত্রণা ত মন্ত্র নয় যে—পাঠ করলেই ফল পাওয়া যাবে। যুদ্ধারম্ভে সখাকে ত অনেক কথাই বুঝিয়েছি—অনেক কথাই শুনিয়েছি, কিন্তু ফল হ'ল কৈ? গীতা-ধর্ম্ম পালিত হচ্ছে কৈ? নতুবা পার্থ মনে করলে ভীষ্ম কি এতদিন বিশ্বে থাকতে পারে? ক্ষত্রিয় হ'য়ে যে ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করতে চায় না, প্রতিজ্ঞা ক'রে যে প্রতিজ্ঞা পালনে ঔদাসিন্য দেখাতে পারে, তাকে আমি কি বলব? এখন দেখছি—তোমাদের এ কার্য্যে যোগ দিয়ে আমি ভাল করি নাই।

ভীমসেন সহ দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। আমিও তাই বলতে এসেছি, কৃষ্ণ! তুমি বৃথা কেন আর এখানে থেকে নিমিত্তের ভাগী হবে? এখানে সকলেই আছেন, আর তুমিও আছ, কৃষ্ণ! কয়টি কথা বলব। এ যুদ্ধে যখন কারও মন লাগছে না, এ যুদ্ধ যখন কেউ কর্ত্তব্য ব'লেই গ্রহণ করছেন না, তখন এ যুদ্ধে নিরস্ত থাকাই ভাল। আমন্ত্রিত বীরেন্দ্রগণ সব যার যার দেশে চ'লে যান্। বৃথা কতকগুলি দুর্ব্বল দরিদ্র সৈন্যকে ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা অক্ষত থেকে দূর হ'তে সেই ধ্বংস-লীলার দর্শক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?

যুধি। পাঞ্চালি!

শ্রীকৃষ্ণ। বল্‌তে দাও, বল কৃষ্ণা, তার পর?

দ্রৌপদী। আর এ যুদ্ধ ত দেখ্‌ছি—একমাত্র আমাকে নিয়ে। সামান্য নারী নিয়ে এত বড় একটা মহাযুদ্ধ না করাই এঁদের হয় ত মনের ভাব। আমি বলি তাই, আমি নারী—আমি পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী, আমার জন্য পাণ্ডবেরা কেন জীবন্মৃত্যুর খেলা খেল্‌তে যাবেন? আর সেই অপমান—সভাস্থলে দুঃশাসনের সেই কেশাকর্ষণ—দুর্য্যোধনের সেই উরু প্রদর্শন, তার পর গুরুজন মধ্যে একবস্ত্রা নারীর বস্ত্রহরণ, সে সব বহুদিন অতীত হ'য়ে গেছে। সে অতীতের ক্ষত এখন শুকিয়ে গেছে—অর্জ্জুনের সে প্রতিজ্ঞা এখন বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হয়েছে, পূর্ব্বের ন্যায় সে সব গ্লানি—সে সব মর্ম্মপীড়া মন থেকে মুছে চ'লে গেছে। তবে আর কেন একটা কপট যুদ্ধের অভিনয় করা?

ভীম। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন? অর্জ্জুন বধির হয়েছে? নকুল, সহদেব ঘুমিয়ে আছে? না—কেউ জাগ্রত নেই—কেউ জীবিত নাই, যাও পাঞ্চালী যাও—ঐ যমুনায় জল আছে, কিংবা জ্বলন্ত অনল আছে, ঝাঁপ্ দিয়ে পড় গে। তারাই তোমাকে আশ্রয় দেবে—তারাই তোমাকে সান্ত্বনা দেবে। এখানে আর মুহূর্ত্তও থেকো না, এখানে তোমার পাণ্ডবেরা আর জীবিত নাই। তুমি এখন অনাথা—বিধবা।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! পার্থ!

অর্জ্জুন। [নতমুখে রহিলেন]

দ্রৌপদী। থাক্—কাজ নাই। জ্ঞাতিহত্যার আতঙ্কে ম্রিয়মাণ—জ্ঞাতিবধের পাপাশঙ্কায় কম্পমান। তুচ্ছ নারী-নির্যাতনের জীর্ণ স্মৃতি, তুচ্ছ পত্নী অবমাননার প্রতিশোধ-কল্পনা তাঁর সে অবসন্ন হৃদয়ে কি উত্তেজনা এনে দিতে পারে? যাঁর নিশ্চিন্ত মনকে কৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতার ধর্ম্মময়

উত্তেজক অনুশাসক বাণীও উত্তেজিত করতে পারলে না, তাঁকে জাগ্রত কর্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস আর কেন, কৃষ্ণ ?" মধ্যম পাণ্ডব যে ব্যবস্থা কর্‌লেন, সেই ব্যবস্থাই আমার এখন সুব্যবস্থা। [সকরুণ খেদে] আমি বুঝ্‌ব—আমার কেউ নাই। সেইদিনই ত বুঝেছিলাম, কৃষ্ণ! সেইদিনই ত জেনেছিলাম, কৃষ্ণ! যেদিন পাণ্ডব-মহিষী আমি—আমাকে কুরুসভা মধ্যে দুঃশাসন বিবস্ত্রা কর্‌বার জন্য সবলে বসন আকর্ষণ করতে লাগ্‌ল, আর আমার পঞ্চস্বামী নীরবে—নিঃশব্দে সেই সুন্দর দৃশ্য দেখে নিঃশ্বাসটি পর্যান্ত পরিত্যাগ করলেন না। যা দেখ্‌লে মুমূর্ষু রুগ্নব্যক্তিও একবার তড়িতস্পৃষ্টের মত চমকিত না হ'য়ে থাকৃতে পারে না—যা দেখ্‌লে মৃত ব্যক্তিও মুহূর্ত্তের জন্য লম্ফ দিয়ে না উঠে থাকতে পারে না।

ভীম। [ক্রোধে জ্বলন্ত চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণন করিতে করিতে] কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

দ্রৌপদী। থাক্, মধ্যম পাণ্ডব! বৃথা তুমি একা উত্তেজিত হ'য়ে কি কর্‌বে? পাঞ্চালীর অবমাননার শেল যদি আর সকলে অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তে পারে, তা' হ'লে তোমার একা মাথাব্যথা ক'রে কি কর্‌বে? যখন সকলেই উদাসীন—সকলেই সন্ন্যাসী, তখন তুমি একমাত্র তর্জ্জন ক'রে কি কর্‌বে? যেদিন এই কেশ—এমনি ক'রে ধ'রে দুঃশাসন সবেগে টেনে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, সেদিন তোমারই উত্তোলিত গদা যারা ইঙ্গিতে প্রতিরুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল, তারা কি আজ বধির হ'য়ে আছে? তারা কি আজ মৃত শবের ন্যায় প'ড়ে আছে? কৃষ্ণ! যাও, আর তোমাকে ডাক্‌ব না, আর তোমাকে ডেকে এনে তোমার মর্য্যাদা হারাতে দোব না। যেদিন দুর্ব্বাসা ষষ্টিসহস্র শিষ্য সঙ্গে কাম্যবনে অতিথি হ'য়ে উপস্থিত হয়েছিল, সেদিন কে তোমাকে ডেকে এনে পাণ্ডবগণকে সেই দুর্ব্বাসার অভিশাপানল হ'তে রক্ষা করেছিল? আর কে-ই-বা পাণ্ডব-সঙ্গিনী হ'য়ে সেই জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েছিল? সেদিনও কিন্তু ঐ এক বৃকোদর ভিন্ন অন্য

কেউই আমার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয় নাই। পাণ্ডবের কাছে আমি এত হেয়—এত ভার—এত বোঝা হ'য়ে দাঁড়িয়েছি? ছিঃ—ছিঃ জীবনে—ছিঃ—ছিঃ অপদার্থ ঘৃণিত প্রাণ ধারণে।

ভীম। এখনও পাণ্ডবেরা নীরব? এখনও পাণ্ডবেরা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে? এখনও যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছেন? এখনও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব বাম হস্তের শিথিল মুষ্টির মধ্যে বিরাজ করছে? পাঞ্চালীর এই অধিক্ষেপযুক্ত তীব্র যন্ত্রণা মুহূর্ত্তের জন্য কারও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করলে না? বলি, অর্জ্জুন! নিষ্প্রভ মৃৎপিণ্ড! অপদার্থ জড়! এখনও গাণ্ডীবে জ্যা আরোপ না ক'রে দাঁড়িয়ে আছ? এখনও বৈশ্বানরের মত জ্ব'লে না উঠে—উল্কাপিণ্ডের মত কুরুক্ষেত্রে ছুটে না গিয়ে—বজ্রের মত গর্জ্জে না উঠে, নিতান্ত নিস্তেজ কাপুরুষের মত নিঃশব্দে স্থির হ'য়ে রয়েছ? এখনও ভীষ্ম-সংহারের ভীষণ শায়ক জ্ব'লে না উঠে, তূণমধ্যে অপেক্ষা করছে? তুমি না শ্রীকৃষ্ণের সখা? তুমি না অস্ত্রগুরু আচার্য্যের প্রধান শিষ্য? তুমি না পশুপতিকে পরাজয় ক'রে পাশুপৎ অস্ত্র লাভ করেছিলে? তুমি না স্বর্গপতি ইন্দ্রের কাছ হ'তে অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা করেছিলে? মনে পড়ে না কি, রে অকৃতজ্ঞ! দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যে হতভাগিনী পাঞ্চালী ছায়ার ন্যায়—দাসীর ন্যায় অনুগামিনী হ'য়ে অনাহারে অনিদ্রায় আমাদের সেবা ক'রে দেহপাত ক'রেছিল? মনে পড়ে না কি, রে নিষ্ঠুর! যে দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে আমাদেরই আজ্ঞায় আমাদেরই সত্য রক্ষার জন্য বিরাট-মহিষীর পদ-সংবাহন পর্য্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয় নি; কামুক কুক্কুর কীচকের কুৎসিত বাণী, যে কৃষ্ণা কঠোর ধৈর্য্যের সহিত সহ্য ক'রে আমাদেরই মুখপানে চেয়েছিল। সভামধ্যে যে পাঞ্চালী, দুর্য্যোধন—দুঃশাসন—কর্ণ—শকুনি প্রভৃতির কুৎসিত ভাষা—কুৎসিত আচরণ কেবল আমাদেরই মুখের

দিকে চেয়ে সহ্য ক'রে বেঁচেছিল, সেই পাণ্ডব-মহিষী চিরদুঃখিনী দ্রৌপদী আজ কত দুঃখে—কত ক্ষোভে—কত মর্ম্মপীড়ায় কাতর হ'য়ে নিজেকে নিঃসহায়া, অনাথা ব'লে আমাদেরই সম্মুখে পরিচয় দিচ্ছে? ভাল দেখা যাক্, একাকী এই ভীম—এই গদামাত্র সহায় ক'রে কিরূপে কৌরবদলকে দলিত—নিষ্পেষিত ক'রে দেয়? তখন দেখিস্—কেমন ক'রে এই ভীম—দুঃশাসনের রক্তপান ক'রে সেই রুধির দিয়ে এই দ্রৌপদীর আলুলায়িত বেণী বন্ধন ক'রে দেয়; কেমন ক'রে সেই পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ ক'রে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করে?

যুধি। [সাশ্রুনেত্রে] বৃকোদর! ভাই!

ভীম। যাও তোমরা, আমি কাউকে চাই না, আমি তোমাকেও চাই নে—অর্জ্জুনকেও চাই নে—নকুল, সহদেবকেও চাই নে, স্বয়ং কৃষ্ণও যদি ইচ্ছা না করেন, তবে তাঁকেও চাই নে। আজ আমি একাই যাত্রা কর্‌ছি। পাঞ্চালি! কেঁদো না। অশ্রু মুছে ফেল—ক্ষোভ-দুঃখ মন থেকে ধুয়ে ফেল, আর চিন্তা নাই। এই গদা আজ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ ক'রে ভীম আজ একটা প্রলয় ঝঞ্ঝার মত ছুট্‌ল। আজ কৌরবের রক্ষা নাই। দুর্য্যোধন! দাঁড়াও [গমনোদ্যত]

দ্রৌপদী। [সম্মুখে গিয়া ভীমের হস্তদ্বয় ধরিলেন] ক্ষান্ত হও, বৃকোদর! যদি তাই হয়, একা তুমিই যদি আমার জন্য এই বিপদ্-সঙ্কুল যুদ্ধে নিজেকে বিপন্ন কর্‌তে প্রস্তুত হ'য়ে থাক, তা' হ'লে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে আমার পঞ্চপুত্রকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আমার অভিমন্যু আছে, সেও প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছে; তোমার সঙ্গে তারাও যোগ দিক্। পঞ্চপুত্র তারা এই দ্রৌপদীরই গর্ভজাত। কুমার অভি আমার কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রার পুত্র, পঞ্চপুত্র হ'তেও সে আমার অধিক আদরের। তাঁরাই আজ তোমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কৌরব-সাগর

মথিত ক'রে নিশ্চয়ই জয়শ্রী লাভ করবে। না পারে, এক এক ক'রে বা একসঙ্গে বীরের মত মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে। এতে তাদের পিতৃ-কলঙ্ক মোচন হবে। পিতারা যখন অপটু—অক্ষম হ'য়ে পড়ে, তখন পুত্রেরাই সেই পিতৃ-কার্য্য উদ্ধার ক'রে থাকে। আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ এখানে প্রতীক্ষা কর—আমি তাদের নিয়ে আসি। [গমনোদ্যতা]

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও, কৃষ্ণা! আমি পাণ্ডবদের কয়েকটি কথা বলি, তার পর তুমি তোমার ইচ্ছাগত কার্য্য ক'রো। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! নামের সার্থকতা ত খুবই রেখেছ! আমি জিজ্ঞাসা করি—যদি যুদ্ধে এমন অনিচ্ছাই ছিল, তা' হ'লে যুদ্ধের পূর্ব্বে সেটা চিন্তা ক'রে দেখ নাই কেন? দেশ-বিদেশ হ'তে আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে, কৌরবহস্তে বলির জন্য সমর্পণ করবার প্রয়োজন ছিল কি? বালকত্বের যে চরম সীমা দেখিয়ে ছাড়লে! আর এই যে পার্থ জড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞাতিহত্যার দুশ্চিন্তায় যার রাত্রে নিদ্রা হয় না, বলি—এ বুদ্ধি কি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের মস্তকে প্রবেশ করে নি? বলি, ধর্ম্মের অবতার সব! সত্যপালন—প্রতিজ্ঞা রক্ষা যে ক্ষত্রিয়ের একটা মহাধর্ম্ম, সে জ্ঞানও কি আজ পাণ্ডবদের ছেড়ে চ'লে গেছে? যারা এমন ধর্ম্মজ্ঞানহীন—যারা এমন ভীরু কাপুরুষ—যারা বিপক্ষের তূর্য্য-ধ্বনি শুনেও এখনও মূষিকের ন্যায় গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে, তারা কখন যদুপতি কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যতার স্পর্দ্ধা করতে পারে না। তাদের মত কাপুরুষের সঙ্গে যদুপতি কৃষ্ণ কোনরূপ সৌহৃদ্য রাখতে সম্মত নয়। ছিঃ! ছিঃ! কি গ্লানি! কি লজ্জা! জগৎ বলবে কি? ক্ষত্রিয়-সমাজ ভাববে কি? পাণ্ডবের অধঃপতন এত কাপুরুষোত্তম? যাও, পাঞ্চালি! যে কার্য্যে যাচ্ছিলে যাও। পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্যুকে এনে বৃকোদরের হস্তে সমর্পণ কর। তারাই তোমার সমস্ত গ্লানি দূর ক'রে দেবে। আর আমিও

আজ তোমাদের নিকট হ'তে বিদায় হচ্ছি। ছিঃ—[বিরক্তির সহিত উঠিলেন]

যুধি। [সত্বর উঠিয়া কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া] কৃষ্ণ ! তোমাকে বল্‌বা মুখ আর যুধিষ্ঠিরের এখন কিছুমাত্র নাই। তবে এইমাত্র আমার শেষ নিবেদন—যদি বিশ্বাস কর, তা' হ'লে যুধিষ্ঠির যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। হয় প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হব, নতুবা কুরুক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে কলঙ্কের হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ কর্‌ব। এখন হ'তে আমি অকপটে তোমার শরণাগত, কৃষ্ণ ! জ্ঞাতিনাশের কোন সংশয় এসে আর আমাকে অবসন্ন কর্‌তে পার্‌বে না। চল বৃকোদর, আমাকে সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে চল।

ভীম। তবে এস, ধর্ম্মরাজ ! তুমি সঙ্গে থাক্‌লে আর শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ থাক্‌ল ; এই দুই প্রধান সম্বল ক'রে ভীম আজ যুদ্ধযাত্রা করবে।

নকুল, সহ। চলুন, ধর্ম্মরাজ ! চিরানুগত নকুল সহদেব কখন ঐ ধর্ম্ম-তরুকে পরিত্যাগ কর্‌বে না।

ভীম। [সানন্দে] আয় তবে। থাক্—অর্জ্জুন, একাই এই শূন্য শিবিরে প্রহরা থাক্।

অর্জ্জুন। [কৃষ্ণের প্রতি] ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি। আর কিছু বল্‌তে চাই না। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব অর্জ্জুন আজ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছে—আজ ভীষ্মকে পাতিত ক'রে শিবিরে প্রত্যাগমন কর্‌ব।

ভীম [সানন্দ-উচ্ছ্বাসে] ওরে ! জেগেছে রে, জেগেছে। অর্জ্জুন ভাই আমার এতক্ষণে জেগে উঠেছে ! আর কোন চিন্তা করি না—ত্রৈলোক্যে আর দৃক্‌পাত করি না। পাঞ্চালি, আর বিষণ্ণমুখে থেকো না ; দাও,—প্রসন্নমুখে বিদায় দাও—চোখের জল মুছে ফেল। [মুছাইয়া দিলেন]

অর্জ্জুন। [কৃষ্ণের পদধারণ করিয়া] কৃষ্ণ! মূর্খ শিষ্যকে ক্ষমা কর। আবার সেই দিব্যচক্ষুঃ উন্মেষিত ক'রে দাও—আবার সেই আলোক জ্বেলে দাও, আমি তোমার সেই বিরাট্‌মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে যুদ্ধ করি।

শ্রীকৃষ্ণ। [সাদরে অর্জ্জুনের হস্ত ধরিয়া] পাঞ্চালি! প্রিয়সখি! নিশ্চিন্তে অবস্থান কর। অর্জ্জুন আজ ভীষ্ম-রণে নিশ্চয়ই জয়লাভ ক'রে আস্‌বে।

যুধি। একটা কথা, কৃষ্ণ! পিতামহ যে ইচ্ছামৃত্যু?

শ্রীকৃষ্ণ। সে চিন্তা আমার—সে ভার আমার। তোমরা কেবল অনন্য-মনে কর্ত্তব্যপালন ক'রে যাবে। আর যা কর্‌বার সে আমি কর্‌ব। যাও, পাণ্ডবগণ! অগ্রসর হও। আমি এখনই গিয়ে মিলিত হচ্ছি। শিখণ্ডীর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দ্রৌপদী। যাও, পাণ্ডবগণ! বীরের ন্যায়—ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে মহানন্দে যুদ্ধ-যাত্রা কর।

ভীম। বল সকলে সমস্বরে—জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়!

সকলে। জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়!

ভীম। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

[পাণ্ডবগণের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। যাই, কুমারদের পাঠিয়ে দিই গে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। [বাঁশী বাজাইয়া রাখিয়া দিলেন] সুপ্ত সিংহগণ জাগ্রত হ'য়ে কৌরব-শিকারে প্রস্থান কর্‌লে, সঞ্চিত কৃষ্ণমেঘ কিছু সময়ের জন্য অপসৃত হ'য়ে গেল। এই অবকাশে ভীষ্মের পতন-কার্য্য অর্জ্জুনের দ্বারা সাধন ক'রে নিতে হবে। ভীষ্ম পতনে আজ শিখণ্ডীকে চাই, নতুবা ভীষ্মের পতন হবে না। ভীষ্মের এ পতনের গুপ্ত কারণ এক আমি জানি আর জানে ধূর্ত্ত শকুনি। কিন্তু—[দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া] আজকার

মেঘ কেটে যাবে বটে, কিন্তু তার পর আবার যে ভীষণ মেঘের সঞ্চার হবে, তাকে সরিয়ে ফেলা বড় কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে। ভীষ্ম পতনের পর আবার যে মোহ এসে অর্জ্জুনের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করবে, সে মোহের অপনয়ন করতে যে পন্থা অনুসরণ করতে হবে, তাতে ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। ভাবতে গেলে আমারই রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। সুভদ্রা! ভগিনি! তোমার সে আত্মবলির দিন অতি নিকট। গীতা-সিন্ধুর গভীর তলে ডুবিয়ে রেখেছি সেইজন্য, নতুবা পারবে না। সেখানে মাতৃত্ব ঢেকে রাখবে—বিজ্ঞানের নিগূঢ় মর্ম্ম। সেখানে স্নেহ-মমতাকে চেপে রাখবে—গীতা-মর্ম্মের বজ্রলেপে। ভদ্রা! ভগিনি! এক তুমি আর অর্জ্জুন ভিন্ন আমার ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করতে কেউ পারবে না। যে মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি—যে মীমাংসার জটিল রহস্যে জড়িত হয়েছি, তা হ'তে উত্তীর্ণ হবার প্রধান সহায়—ভদ্রা! তুমি আর অর্জ্জুন। হিমাদ্রি-চূড়ার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, পতিত হব না ত? যাই—শিখণ্ডীকে সঙ্গে ক'রে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হই গে। আজ ভীষ্মের দশম দিনের যুদ্ধ।

বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক।—

গান।

এ ত যুদ্ধ নয়, শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।
ওই কৃষ্ণ-সিন্ধুর অতল হ'তে—
উঠ্‌ছে রে ডেকে গীতামৃত বান॥
কে কারে নাশে নাহি কারো নাশ,
জীর্ণবাস ত্যজি পরে নিজ বাস,
আত্মা জীব-ঘটে চির অবিনাশ,
এ মহা বিশ্বাস লভিছে অজ্ঞান॥

যুদ্ধক্ষেত্র নয় এই কুরুক্ষেত্র,
সর্ব্বতীর্থময় মহা পুণ্যক্ষেত্র,
নাহি শত্রু মিত্র, ধরি কর্ম্ম-সূত্র
লভে বীর মাত্র সে মহানির্ব্বাণ॥
কি মহা সঙ্গীত কি নব ঝঙ্কারে,
গীতা-বীণা হ'তে কি রস সঞ্চারে,
কি রহস্য-মন্ত্র বিশ্বচরাচরে
অকাতরে কৃষ্ণ করিলেন দান।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। না, আমি কিছুই জানি না। হে বিশ্বসঙ্গীত রচয়িতা, ঋষে! পরমপুরুষ নারায়ণ! তুমিই সব জান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

কুরুসৈন্য ও পাণ্ডব-সৈন্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া দুঃশাসনসহ বিদ্যাধরের প্রবেশ।

দুঃশা। সখা, আজ নাকি পাণ্ডবেরা খুব মতলব এঁটে যুদ্ধে এসেছে? অর্জ্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ করে না ব'লে দ্রৌপদী নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গিয়েছিল। আরও নাকি ভয় দেখিয়েছিল—যদি পাণ্ডবেরা ভাল ক'রে যুদ্ধ না করে, তবে কৃষ্ণকে নিয়ে দ্রৌপদী উধাও হ'য়ে

চ'লে যাবে। বল দেখি কি কেলেঙ্কারীর কথা—কি লজ্জার কথা! ভদ্রঘরের পরিবার কি ও সব কথা মুখে আন্‌তে পারে?

বিদ্যা। গোড়া থেকেই ও গলদ্‌ চল্‌ছে। কোন্‌ নারীর পাঁচটা স্বামী হ'য়ে থাকে বল ত? আর সেই পাঁচ-পাঁচটা স্বামী থাক্‌তে আবার কৃষ্ণের সঙ্গে সখীভাবও চল্‌ছে।

দুঃশা। একেবারে বেহায়ার পা ঝাড়া! সাধে কি আমি ওর বস্ত্রহরণ কর্‌তে গিয়েছিলাম? সাধে কি দাদা ওকে উরু দেখিয়েছিল?

বিদ্যা। তোমাদের ঘরের স্ত্রী হ'লে হয় ত সেইদিনই আত্মহত্যা ক'রে ফেলত।

দুঃশা। বোধ হয় কি, নিশ্চয়ই। আমি ত ভেবেই পাই নে, সখা! যে পাঁচ ভা'য়ে মিলে কেমন ক'রে একজনকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে!

বিদ্যা। ওদের নিজেদের জন্ম-ব্যাপারটাও ত শুনেছ, তখন এ আর আশ্চর্য্য কি?

দুঃশা। দেখ, আমি ভাব্‌ছি যে, এই যুদ্ধে আমরা যখন পাণ্ডবদের নির্ম্মূল ক'রে জয়ী হ'য়ে দাঁড়াব, তখন ঐ পাঞ্চালীকে নিয়ে বেশ একটু মজা করা চল্‌বে।

বিদ্যা। বোধ হয়—সখার ঝোঁক্‌টা এখনও একটু একটু ওদিকে আছে?

দুঃশা। [সহাস্যে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে] না—তেমন কিছু না। তবে কি না—পাঞ্চালীটার সুন্দরী ব'লে একটা নাম-ডাক্‌ বেশই আছে।

বিদ্যা। ভারি প্রখরা কিন্তু, ভীমের মত ষণ্ডামার্ককেও ভয় ক'রে চলে না।

দুঃশা। সে তেজ আর তখন থাক্‌বে না।

বিদ্যা। তোমার দাদারও ওদিকে একটু নেক্‌নজর আছে ব'লে বোধ হয়। শেষটা সুন্দ-উপসুন্দের ব্যাপার হ'য়ে না দাঁড়ায়!

নেপথ্যে দুর্য্যোধন।—দুঃশাসন! দুঃশাসন! এই দিকে এস, এই দিকে।

দুঃশা। দাদা ডাক্‌ছেন।

বিদ্যা। ভীমের হাতে পড়েছেন বুঝি?

দুঃশা। [সভয়ে] স্বরটা কি খুব আর্ত্ত ব'লে বোধ হ'ল?

বিদ্যা। সেইরূপই যেন বোধ হ'ল।

দুঃশা। কর্ণ আছেন—জয়দ্রথ আছেন—

বিদ্যা। আজ যে ভীম দ্রৌপদীর কাছে ভারি প্রতিজ্ঞা ক'রে যুদ্ধে বেরিয়েছে।

দুঃশা। কি?

বিদ্যা। সেই তোমার রক্তপান, আর সেই রক্ত দিয়ে দ্রৌপদীর বিমুক্ত বেণী-বন্ধন।

দুঃশা। [সভয়-বিস্ময়ে] আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে?

বিদ্যা। হাঁ—আজই।

দুঃশা। দেখ—কাল রাত্রি থেকেই শরীরটা আমার বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে, আজ যুদ্ধে না এলে ভাল ছিল যেন।

বিদ্যা। এখন আবার মনটাও খারাপ হ'য়ে উঠ্‌ল! এরূপ দেহ-মন খারাপ নিয়ে যুদ্ধ করা কখনই উচিত নয়।

দুঃশা। [শুষ্কহাস্যে] তবে ভীমকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না, তা জেনো।

বিদ্যা। উ-হুঁ! রামচন্দ্র! একেবারেই না। সে কথা যে বলে, সে নিতান্তই গণ্ডমূর্খ। তবে ভারি প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে। আজ একবার গদার প্যাঁচ না দেখিয়ে ছাড়্‌ছে না।

দুঃশা। [শুষ্কমুখে] মাথাটা যে ঝিম্ ঝিম্ করছে, সখা!

বিদ্যা। করবে বৈ কি, করবারই ত কথা। একে দুর্ব্বল শরীর, তার ওপর আবার ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছ।

দুঃশা। তুমি কি আমাকে ভীত মনে করেছ, সখা?

বিদ্যা। না—না, ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য একটা দারুণ উত্তেজনা আসে নি? তাই। দুর্ব্বল শরীরে উত্তেজনাটা ত ভাল কথা নয়; বৈদ্যশাস্ত্রে বলেছেন—দুর্ব্বলেষু বলানাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।

দুঃশা। এতদূর হ'তে পারে?

বিদ্যা। নিশ্চয়ই; নৈলে কি ভীমের ভয় হবে তোমার? আমার বরং সে ভয়টা বেশই আছে। কেন না আমার ত যুদ্ধ-বিদ্যা শেখা নাই; অথচ তোমার ওপর একটা প্রবল টান্। তাই ভীমের সেই ভীষণ রক্তপানের প্রতিজ্ঞাটা যেন দিবা-রাত্র মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে চোখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেপথ্যে ভীম। [বজ্র-গম্ভীরস্বরে] আজ রক্ষা নাই—ভীমের হাতে কারো রক্ষা নাই। কোথায় সে দুঃশাসন লুকিয়ে আছে? আজ তার বুকের রক্ত প্রাণভ'রে পান ক'রে প্রতিজ্ঞা পালন করব। কৈ—কোথায় সে পাপমতি দুঃশাসন?

দুঃশা। [চমকিয়া সভয়ে বিদ্যাধরের স্কন্ধে মস্তক লুকাইলেন]

বিদ্যা। একেবারে পতন ও মূর্চ্ছা যে! দেহ খারাপ—এ নিয়ে কি যুদ্ধে আসে? আর ভীমটাই বা কি বে-আক্কেলে—বে-রসিক বাবা! এ সময়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে হয়? লোকের সুখ-অসুখ বোধ নাই? যুদ্ধ করলেই হ'ল—প্রতিজ্ঞা করলেই হ'ল? তার একটা সময়-অসময় নেই? রক্তপান করবি, তা করিস্ বাপু! আজ কেন? অসুখটা কেটে যাক্।

দুঃশা। ও কি বল্‌ছ, সখা ?

বিদ্যা। [জিভ্‌ কাটিয়া] তোমার অসুখ দেখে মাথার কি আর ঠিক্ আছে ? যা মুখে আস্‌ছে, তাই ব'লে ফেল্‌ছি।

নেপথ্যে-ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে] দুঃশাসন ! শৃগাল ! কোথায় লুকাবি ? সপ্ততল পাতালে গিয়ে লুকালেও ভীমের হাতে তোর পরিত্রাণ নাই। যেখানে যাবি, সেইখান থেকে তোকে টেনে এনে তোর রক্তপান কর্‌ব।

দুঃশা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] সখা ! নিয়ে চল—নিয়ে চল, মাথা ঘুর্‌ছে ! বৈদ্য ডেকে দেখাতে হবে।

বিদ্যা। কিছু ডাক্‌তে হবে না, শিবিরে গেলেই সব সেরে যাবে। [দুঃশাসনকে লইয়া যাইতে যাইতে] এখন কর্ এসে ভীম, কার রক্ত পান কর্‌বি ? হাঁ—অমনি সোজা কথা আর কি ?

[দুঃশাসন সহ প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া গদাযুদ্ধ করিতে করিতে
দুর্য্যোধন ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম। [যুদ্ধ করিতে করিতে] দুর্য্যোধন ! আজ ভীমের হাতে কিছুতেই তোর অব্যাহতি নাই।

দুর্য্যো। [যুদ্ধ করিতে করিতে] এখনই তার পরীক্ষা হবে, রে মূর্খ !

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

শকুনি ও জয়দ্রথের প্রবেশ।

শকুনি। এইভাবে—এইভাবে গা ঢাকা দিয়ে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে যাব।⋯দুর্য্যোধন না বুঝ্‌তে পারে যে, তুমি মন দিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছ না।

জয়। আর বল্‌তে হবে না, দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য যখন বুঝ্‌তে পেরেছি, তখন আর কিছু বল্‌তে হবে না।

শকুনি। অনেক কষ্টে তোমাকে বোঝাতে পেরেছি কিন্তু! আমাদের এ উদ্দেশ্য যে দুর্য্যোধন কিছু কিছু বুঝ্‌তে না পেরেছে, তাও নয়। খুব সাবধান কিন্তু!

জয়। সেরূপ সন্দেহের ভাব ত দুর্য্যোধনের কথায় বা মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ হ'তে দেখি নি।

শকুনি। তবে আর দুর্য্যোধনের কূটনীতি কি? হাতের তলে ছুরি শাণিয়ে রেখে তখনও দুর্য্যোধন শত্রুকে কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে রাখ্‌তে পারে! তার হাসির অন্তরালে এক-একটা বিষের ভাণ্ড লুকান থাকে। তার বন্ধুত্বের আবরণের ভিতর শাণিত তরবারি ঝক্ ঝক্ করে। দুর্য্যোধনকে ঠিক বোঝ্‌বার—ঠিক ধর্‌বার চক্ষু ব'লেইছি ত যে, এক ও পক্ষে কৃষ্ণ আর এ পক্ষে শকুনির আছে।

জয়। কৃষ্ণ বেশ বুঝ্‌তে পারেন?

শকুনি। প্রমাণ শোন—যেদিন পাণ্ডবের দৌত্য করতে কৃষ্ণ পাঁচ-খানি গ্রামের প্রার্থনা নিয়ে কৌরব-সভায় উপস্থিত হলেন, সেদিন ত সে সভাস্থলে তোমরা সকলেই উপস্থিত ছিলে। কপট দুর্য্যোধন তখন কৃষ্ণকে যেরূপ সাদর সম্ভাষণ—আদর আপ্যায়ন করেছিল, বোধ হয়—সে কথা মনে আছে?

জয়। বেশ আছে। আমার উপরেই ত কৃষ্ণের অতিথি-সৎকারের প্রধান ভার দেওয়া ছিল।

শকুনি। তা' হ'লে ভাব ত একবার; কৃষ্ণকে বন্ধন ক'রে রাখ্‌বার আদেশ দেবার এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কি কেউ দুর্য্যোধনের মুখে সে কূট অভিসন্ধির ছায়া পড়্‌তে দেখেছিলে?

জয়। না—কিছু মাত্রই নয়। বরং সহসা দুর্য্যোধনের ওরূপ কঠোর আদেশ শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

শকুনি। কিন্তু চতুর কৃষ্ণের সূক্ষ্মদৃষ্টিকে দুর্য্যোধন ঢেকে রাখ্‌তে পারে নাই। তাই কৃষ্ণ পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'য়ে যথা সময়ে নিঃশব্দে নিজ যাদুবিদ্যা দেখিয়ে, সকলকে স্তম্ভিত ক'রে অদৃশ্য হ'য়ে চ'লে গেলেন।

জয়। সেটাকে ত আমরা কৃষ্ণের ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনই মনে করেছিলাম। আপনি যে যাদুবিদ্যা বল্‌ছেন?

শকুনি। [সহাস্যে] সে তোমরা এখন বুঝ্‌বে না।

জয়। আর একটা কথা মনে হ'ল।

শকুনি। কি?

জয়। যে ভয় দুর্য্যোধন সম্বন্ধে করছি, পাণ্ডবেরা জয়লাভ করলে তারাও ত আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে, তাদের কোন ছেলেকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

শকুনি। না—তা পারে না। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক—নির্লোভ। সেরূপ অন্যায় পাণ্ডবেরা কখনই করবে না। তা যদি করত, তা' হ'লে আজ যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে, সে যুদ্ধ সেই ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ব্বেই উপস্থিত হ'ত। ধর্ম্মরক্ষার জন্য পাণ্ডবেরা কি অপমান—গ্লানি—তাচ্ছিল্য সহ্য ক'রে গেল, ভেবে দেখ ত দেখি!

নেপথ্যে দুর্য্যোধন। মাতুল আর সিন্ধুরাজ! এই দিকে আসুন—এই দিকে আসুন।

শকুনি। বুঝ্‌তে পেরেছে দুর্য্যোধন; যে তুমি আর আমি এক সঙ্গেই আছি।...চল যাই—দুর্য্যোধনের কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কর্‌তে হবে, নতুবা ভীষ্মকে পরাজয় ক'রে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ আরও মহাপাপ।

অর্জ্জুন। নিরস্ত্রের প্রতি কখন ত অস্ত্র নিক্ষেপ করি নি, কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। প্রয়োজন হয় নাই ব'লে, আজ প্রয়োজন হয়েছে—কর্‌তে হবে।

অর্জ্জুন। বীর-সমাজে বিষম কলঙ্ক হবে যে, কেশব?

কৃষ্ণ। ভীষ্ম ত অস্ত্রহীন হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌তে আসেন নি? শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখে যদি তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রেই দাঁড়ান্, তা' হ'লে তুমি তার কি কর্‌বে? তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি পালন কর্‌বেন, আর তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি পালন কর্‌বে না?

অর্জ্জুন। না—আর দ্বিধা নয়; তোমাকে যখন সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি, তখন পাপপুণ্য—ন্যায়-অন্যায় আর আমার কিছুই নাই, তুমি যা করাবে—তাই কর্‌ব। চল কৃষ্ণ! পিতামহের সম্মুখে যাই। কৈ শিখণ্ডী?

[উভয়ের প্রস্থান।

বেগে গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। প্রাণ ভয়ে পলায়েছে পাপ দুর্য্যোধন।
নাহি পাই খুঁজে কোথা গেল দুঃশাসন।
আজি দলিব কৌরবকুল,
দলে যথা পদ্মবন মদ-মত্তকরী।
পাঞ্চালীর অশ্রুবারি
ভীম-বক্ষে আনিয়াছে শক্তি দুর্নিবার।

পাঞ্চালীর করুণ আক্ষেপ
নিদ্রিত পাণ্ডবগণে করেছে জাগ্রত।
অর্জ্জুনের কোদণ্ড টঙ্কারে
বাতাহত বিকম্পিত কদলীঅরণ্য সম
থর্ থর্ কাঁপিতেছে কৌরব-বাহিনী।
পার্থ-শরে আজি ভীষ্ম
বিশ্ব হ'তে হবে অন্তর্দ্ধান।
কিন্তু কোথা গেল পাপ দুঃশাসন ?
ভাবিতেছি—কতক্ষণে—
কুরুক্ষেত্র ধূলিরাশি মাঝে,
এই ভীম গদাঘাতে
পাড়িয়া সে দুষ্ট দুঃশাসনে
ভীষণ রাক্ষসমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
এইরূপে বসি' বক্ষোপরে
কৌরব-রক্ষিত সেই দুষ্ট দুঃশাসনে
তীক্ষ্ণ নখে ছিঁড়ি বক্ষঃস্থল
রক্ষঃ সম বক্ষঃ-রক্ত তার—
আঃ—আঃ—সদ্য সুধারাশি
চোঁ—চোঁ স্বরে প্রাণ ভ'রে করিব রে পান।

নেপথ্যে নকুল। [উচ্চৈঃস্বরে] মেজ দা'! মেজ দা'! এই যে—এই যে দুঃশাসন পালিয়ে যাচ্ছে। শীঘ্র এস।

ভীম। ওই—ওই নকুলের স্বর—
প্রাণ ল'য়ে পলাইছে পাপ দুঃশাসন।
কোথায় পলাবে এই সিংহের শিকার! [বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

দুর্য্যোধন সহ কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো। একি ব্যাপার, সখা! শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখে পিতামহ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে দাঁড়ালেন?

কর্ণ। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না এর তাৎপর্য্য।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের জয়ী কর্‌বার একটা কৌশল ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?

কর্ণ। অর্জ্জুন কি নিরস্ত্রের ওপর শর চালনা কর্‌বে?

দুর্য্যো। না কর্‌লে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখেছে কেন? বোধ হয়—কৃষ্ণ পিতামহের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এইরূপ একটা কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

কর্ণ। খুবই সম্ভব। বোধ হয়—শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখ্‌লে ভীষ্ম অস্ত্র ধর্‌বেন না, এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের ছিল।

দুর্য্যো। সে কথা আমি জানি না, আর পাণ্ডবেরা জান্‌লে? এতে সন্দেহ আসে কি না বল ত?

কর্ণ। কি কর্‌বে তার?

দুর্য্যো। এত বড় ভণ্ড ভীষ্মদেব? ওঃ—কি অন্যায় ক'রে ফেলেছি!

কর্ণ। মৃত্যু ত তাঁর নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর কর্‌ছে?

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের জন্য তাও কর্‌তে পারেন, কিছুই অসম্ভব ব'লে

মনে ক'রো না, সখা! ভণ্ডের একশেষ! কেন যে লোক ভীষ্মের মত ধার্ম্মিক নাই ব'লে ঘোষণা করে, আমি বুঝ্‌তে পারি না।

কর্ণ। পৃথিবীতে নাম কিন্‌তে যারা আসে, তারা জীবনে দুই-একটা বড় রকমের ত্যাগের ভাণ না দেখালে নাম বেশ ফুটে ওঠে না।

দুর্য্যো। যদি সত্য সত্যই ত্যাগী হতেন, তা' হ'লে ত অনেক দিন পূর্ব্বেই বানপ্রস্থে চ'লে যেতেন। তা নয়, কেবল আমারই অমঙ্গলের চেষ্টা। এ সব বকধার্ম্মিকতা আমি একেবারেই সহ্য কর্‌তে পারি না।

কর্ণ। দেখা যাক্—কি গিয়ে দাঁড়ায়।

দুর্য্যো। দাঁড়াবে যা, আমি তা বুঝেছি। এখনই হয় ত পাণ্ডবের জয়ধ্বনি ভীষ্মের পতন ঘোষণা কর্‌বে। আমি ত তার জন্য প্রস্তত হ'য়েই অন্তরালে এসে দাঁড়িয়েছি, পাছে চোখের উপর পাণ্ডবের অস্ত্রানল দেখ্‌তে হয়!

নেপথ্যে।—জয় পাণ্ডবের জয়!

দুর্য্যো। ঐ শোন।

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। ছিঃ—ছিঃ! একি অন্যায় কর্‌লেন? বৃদ্ধ হ'য়ে শেষটা একেবারে চরম পরিচয় দিয়ে ছাড়্‌লেন? একটু চক্ষুলজ্জাও কর্‌লে না? এতদিন যার অন্নধ্বংস ক'রে কেশ পক্ক ক'রে ফেল্‌লেন, শেষে তারই সম্বন্ধে এত বড় একটা বিশ্বজোড়া অন্যায় ক'রে গেলেন—আশ্চর্য্য! শিখণ্ডী সম্মুখে দাঁড়ালে যুদ্ধ কর্‌ব না—একি একটা কথা? নিতান্ত বালকত্বের পরিচয়! চারিদিক্ থেকে লোকে হাস্‌ছে—টিট্‌কারী দিচ্ছে। এ যেন সাধ ক'রেই অর্জ্জুনকে ব'লে দেওয়া হ'ল যে, 'অর্জ্জুন! এই আমি অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ ক'রে দাঁড়ালাম, এইবার আমায় পরাজয় কর।' চালাকিটি দেখ!

শরশয্যায় শয়ন করলেন, কিন্তু প্রাণত্যাগ করলেন না। দেখালেন যেন—আমি অপটু—শরজালে বিদ্ধ, আর কি করব? তা ভয় খেয়ো না, বাবা! ও একরূপ ভালই হয়েছে। ঢিমে চালে চল্‌ছিল, এইবার অঙ্গপতি কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ ক'রে দাও, একদিনেই যুদ্ধ শেষ ক'রে দেবে।

দুর্য্যো। এস সখা, পিতামহের নিকটে যাই।

[কর্ণসহ প্রস্থান।

শকুনি। আমার কথায় একটা হাঁ-হুঁ পর্য্যন্ত দিলে না, দেখালে যেন ভীষ্মের পতনে কিছুই হয় নাই। কত বড় চতুর দুর্য্যোধন! আমাকে বোধ হয় হাড়ে-হাড়ে চিনে নিয়েছে, অথচ মুখে কিছুমাত্র তার আভাস নাই। যাক্—ভীষ্ম ত বিশ্ব হ'তে একরূপ গেল; এইবার কর্ণকে পাঠাতে পারলে হয়! জয়দ্রথকে যে ভাবে মিথ্যা বুঝিয়ে মুটোর মধ্যে আনা গেছে, তাতে জয়দ্রথের জন্য কিছুমাত্র ভয় নেই। ভীমের প্রতিজ্ঞা—শত ভ্রাতাসহ দুর্য্যোধনকে নিপাত করবে। কৃষ্ণ যখন আছেন, তখন সে প্রতিজ্ঞা ভীমের পূর্ণ হবেই। কিন্তু দেখে যেতে পারব কি না! [উদ্দেশে] পিতা! শত পুত্রের যাতনা সহ তোমার যাতনাকে শান্তি দেবার জন্যই শকুনির এই বিরাট্ আয়োজন! যেন আশা পূর্ণ করতে পারি।

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি।—

গান।

তোমার আশা পূরবে ও গো, তোমার আশা মিটবে।
তোমার এতদিনের রোয়া গাছে এবার কুসুম ফুটবে।
আমি তোমার সঙ্গে আছি ভয় কি গো মাণিক,
তোমায় নিয়ে ভবের মাঝে খেলে নি' খানিক,
তুমি নৈলে এমন ধারা আর কে আমার জুটবে,
ও'গো আর কে আমার জুটবে।

শকুনি। এসেছ, কুমতি? এসেছ সুন্দরী? বেশ—বেশ, আর কোথাও যেয়ো না, এখন সর্ব্বদাই তোমাকে আমার প্রয়োজন। একটুও কাছ ছাড়া হ'লে চল্‌বে না।

কুমতি।— [পূর্ব্ব-গীতাবশেষ]

আমি সদাই তোমার কাছে—তোমার পাছে পাছে,
তুমি বৈ কে বল বঁধু আর আমার কে আছে,
তুমি বৈ কে আমার মধু, বল বঁধু! এমনি ক'রে লুট্‌বে।
ও গো, এমনি ক'রে লুট্‌বে॥

[প্রস্থান।

শকুনি। ঠিক্ বলেছ, কুমতি! এক শকুনি ভিন্ন তোমার মধু আর কেউ লুট্‌তে পার্‌বে না। দুর্য্যোধন আছে, সে তার সাম্রাজ্যের জন্য—গৌরবের জন্য—প্রতিষ্ঠার জন্য। সম্মুখ-যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রেখে নিজের বিবেক নিয়ে খেলা কর্‌ছে। আর আমি? আমি আমার প্রতিহিংসার জন্য—কলঙ্কের জন্য জগতের মাতুলত্বকে চির অবিশ্বাসের ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখ্‌তে। কুমতি! তোমাকে নিয়ে খেলা কর্‌ছি। প্রাণেশ্বরি! তুমিই আমার উত্তেজক সুরা, তাই তোমাকে প্রাণভ'রে পান ক'রে ব'সে আছি। শেষ নিঃশ্বাসপাত পর্য্যন্ত তোমার নেশাতে বিভোর হ'য়ে থাক্‌ব। ঐ যে, যুদ্ধোন্মত্ত বৃকোদর ছুটে আস্‌ছে। গা ঢাকা দিতে হ'ল।

[প্রস্থান।

গদাহস্তে আনন্দোন্মত্ত ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। কি আনন্দ! কি আনন্দ!
গেল ভীষ্ম বিশ্ব হ'তে,
আর চিন্তা করে না পাণ্ডব।
এইবার শত ভ্রাতা সহ দুর্য্যোধনে,

একসঙ্গে—এই গদাঘাতে
পাঠাইব শমন-ভবনে।
কোথা, পার্থ! কোথা, প্রাণাধিক!
আয় তোরে ধরিয়া বক্ষেতে
নিয়ে যাই নাচিতে নাচিতে—
ভাগ্যবতী পাঞ্চালীর কাছে।

নেপথ্যে।—জয় পাণ্ডবের জয়!

ভীম। আরো উচ্চৈঃস্বরে—বল সবে
পাণ্ডবের জয়! জয় পাণ্ডবের জয়!

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবিরের সম্মুখ।

গীতকণ্ঠে পাণ্ডব-সৈন্যগণের প্রবেশ

সৈন্যগণ —

গান।

জয়—জয়—জয় আজি পাণ্ডবের জয়।
বিশ্বমাঝে হ'ল আজি ভীষ্ম পরাজয়॥
কি ভীষণ রণ করিয়া পার্থ,
ভীষ্মের জীবন করিল ব্যর্থ,
আজি কৌরবের মাঝে উঠিল অনর্থ,
হইল শিবির হাহাকারময়॥

পাণ্ডবের যশে পূরিল মেদিনী,
রহিল অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী,
জগতে গাহিল এ অমর-বাণী,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

বিষণ্নমুখে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। আনন্দ-সঙ্গীত বন্ধ রাখ।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সৈন্যদের জয়োল্লাসে বাধা দিচ্ছ কেন, সখা?

অর্জ্জুন। কিসের জন্য জয়োল্লাস, কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। ভীষ্মকে জয় করেছ ব'লে?

অর্জ্জুন। হাঁ, নিরস্ত্র বৃদ্ধকে অস্ত্র দিয়ে বিদ্ধ করা খুবই বীরত্বের কথা বটে! কাপুরুষতা আর কা'কে বলে? আমি চল্লাম কৃষ্ণ, মনের অবস্থা আমার ভাল নাই।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। তা জান্তাম, তোমাকে যে আবার মোহ এসে আচ্ছন্ন কর্‌বে, তা জান্তাম, পার্থ! তার উপায়ও স্থির ক'রে রেখেছি। তোমাকে সে মোহমুক্ত কর্‌তে যে সঞ্জীবন মন্ত্রের প্রয়োজন, তা পূর্ব্ব হ'তেই নির্ণয় ক'রে রেখেছি। দেখ্‌ব—তুমি কত বড় বীর! দেখ্‌ব—তুমি কত বড় স্থির! দেখ্‌ব—তুমি কত বড় ধীর! অর্জ্জুন, তোমার দুর্ব্বলতা এবং ঔদাসীন্য দূর কর্‌তে এবার যে উত্তেজক ঔষধির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, দেখ্‌বে সে কত বড় তীব্র—কত বড় কটু—কত বড় উগ্র!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

সুভদ্রা গীতা-পাঠে নিবিষ্ট।

সুভদ্রা। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কত জীবনের অজস্র স্রোত কুরুক্ষেত্রের মহাসিন্ধুতে এসে বিলীন হচ্ছে! মানব-জীবনের পরিণতি—মানব-জীবনের ক্ষুদ্র সীমা—মানব-জীবনের মহানিদ্রা, এ সমস্তের নির্দ্দিষ্ট-ক্ষেত্র আজ ঐ কুরুক্ষেত্র। মরণের কৃষ্ণরেখা দিয়ে চিহ্নিত ক'রে আবার নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলে মানুষকে—এক মৃত্যু। অনন্তকালস্রোতে মানুষকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেয়—এক মৃত্যু। এই মৃত্যুর প্রবাহ-ধারায় মানুষের জীবন-বীজ ভেসে এসে, মানুষকে আবার নবীন ক'রে তৈরি করছে। এমন জীবনের নবীন বীজ যার মধ্যে লুকান, সে মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে কেন? চির অবিনাশী অসীম অনন্ত আত্মার ক্ষণিক বিশ্রাম-আধার জীবদেহ, আত্মার সে দীপ্ত বহ্নি-তেজ কতক্ষণ সহ্য করতে পারে? অসীম—অনন্ত-উদারকে কতক্ষণ সসীমের মধ্যে আপনার ক'রে রাখতে পারে? তবে কেনই বা এই নশ্বর দেহসৃষ্টি? কেনই বা নিজেকে ভুলে থাকবার একটা যাদুময় রহস্য নিকেতন? কেনই বা নিজেকে হারিয়ে ফেলবার এমন একটা বিপুল আয়োজন? কৃষ্ণ! নারায়ণ! নিজেকে নিজেই ঠকিয়ে—নিজেকেই প্রতারিত ক'রে, বিলিয়ে—হারিয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে কি সুখ, কি শান্তি অনুভব কর, প্রভো?

কণ্ঠালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ও সুভদ্রাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ।

সুভদ্রা। [উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া] লক্ষ্মণ, কয়দিন এস নি কেন, বাবা ?

লক্ষ্মণ। বাবা যে আস্‌তে দেন্ না।

অভি। এলে—তিনি নাকি বড় রাগ ক'রেন, মা !

লক্ষ্মণ। না আস্‌তে পেরে এ কয়দিন আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

অভি। সারা রাত্তির ঘুমোয় না, আমার জন্য কেবল কাঁদে। আমার যেমন হয়, লক্ষ্মণেরও ঠিক তেমনি হয়, মা !

লক্ষ্মণ। আমি যে অভিকে না দেখে থাকতে পারি না, মা !

অভি। এতে বড়-কাকা কেন রাগ করেন, মা ?

লক্ষ্মণ। এ কয়দিন বাবার পায়ে ধ'রে কত কেঁদেছি, তবুও আস্‌তে দেন্ নি। আজ অভি আমাকে ডাক্‌তে গিয়েছিল, বাবা অভিকে দেখ্‌তে পান্ নি, তা' হ'লে হয় ত ওকেই কত বক্‌তেন।

সুভদ্রা। [স্বগত] এ সব অভিমান—এ সব আপন-পর ভাব—এ সব শত্রু-মিত্র বোধ—এ সব বিদ্বেষ-বুদ্ধি দেহাভিমানীর অবিদ্যা হ'তেই জন্মায় ; সহজে এড়াবার সাধ্য নাই, এমন জাল দিয়ে জড়ান !

অভি। লক্ষ্মণ ! তা' হ'লে কি হবে, ভাই ? আমি গেলেও ত বড়-কাকা আমার উপর রাগ কর্‌বেন, তোমাকেও আস্‌তে দেবেন্ না ; তা হ'লে কি আর আমরা দু'ভা'য়ে মিলে খেলা কর্‌ব না ?

লক্ষ্মণ। তুমি সেখানে যেয়ো না অভি, আমিই আস্‌ব

অভি। কেমন ক'রে ?

লক্ষ্মণ। বাবাকে না জানিয়ে—লুকিয়ে।

অভি। না, ভাই, তা' হ'লে অন্যায় করা হবে যে!

লক্ষ্মণ। জিজ্ঞেস্ কর্‌লে তখন অস্বীকার কর্‌ব না—সত্যি কথা বল্‌ব।

অভি। আরও রাগ কর্‌বেন, বক্‌বেন তোমাকে।

লক্ষ্মণ। বকুনি খাব।

অভি। না, লক্ষ্মণ! সেও ঠিক্ উচিত হবে না, ভাই!

লক্ষ্মণ। তবে আমি কি কর্‌ব, অভি? তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে যে পার্‌ব না, ভাই?

অভি। থাক্‌তে হবে যে, ভাই!

লক্ষ্মণ। তুমি পার্‌বে?

অভি। পার্‌তে হবে।

লক্ষ্মণ। আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসি, অভি!

অভি। যদি এই যুদ্ধে ম'রে যাই, তখন কি কর্‌বে?

লক্ষ্মণ। আমিও তা' হ'লে ম'রে যাব।

অভি। ম'রে গেলেই কি সে ভালবাসা ফুরিয়ে যাবে, লক্ষ্মণ? তা ত যাবে না, ভাই! আমাদের ত খালি চোখের ভালবাসা নয়। আমাদের ত শুধু আদান-প্রদানের ভালবাসা নয়। তোমায়-আমায় যে আত্মায়-আত্মায় প্রেম—আত্মায়-আত্মায় স্নেহ—আত্মায়-আত্মায় ভালবাসা, ভাই! দেহের সঙ্গে ত তার শেষ হবে না, লক্ষ্মণ! দু'দিন অদর্শনে ত এ ভালবাসার অবসান হবে না, ভাই!

গান।

এ ত দু'দিনের ভালবাসা নয় রে ভাই।
শুধু জীবন-মরণের রেখা দিয়ে ভাই রে, কখন সে ত ঘেরা নাই।

এ যে   কত জীবনের অমিয়-পারা,
কত জনমের প্রবাহ-ধারা,
আসিছে বহিয়া, নহে পথহারা,
জীবনে-জীবনে তাই সাড়া পাই ॥

আবার   মরণের পর—মরণের পারে
পাইবে হৃদয়ে আবার তাহারে,
সে যে আত্মার সাথে আত্মার তারে
গাঁথা থাকে, ছেড়ে যায় না ভাই ॥

সুভদ্রা। [স্বগত] যথার্থ ভালবাসা বা প্রেমের গতি যে, আত্মার সঙ্গে সঙ্গে, এ গূঢ় তত্ত্বও অভি আমার বুঝ্‌তে পেরেছে। বহু জন্মজন্মান্তর হ'তে ভেসে এসে প্রেমধারা যে, আবার বহুজন্ম পরেও স্থির থাকে, এ কথাও অভি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে। এ আনন্দে প্রাণ যথার্থই পূর্ণ হ'য়ে যায়।

লক্ষ্মণ। তোমার মত অত তলিয়ে ত আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে, ভাই! তুমি যে ভদ্রা-মায়ের কাছ থেকে এই সব শিখে নিয়েছ; আমার ভাগ্যে যে তাও নাই, অভি!

অভি। সত্যি ক'রে ভাই, যা কিছু শিখেছি—সে সবই আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। যা কিছু বলি—যা কিছু করি, সবই ঐ মায়ের শিক্ষার গুণেই জান্‌বে। মা যেন আমার নিস্তরঙ্গ-অচঞ্চল মহাসিন্ধু একটি; অনন্ত জ্ঞানরত্ন মায়ের ঐ হৃদয়তলে লুকান রয়েছে। এই যে যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যুর প্রলয়-খেলা চল্‌ছে, কিন্তু মা আমার শান্ত—স্থির—নিশ্চিন্ত; কোনরূপ চাঞ্চল্যই দেখ্‌তে পাই নে।

লক্ষ্মণ। কি মা পেয়েছ, ভাই! তুমিই সার্থক—তুমিই ধন্য, অভি!

সুভদ্রা। মা যে সব সময়েই সকলের কাছে ভাল, বাবা! মা কি কখন

কারও মন্দ হয়, রে ছেলে? মা যে তার সব স্নেহের ভাণ্ডার খালি ক'রে পুত্রের হাতে তুলে দেয়। মা যে তার সমস্ত বক্ষের রক্তটুকু নিংড়ে স্নেহের সুধা মিশিয়ে সবটুকু সুধা ক'রে সেই সুধা পুত্রের মুখে অজস্রধারায় ঢেলে দেয়। মা যে বিহঙ্গীর মত প্রাণের ডানা দিয়ে প্রাণপুত্রকে অহর্নিশ ঢেকে রেখে দেয়, বাবা! মায়ের কাছে তার ছেলে যেমন খুব ভাল, আবার ছেলের কাছেও মা তেমনি আরও ভাল—আরও মিষ্টি। এমন মায়ের ওপর কখন অন্য ভাব আনতে নাই, বাবা!

অভি। সংসারে মা না থাকলে ভগবানের সংসার বোধ হয়, বেশি-দিন স্থায়ী হ'ত না।

লক্ষ্মণ। ক'দিন তোমার গীতাপাঠও শুনতে পাই নি, মা! তোমার মুখে শুনতে বড় মধুর লাগে।

সুভদ্রা। ও যে অমৃত, বাবা! অমৃত কি কখন মন্দ লাগে?

অভি। শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধ বাঁধবার আরও কিছুদিন আগে গীতা তৈরি ক'রে দিতেন, তা' হ'লে আমি আর উত্তরা আরও অনেকখানি শিখতে পারতাম—নয়, মা?

লক্ষ্মণ। আমি মায়ের গীতাপাঠের কথা ঠাকুর-মাকে বলেছিলাম! ঠাকু-মা শোনবার জন্য ভারি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। আজ ত ঠাকু-মাই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন—গীতা সঙ্গে ভদ্রা মাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি এতক্ষণ সে কথাটা তোমায় বলতে একেবারেই ভুলে গেছি, মা! আজই যাবে ত? না গেলে ছাড়ব না—তোমাকে যেতেই হবে। ঠাকুর-মা তোমার কথা কত বলেন।

অভি। হাঁ মা, লক্ষ্মণের সঙ্গে যাবে, মা? যাও না। আজ এক রাত্রি না হয় কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে আহতদের সেবা করতে নাই গেলে।

সুভদ্রা। সেখানে তাদের মুখে একবিন্দু জল দেবার আর যে কেউ

নাই, বাবা! তারাও ত আমার ছেলে, আমিও যে তাদের মা। আমার আশাপথ পানে যে তারা চেয়ে আছে, অভি!

লক্ষ্মণ। তা' হ'লে ঠাকু-মাকে কি বল্‌ব?

সুভদ্রা। কিছু বল্‌তে হবে না। আমি রণক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের দেখে-শুনে আজই রাত্রে গিয়ে মায়ের চরণদ্বয় বন্দনা কর্‌ব।

অভি। আজ কিন্তু সেখানে অনেক লোকজন আছে, মা! আজ ভীষ্মদেবের শরশয্যা হয়েছে কি না? তিনি ত মরেন নি? তাই দুই পক্ষের বড় বড় লোকেরা তাঁর কাছে রয়েছেন। বড়-জ্যেঠা মশায় এখনও শিবিরে আসেন নি, সেইখানেই আছেন। কৃষ্ণ এসেছিলেন, আবার গিয়েছেন। খালি—বাবা, মেজ-জ্যেঠা মশায়, ন' কাকা, ছোট কাকা ফিরে এসেছেন।

সুভদ্রা। কত বড় মহাত্মা ভীষ্ম! তাঁকে দেখ্‌লেও পুণ্য আছে।

অভি। খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, মা। তাঁর মত বীর না কি এ জগতে আর কেউ ছিল না। বাবা তাঁকে শরশয্যায় ফেলে শিবিরে এসে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ছিলেন, কিছুতেই শান্ত হলেন না।

সুভদ্রা। [স্বগত] এ মায়া কেন যে এখনও ভাঙ্‌তে পার্‌ছে না, তাই ত ভাব্‌ছি। কৃষ্ণ যে তাঁকেই একমাত্র অধিকারী জেনে "গীতামন্ত্র" প্রদান করেছিলেন, তবে কেন এমন হচ্ছে? কৃষ্ণ! তুমিই জান সব—তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্‌।

লক্ষ্মণ। আচ্ছা মা, এ যুদ্ধের কি কোন নিষ্পত্তি হবে না? নিজেদের ভাই-ভাইদের মধ্যে বাবা এমন যুদ্ধ বাধালেন কেন? ভদ্রা মা! ঠাকু মা তার জন্য কত দুঃখ করেন।

সুভদ্রা। সবই শ্রীকৃষ্ণ জানেন; সবই তিনি কর্‌ছেন।

লক্ষ্মণ। তিনি কর্‌বেন কেন মা, তিনি ত যুদ্ধ যাতে না হয়, তার

জন্য বাবার কাছে গিয়ে কত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাবা যে তাঁর কথা শুন্‌লেন না।

সুভদ্রা। সেও তাঁরই ইচ্ছা, বাবা!

অভি। মামা যে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, তাই ত এই যুদ্ধের আয়োজন।

লক্ষ্মণ। ঠাকু'মার কাছে শুনেছি, যেদিকে শ্রীকৃষ্ণ, সেইদিকে ধর্ম্ম। আর যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। তা' হ'লে কি এ যুদ্ধে আমাদের সব ম'রে যাবে? বাবা, কাকা এঁরা কেউ বাঁচ্‌বেন না? [কাঁদিলেন]

সুভদ্রা। [অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া] ছিঃ! কেঁদো না লক্ষ্মণ, কাঁদ্‌তে নাই—শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে কাঁদ্‌তে নাই। সংসারে কেউ মরে না, বাবা! সেদিন যে শুনিয়েছিলাম বাবা, আত্মার মৃত্যু নাই—আত্মাকে কেউ মারতে পারে না। জলকে যেমন পুরাতন কলস থেকে আর এক নূতন কলসে ঢেলে রাখে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আত্মাকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে নিয়ে রাখেন। মরে না—নূতন হ'য়ে দেখা দেয়।

অভি। তোমার কাছ থেকে এই কথা শুনে অবধি আর আমার মর্‌বার ভয় কিছুমাত্র হয় না, মা! উত্তরা কিন্তু মর্‌বার কথা শুন্‌লে এখনও চম্‌কে ওঠে।

হাস্যমুখে উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কিসে চম্‌কে উঠি, কুমার?

অভি। মর্‌বার কথা শুন্‌লে। ঐ দেখ মা, ঐ যে চম্‌কে উঠ্‌ল!

উত্তরা। না তোমার পায়ে ধরি, ও সব কথা তুমি ব'লো না।

অভি। শুন্‌ছ, মা?

সুভদ্রা। ছেলে মানুষ—এর পরে বুঝ্‌বে।

উত্তরা। ও সব কথা যাক্। লক্ষ্মণ! ক'দিন এস নি কেন, ভাই?

লক্ষ্মণ। শত্রু-শিবিরে বুঝি কেউ আসে?

অভি। দাও—উত্তর দাও, উত্তরা!

লক্ষ্মণ। সে আর দিতে হয় না।

অভি। ভারি বোকা!

লক্ষ্মণ। তেমনি আবার কাঁদ্‌তে জানে।

অভি। [সহাস্যে] ঐ—ঐ—ঐ দেখ, শ্রাবণের মেঘ ঝ'রেই আছে।

উত্তরা। [অঞ্চলে মুখ লুকাইলেন]

সুভদ্রা। না, লক্ষ্মী মা আমার! কাছে এস। [উত্তরাকে কাছে আনিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন] তোমরা দুজনে লাগ্‌লে ও একা পার্‌বে কেন, বল? [স্বগত] কি কোমল পর্‌দায় সুর বাঁধা মা, তোর! [প্রকাশ্যে] গাও ত, মা উত্তরা! তোমার সেই গানটি একবার, বড় মিষ্টি! শুনি।

লক্ষ্মণ। হাঁ—গাও-না। আর আমরা তোমায় কিছু বল্‌ব না।

[উত্তরা করযোড়ে চক্ষু মুদিয়া গায়িতেছিলেন, সুভদ্রাও করযোড়ে চক্ষু মুদিয়া শুনিতে লাগিলেন। অভিমন্যু ও লক্ষ্মণ করপুটে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন]

উত্তরা।—

গান।

হে প্রেমময়, তুমি সুন্দর চির মধুর।
তব অমল অমৃত সিঞ্চিয়ে,
আমার পিপাসা কর হে দূর॥
কর, চির বিকসিত অন্তর,
করি, অন্ধ বাসনা অন্তর,
পূর্ণ তোমারি প্রেমেতে অন্তর,
আমায় তোমারি প্রেমে বিভোর,

আমায় সুন্দর কর, নির্ম্মল কর,
মলিনতা করিয়ে হে চুর ॥
আমায় শূন্য ক'রে দাও, পূর্ণ ক'রে নাও,
দৈন্য ক'রে দাও, ধন্য ক'রে নাও,
আমায় অনাথ করিয়া তোমারি চরণে
শরণ লইতে দাও হে—
দাও তোমারি কথা, তোমারি গাথা,
তোমারি রাগ, তোমারি সুর ॥

[তন্ময়ভাবে সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

পথ

তিলকাঙ্কিত ব্রজবিলাসের প্রবেশ ।

ব্রজ। সবই যখন ছাড়তে পারলে, তখন আর সেই বাঁশীটা ছাড়তে পারলে না? তিলক ছাড়লে—মোহন-চূড়া ছাড়লে—বনমালা ছাড়লে—পীতধড়া নূপুর সব ছাড়লে, বৃন্দাবনের সব চিহ্ন যখন কাদার মত ধুয়ে-মুছে ফেললে, তখন আর ওটা কেন? বাঁশীর বুলিটা পর্য্যন্ত বদলে ফেলেছ যখন, তখন বাঁশীটা রেখে আর কেন তাকে অপমান করা? আচ্ছা ঠাকুর তুমি বটে! যেখানে জন্মালে—যাদের মা বাবা ব'লে ডাকলে, যাদিগে কাঁধে নিয়ে গরু চরালে, যাকে প্রাণের আধা ক'রে রাখলে, তাদের নামও এখন তোমার মুখে কেউ শুনতে পায় না। যাদের ননী-মাখন খেয়ে দেহ পুষ্ট করলে, তাদের কথা এখন মুখেও একবার আন না? বলিহারি কৃষ্ণ, তোমার আক্কেলকে! পাণ্ডবেরাই তোমার মাথাটা খেয়েছে। ওরা ভারি

চালাক, তাই তোমাকে ভুজং দিয়ে ভুলিয়ে এনে এই হত্যার কারখানা খুলে দিয়েছে। ডাকাতের দলে মিশে, শেষে তুমিও এই কুরুক্ষেত্রে এসে ডাকাতি করতে লেগে গেলে? কুরু-শিবিরে—এ রাস্তা দিয়ে ত আর চলাই যায় না। কেবল চারিদিকেই কৃষ্ণ-নিন্দার ফোয়ারা ছুটে যাচ্ছে। আজ আবার কি কাণ্ডটাই না করলে? যিনি আজীবন কৃষ্ণচিন্তা ভিন্ন বারি-বিন্দুও পান করেন নাই, সেই পরম ভাগবত কৃষ্ণভক্ত বৃদ্ধ ভীষ্মদেবকে, একটা শিখণ্ডী খাড়া ক'রে কপটযুদ্ধে ধরাশায়ী ক'রে দিলে? ছিঃ! ছিঃ! চারিদিকে যে আজ টি টি প'ড়ে গেছে, শুনে কানে আঙুল দিয়ে পালাতে হয়। তা আবার কাজ নিয়েছেন কি—রথ চালান। নিতান্ত ইতর—ছোট কাজ যা, তাই তোমার ডাকাত-বন্ধু অর্জ্জুন তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। না—ভারি বিরক্তি জন্মেছে! ভারি অশ্রদ্ধা জন্মেছে! তবুও তুমি পাণ্ডবদের মায়া কাটাতে পারলে না? যাক্—মর গে, আর আমি তোমাকে কোন কথাই কইতে যাব না; যা খুসি—কর গে, কিছুতেই আপত্তি নাই। খালি বাঁশীটার অপমান আর দেখতে পারি না।

ধীরে ধীরে হাস্যমুখে বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যা। বলি, কি গো মেঠো বাবাজী! এদিকে কি মনে ক'রে শ্রীপাদপদ্ম যুগল অর্পণ করেছেন?

ব্রজ। মেঠো বাবাজীটা কি?

বিদ্যা। বুঝ্‌লে না? বাবাজী দুই রকমের থাকে। একদল ঘ'রো আর একদল মেঠো; যারা সেবাদাসী দ্বারা সব প্রকার সেবা গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাকে বলে ঘ'রো বাবাজী, আর যার সে সুবিধাটুকু নেই, অর্থাৎ কৃষ্ণ যাকে সেই সেবাদাসীর সেবা-সুখে বঞ্চিত করেছেন, তিনিই হ'লেন মেঠো বাবাজী—অর্থাৎ মাঠে মাঠে চ'রে বেড়ান্।

ব্রজ। বাঃ! বেশ ব্যাখ্যা ত? মহাশয়ের নামটা?

বিদ্যা। বিদ্যের পরিচয়ে বুঝ্‌তে পার নি? নামটি আমার বিদ্যাধর। তবে মাঝে মাঝে মায়া—সুবিধা পেলে অবিদ্যাও ধ'রে থাকি।

ব্রজ। অবিদ্যা ও মায়াকে ত একেবারে ছাড়া যায় না। প্রভু যে মায়াকে সঙ্গে ক'রেই এনেছেন।

বিদ্যা। এই সেরেছে! একেবারে কেষ্টতত্ত্বে চ'লে গেলে, বাবাজী?

ব্রজ। ঐ একই ত তত্ত্ব। আর কোন্ তত্ত্ব আছে বল?

বিদ্যা। তা বলেছ মন্দ নয়, বাবাজী! তোমার ঐ কেষ্টতত্ত্বের মধ্যে কিন্তু ভারি রস জমান আছে।

ব্রজ। মধুর—মধুর—বড় মধুর!

বিদ্যা। ভারি মধুর। রাসলীলার রসে বৃন্দাবনটায় একেবারে বান ডেকে ছেড়েছিল। আবার যমুনার কূলে কদম্ব-মূলে তোমার কেষ্ট যখন গোপীদের বস্ত্রহরণ ক'রে নিয়েছিলেন, সে জায়গাটায় আরও রস। একেবারে টাটকা—অফুরন্ত—কাণায় কাণায়! নয়, বাবাজী?

ব্রজ। সে রস-তত্ত্ব বড়ই গুহ্য! বড়ই মধুর! কি নির্ব্বিকার নিষ্কাম ভাব! কি আত্মোৎসর্গের চরম বিকাশ! আহা-হা! [মস্তক সঞ্চালন]

বিদ্যা। বাবাজী কি তখন সে রসের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছিলে নাকি?

ব্রজ। সে সাধন-ভজন করতে পেলাম কৈ, বাবা! যারা পেরেছিল, তারাই ডুবেছিল।

বিদ্যা। গয়লার মেয়েরাই বেশ পেরেছিল, কেমন?

ব্রজ। তারা যে গোপী, তারা যে কৃষ্ণ-সেবিকা—প্রেমিকা।

বিদ্যা। রাধিকাই যে তাদের ওস্তাদ—নাটের গুরু হয়েছিলেন।

ব্রজ। আ-হা-হা! তিনিই যে সে তত্ত্বের সব গো! স্বয়ং হ্লাদিনী শক্তি।

বিদ্যা। হায়—হায়! একেবারে রসমুঞ্জরী—রসকুঞ্জরী।

ব্রজ। বেশ, বাবা! সুন্দর উপমা দিয়েছ। তুমি নিশ্চয়ই একজন পরমপ্রেমিক না হ'য়ে যাও না।

বিদ্যা। অতি উচ্চ অঙ্গের; জাতিভেদ পর্য্যন্ত রাখি না।

ব্রজ। প্রেমের কাছে ত কোন জাতিভেদ থাকে না, বাবা! প্রেমময় কৃষ্ণ যে কেবল প্রেম দিয়েই সংসার ভ'রে রেখেছেন।

বিদ্যা। গোপীদের চোখগুলি বোধ হয়, খালি প্রেমের রসাঞ্জন দিয়েই ঢেকে রেখেছিলেন; তা নৈলে অমন কালো চেহারায় অতটা মজা লুটতে পারতেন না।

ব্রজ। আহা! কি সেই রূপ-তরঙ্গ! কি সেই রূপের লহর! তাই রাধা গেয়েছিলেন—[সুরে] "জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" কি ভাব দেখ ত? আবার কৃষ্ণের বাঁশী শুনে বলেছিলেন—[সুরে] "কিবা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো! আকুল করিল মন প্রাণ।" আবার প্রেমময় কৃষ্ণও বলেছিলেন—[সুরে] "আমার রাই কি নাম শ্রবণে যব্ প্রবেশিল।"

বিদ্যা। দুইদিক্ থেকেই বান ডেকে উঠেছিল। কোন্দিকে সাম্লাবে বল।

ব্রজ। কার সাধ্য আছে? রাই বল্ছেন—[সুরে] "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো!"

বিদ্যা। হায়—হায়—হায়! কোথায় যাব রে!

ব্রজ। বেশ—বেশ! তুমি যে এ রস-তত্ত্ব বুঝ্তে পার্ছ, এতে যে আমি কত আনন্দ পাচ্ছি, কি আর বল্ব তোমায়? শোন—কৃষ্ণ একদিন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যা'চ্ছিলেন, তাই বিনোদিনী সইতে না পেরে বলেছেন—[সুরে] "আমার বঁধুয়া আন্ ঘরে যায়, আমারি আঙ্গিনা দিয়া।" এই পরকীয়া ভাবের মধ্য দিয়ে প্রেমের গভীর তত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

বিদ্যা। পরকীয়া ব'লেই ত এত মজা! নিজকীয়া হ'লে কি আর অত মজা হ'ত? আমিও ত সেইজন্যে অনেকদিন থেকেই নিজকীয়া ছেড়ে পরকীয়া ধরেছি।

ব্রজ। বল কি! তুমি ত তা' হ'লে সাধারণ প্রেমিক নও? তোমাকে দেখ্‌লেও যে পুণ্য আছে, বাবা! দাও বাবা, তোমার চরণধূলা দাও—মাথায় মাখি। [হস্ত প্রসারণ]

বিদ্যা। একেবারে মাথায়? না বাবাজী, একেবারে অতটা উঠ্‌তে পার্‌ব না। ক্রমশঃ— সইয়ে নিতে হবে। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পদরজই এ সব রাস্তায় যখন বিরাজ কর্‌ছেন, তখন আর অন্যের কেন, বাবাজী?

ব্রজ। এই রাস্তা দিয়ে কৃষ্ণের শুভ গমনাগমন হয়? আ-হা-হা! [রাস্তা হইতে ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন ও সুরে সরোদনে গায়িলেন] "রাই আমার ধূলায় প'ড়ে কাঁদে রে।"

বিদ্যা। রাস্তার রজঃ যে একেবারে কাদা ক'রে ফেল্‌লে, বাবাজী! ঐ কাদায় একবার গড়াগড়ি দাও, তা' হলে চূড়ান্ত হ'য়ে যায়।

ব্রজ। [গড়াগড়ি দিয়া ভাবে গদগদ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

বিদ্যা। এই ত ভক্তের লক্ষণ, বাবাজী!

ব্রজ। আজ আমারি সুপ্রভাত।

বিদ্যা। যেহেতু আমার মত এমন একজন প্রেমিকের সঙ্গে মিলেছ।

ব্রজ। তা আর বল্‌তে? এখন বাবার কুঞ্জটা কোথায় জান্‌তে পারি কি?

বিদ্যা। কেন পার্‌বে না? আমি এখানে এখন আমার এক বন্ধুর কুঞ্জে বিরাজ কর্‌ছি।

ব্রজ। তিনিও বোধ হয়, তোমারই মত প্রেমিক হবেন ?

বিদ্যা। আমা হ'তেও অনেক উচ্চে। তার কুঞ্জে পরকীয়ার একেবারে বাজার ব'সে গেছে। অনেক বাছাই ক'রে তবে সে সব পরকীয়ার দল আমদানী করা গেছে, বাবাজী!

ব্রজ। এমন বন্ধুর নামটি কি, বাবা ?

বিদ্যা। নামটি হচ্ছে—নব্য ভব্য সুরসিক—সুপ্রেমিক শ্রীমান্ দুঃশাসনচন্দ্র পরকীয়া বিলাস।

ব্রজ। মধুর : মধুর !

বিদ্যা। তিনিও একদিন কৌরব-কালিন্দীকূলে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসখীর বসনহরণ করেছিলেন।

ব্রজ। সুন্দর ! সুন্দর !

বিদ্যা। আমারও সে ইচ্ছা আছে—যদি যুদ্ধটা ভালোয় ভালোয় কেটে যায় !

ব্রজ। ছিঃ—ছিঃ ! ঐটেই হচ্ছে একটা বিশ্রী ব্যাপার !

বিদ্যা। তোমার কৃষ্ণই যে এর গোড়া।

ব্রজ। দিবারাত্রই তার জন্য তাঁকে কত ডাকছি, বাবা !

বিদ্যা। প্রেমের ভাবে বোধ হয় ?

ব্রজ। প্রেমের কাছে ত লঘু গুরু ভেদ নাই। শ্রীমতী কত সময়ে কত প্রেমের তিরস্কার ক'রে এসেছেন।

বিদ্যা। রাত্রি ত অনেক হ'য়ে গেছে, বাবাজী ; কথায় কথায় অনেকটা এসে পড়েছি। বাবাজীর এখন যাওয়া হবে কোথায় ?

ব্রজ। একটি ভক্ত দর্শনে।

বিদ্যা। ভক্ত ? আহা-হা ! তেমন ভাগ্য কার হয়েছে, বাবাজী, এত রাত্রে তোমার মত ভক্ত তাকে দর্শন দিতে যাবেন ?

ব্রজ। এই রণক্ষেত্রে ভীষ্মদেব নামে একজন কৃষ্ণভক্ত দেহরক্ষা করেছেন, তাঁর দর্শনেই যাব, বাবা!

বিপ্র। আমিও ত সেখানে যাচ্ছি। আমার বন্ধুও সেখানে তাঁর সেবা-কার্য্যে আছেন কিনা?

ব্রজ। আহা-হা, কৃষ্ণ! তোমারই ইচ্ছা। এতগুলি ভক্ত আজ মিলিয়ে দিলে।

বিপ্র। তার আর কথা? এমন দিন আর হয় না; একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। তা' হ'লে এস, বাবাজী, আর বেশি দূর নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির—নিভৃত-প্রদেশ।

গীতকণ্ঠে রোহিণীর ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ।

রোহিণী।—

গান।

আমার তৃষিত পরাণ আর কত দিনে
হবে স্নিগ্ধ সুশীতল।
কবে আঁধার কুটীরে আঁধার নাশিয়ে
হাসিবে আলোক উজল।
কত আশা-বাঁশী নিরলে বাজিল,
কত সুপ্ত বীণা বিরলে গায়িল,
কত স্বপন এসে গোপনে ফিরিল,
কত সন্ধ্যা গেল, কত সকাল হ'ল;—

সে যে　আমারি বাঞ্ছিত পরাণ-বঁধু,
সে যে　আমারি সঞ্চিত জীবন-মধু,
সে যে　আমারি—আমারি—আমারি শুধু
　　　　　হৃদয়-কুসুমে প্রেম-পরিমল ॥

ওগো! কবে হবে গো, কবে হবে? তোমরা ব'লে দাও, ওগো উদার আকাশ! ওগো শীতল বাতাস! ওগো মুক্ত আকাশের ধ্রুবতারা! তোমরা ব'লে দাও গো, ব'লে দাও, আমার এই তৃষিত হৃদয় কবে শীতল হবে গো, কবে শীতল হবে?

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

বিষণ্ণমুখে অর্জ্জুন চিন্তা করিতেছিলেন।

অর্জ্জুন।　ছার রাজ্য—ছার সিংহাসন!
ছার নিজ প্রতিজ্ঞা-পালন!
জীবনে যে কলঙ্ক-লেপন
করিয়াছি ভীষ্মরণে আজি,
জীবনে যে চির অপযশ
অর্জ্জিয়াছি রণক্ষেত্রে আজি,
সে কলঙ্ক—সেই অপযশ
মৃত্যু-শেল সম বিঁধিয়া রহিবে বুকে—
যতদিন রহিবে জীবন।
গায়িবে অনন্তকাল অনন্ত বীণায়
এই মহা অপযশ-কথা!

ছিঃ-ছিঃ লজ্জা! ছিঃ-ছিঃ ঘৃণা!
কোথায় লুকাব, নাহি পাই স্থান,
কেমনে দেখাব মুখ বীরের সমাজে ?
হেন ইচ্ছা হতেছে আমার—
যেন এই দণ্ডে জ্বালি' হুতাশন
ঝাঁপ দিয়ে এ কলঙ্ক মুছি জীবনের।
অথবা এই ধরিয়া গাণ্ডীব
তীক্ষ্ণ শরে এই দণ্ডে ঘুচাই জীবন।
ধরা হ'তে পার্থ নাম যাক্ ব্যর্থ হ'য়ে,
গুপ্তভাবে লুপ্ত হ'ক্ অর্জ্জুন জগতে।

[গাণ্ডীবে শর যোজনা]

[নিঃশব্দে কৃষ্ণ আসিয়া গাণ্ডীব ধরিলেন এবং স্থিরদৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

অর্জ্জুন। [কিঞ্চিৎপরে সাভিমান খেদে]
এই শেষে করিলে, কেশব ?
সখা বলি' ধরিয়া হৃদয়ে
কৃষ্ণার্জ্জুন অভেদ হৃদয়,
এই কথা জগতে প্রচারি'
শেষে কি তার এই পরিণতি ?
সেই সে অর্জ্জুন এই—
যে অর্জ্জুন খাণ্ডব-দাহনে
দেখাইয়া অদ্ভুত বীরত্ব,
বিস্মিত—স্তম্ভিত করি সুরাসুর-নরে,
দর্পভরে লভেছিল এ মহাগাণ্ডীব ?

যে গাণ্ডীবী একদিন উত্তর গো-গৃহে,
একমাত্র গাণ্ডীব সহায়ে
ভীষ্ম—দ্রোণ—কর্ণ-সুরক্ষিত
সমস্ত কৌরবদলে করেছিল জয়।
মনে ক'রে দেখ কৃষ্ণ, আর একদিন—
একমাত্র রৈবতক মাঝে,
বীরশ্রেষ্ঠ যাদব-সমাজে
বাহুবলে যে অর্জ্জুন করেছিল
তব ভগ্নী সুভদ্রা-হরণ;
সেই পার্থ—সেই দীপ্ত শিখা—
আজি তারে করিলে নির্ব্বাণ?
আজি তারে দিলে এত গ্লানি?
আজি তার এই অধোগতি?
যদুপতি!
কোন্ দোষে এই শাস্তি তার?
কোন্ দোষে এত হেয় করিলে তাহারে?
কোন্ দোষে তারে
এত ঘৃণ্য করি' দেখালে জগতে?
দাও, কৃষ্ণ! ছাড়িয়া গাণ্ডীব,
করিবে গাণ্ডীবী আজ
কলঙ্কিত গাণ্ডীবের কলঙ্ক মোচন।

কৃষ্ণ। চমৎকার—ধনঞ্জয়! বড় চমৎকার!
শুনিলাম কর্ণ ভরি' চমৎকার ভাষা!
যত দিন যায়,

তত শুনি তব মুখে চমৎকার ভাষা!
তত দেখি চমৎকার ব্যবহার তব!
হয় নি' ত তব লজ্জা, বীর!
হয় নি ত তব ঘৃণা, বীর!
হইয়াছে মহালজ্জা—মহাঘৃণা মোর;
আমারি সমাজে মুখ দেখানই ভার;
আমারি লজ্জায় নত হয়েছে মস্তক।
সে কারণ অন্য কেহ নহে,
তুমিই তাহার একমাত্র হেতু।
তব সহ সখ্য-বদ্ধ না হতাম যদি,
পাণ্ডব-সহায় কৃষ্ণ না রটিত যদি,
কেশবের প্রিয়শিষ্য—চির-অনুগত,
চিরবন্ধু—এই মিথ্যা কথা
সত্যরূপে এ সংসারে না রটিত যদি,
তা' হ'লে আজ শোন, ধনঞ্জয়!
কোন দুঃখ—কোন খেদ—কোন গ্লানি হায়
ক'রত না মর্ম্মাহত এতদিন মোরে।
তা' হ'লে আজ শোন, হে অর্জ্জুন!
যদুপতি কৃষ্ণ এই গভীর নিশীথে
নিদ্রা-সুখ পরিহরি'
আসিত না গ্লানিভরা বিষণ্ণ হৃদয়ে
অর্জ্জুনের মিথ্যা গ্লানি করিতে ভঞ্জন।
আসিত না কভু—
অর্জ্জুনের ব্যথা, তিরস্কার করিতে শ্রবণ।

আসিত না—অর্জ্জুনের আত্ম-অহঙ্কার
এইরূপে করিতে শ্রবণ।)

অর্জ্জুন। (অস্ত্রহীনে অস্ত্রাঘাত কোন্ রণনীতি ?
কপট সমর, কৃষ্ণ! কোন্ বীর কবে
শ্রেষ্ঠ বলি মেনে নিয়ে করে অহঙ্কার ?

কৃষ্ণ। কে গড়েছে রণনীতি ?
ঈশ্বর না মানব ?
সুযোগ-সুবিধা বুঝি'
রচে নর কত শত নীতি।
এক নর গড়ে যাহা,
অন্য নরে ভেঙে তাহা করে চুরমার।
আদিযুগ হতে
কত শাস্ত্র—কত ধর্ম্ম রচিল মানব,
পুনঃ তারে ভাঙিয়া-চুরিয়া
গড়ে নর কতরূপ নূতন আকারে,
এই ত মানব-নীতি, এই ত মানব-রীতি ?
নহে কভু অভ্রান্ত মানব ;
ভুল-ভ্রান্তি আছে নরে নিত্য-সহচর।
রণ-নীতি কি শোনাবে—কি বোঝাবে মোরে ?
অস্ত্রহীনে অস্ত্র ত্যাগ নিষেধ বীরের,
এই রণ-নীতি নর যেদিন রচিল,
সেইদিন এ নীতির ছিল প্রয়োজন।
কিন্তু আজ আর নাহি, পার্থ!
হিংসা পাপে কলুষিত সংসার মাঝারে,

ধর্ম্মহীন—ক্রিয়াহীন মিথ্যার রাজত্বে,
আর নাহি চলে সেই নীতি।

অর্জ্জুন। একি শুনি, হৃষীকেশ?

কৃষ্ণ। হ'য়ো না বিস্মিত—হ'য়ো না স্তম্ভিত,
সত্য, পার্থ! আর নাহি চলে সেই নীতি।
ভাঙি তারে হে মানব, শতখণ্ড করি'
পুনরায় গড় তারে নবীন আকারে।
তুমি স্রষ্টা—সে নীতির তুমি রচয়িতা,
চলুক্ সে নব-নীতি তব,
যতদিন না হইবে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।
ঘাত-প্রতিঘাতে মাত্র চলিবে সে নীতি।
বর্ত্তমান ভারতের এই মহানীতি
যে ভাবে দিয়েছে ঘাত পাপ দুর্য্যোধন,
সেই ভাবে প্রতিঘাত দেবে পার্থ, তারে।

অর্জ্জুন। নহে কৃষ্ণ! ভীষ্ম পিতামহ
কৌরবের মহাপাপে কলুষিত কভু?
নিয়ত সংযতেন্দ্রিয়, মহাত্যাগী বীর,
বয়োবৃদ্ধ—জ্ঞান-বৃদ্ধ ভীষ্ম মহারথ,
যাঁর অঙ্কে লালিত পালিত মোরা আশৈশব,
সেই কুরুবৃদ্ধ পিতামহ স্নেহ-পারাবার,
আজি তারে শুয়ালাম বজ্র শরানলে।
মৃত্যু-অস্ত্র শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া
অবহেলে অকপটে মহাপাপ
করিলাম কপট সমরে।

কৃষ্ণ। হাঁ, পার্থ! নব এই রণনীতি,
নহে কভু কপটসমর।
নীতি যাহা, তাহা অকপট।
নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত তূণপূর্ণ শর
ছিলেন মহাত্মা ভীষ্ম,
লয় নাই অস্ত্র কেহ করিয়া হরণ,
থাকিতে এ হেন অস্ত্র-শস্ত্র,
না করিলে অস্ত্র বরিষণ,
কি করিবে তুমি, ধনঞ্জয়?
কেন এই মহাভ্রান্তি তব?
মানুষ ত কাল-ক্রীড়নক।
তীব্র গতি কালের প্রবাহ—
যখন যেদিকে বহে,
যায় ক্ষুদ্র নর নিত্য
সে পথে ভাসিয়া।
ভীষ্ম-দ্রোণ মানব তাঁহারা,
ভ্রান্তিবশে অধর্ম্মেরে মহাধর্ম্ম মানি'
হইলেন কৌরব-সহায়।
সে পাপের উচ্ছেদক তুমিই, অর্জ্জুন!
তুমিই সে পাপ-তরু উন্মূল করিতে,
ক্রমে শাখা-প্রশাখা তাহার
একে একে করিতেছ স্বহস্তে ছেদন।
এ হ'তে কি আছে ধর্ম্ম আর?
এ হ'তে কি আছে কর্ম্ম সার?

বিবেকের প্রবেশ

বিবেক।—

গান।

দেখ্‌ রে, বিবেক-চক্ষু খুলে।
কি রহস্য গুপ্ত আছে, ওই হত্যা-যজ্ঞের মন্ত্র-মূলে॥
পাপের প্রবাহ ছোটে ভারত ব্যাপিয়া,
(মরে) অধর্ম্ম-প্রবাহে ধর্ম্ম মর্ম্মেতে জ্বলিয়া,
সেই ধরাভার, নাশিতে এবার
অবতীর্ণ হ'লেন কৃষ্ণ গোকুলে॥
যুদ্ধ নয়—ও যে, মহাযজ্ঞানল,
জ্বলিছে নিয়ত হইয়ে প্রবল,
তাহাতে আহুতি পড়ে ক্ষত্রদল—
হের, কুরুক্ষেত্রের মহাসিন্ধু-কূলে॥

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। শুন্‌লে, পার্থ ?

ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। আবার বুঝি অর্জ্জুন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। হাঁ, মধ্যম পাণ্ডব !

ভীম। তা বুঝেছি। ভীষ্মকে শরশয্যা পেতে দিয়ে যখন শিবিরে ফির্‌ছিল, তখনই আমি দূর থেকে মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি। এ যে হ'ল আমাদের রোগীকে ঔষধ খাওয়াবার মত অর্জ্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করান। অর্জ্জুন ! তোকে নিয়েও ত দেখ্‌ছি মহা বিপদে পড়া গেল ! এমন ক'রে কি প্রতিদিন পেরে ওঠা যায় ? একে সারাদিন যুদ্ধ-শ্রান্তি, তার পর আবার সারারাত্রি এইরূপ তোর প্রাণে শান্তি এনে দিতে দিতেই রাত্রি প্রভাত হ'য়ে যায়। তার পরই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তখনই অমনি যুদ্ধযাত্রা। এই ভাবেই ত দশদিন কেটে গেল। এখন আমি তোকে

স্পষ্ট একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোর উদ্দেশ্যটা কি? তোর মনের ভাবটা কি, বেশ স্পষ্ট ক'রে বল্ ত?

কৃষ্ণ। যুদ্ধে অনিচ্ছা, আবার কি?

ভীম। তা' হ'লে এক কাজ কর্, অর্জ্জুন! তুই পাণ্ডবদের সংসর্গ ছেড়ে চ'লে যা। পাণ্ডবেরা মনে করবে যে, তাদের একটা অপদার্থ ভাই ছিল, সে দুর্য্যোধনের ভয়ে ভাইদের ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে গেছে। পাঁচ ভাই ছিলাম, না হয় চার ভাই হব।

কৃষ্ণ। ভীষ্মকে কপট সমরে পরাজয় করা হয়েছে ব'লেই অর্জ্জুন এরূপ বিষণ্ণ ভাব ধারণ করেছে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! অনুমতি দাও, চিন্তা-জাগরণে মস্তিষ্ক অবসন্ন, বিশ্রাম করতে যাই।

কৃষ্ণ। যাও।

[ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের প্রস্থান।

ভীম। ভীমের কথা অর্জ্জুনের সহ্য হ'ল না। ভীষ্মকে বধ ক'রে অর্জ্জুন একবারে মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছে। যে শত্রুপক্ষ নেয়—সে পরমাত্মীয় হ'লেও শত্রু। সেদিন দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ-গুলি সেই পরমাত্মীয় অমৃতের ন্যায় প্রাণ ভ'রে পান করতে পারছিলেন।

ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে
দ্রৌপদীর প্রবেশ।

যাও, পাঞ্চালি! আর কাঁদতে এস না আমাদের কাছে। আমাদের দ্বারা তোমার গ্লানি দূর হবে না। এ পঞ্চ পাণ্ডব নয়—পঞ্চ শৃগাল। পাণ্ডব অর্থে এখানে শৃগাল, আমরা তাই। কেন এই পঞ্চ শৃগালকে সিংহ-সুতা হ'য়ে পতিত্বে বরণ করেছিলে? কেন সেই স্বয়ংবর

ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করেছিলে ? কেন সেই বস্ত্রহরণের সময়ে এই পঞ্চ শৃগালের সম্মুখে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ কর নাই ? কেনই বা এই সব হীনবীর্য্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলে ? কেনই বা সেই কীচকের কুৎসিৎ বাণী শুনে তখনই বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর নি ? '

দ্রৌপদী। মধ্যম পাণ্ডব ! নিরস্ত হও। আর প্রতিদিন এরূপ একই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগে না। শ্রবণদ্বয় যেন তিক্ত হ'য়ে উঠেছে। বোধ হয়, তোমারই অতিরিক্ত তিরস্কারে এইমাত্র অর্জ্জুনকে দেখ্‌লাম, ছল ছল নেত্রে শিবিরমধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। কেন বৃথা তাঁকে আর তিরস্কার করা ? কাল আমিও ধৈর্য্য হারিয়ে অনেক কথা ব'লে ফেলেছিলাম, তার জন্য শেষে লজ্জায়-দুঃখে ম'রে গেছি। আমি কে ? আমি ত তোমাদের দাসী। আমার জন্য এই রক্তস্রোত বহাবার কি দরকার আছে ? তোমাদের মানেই আমার মান। তোমাদের যদি এতে কোন সম্মানের হানি না হয়, তবে আমারও হবে না। আমি বেশ ক'রে মনঃস্থির করেছি। আর আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদ কর্‌ব না। তোমাকে মানা করি, তুমিও ক'রো না। স্বয়ংবরের পর হ'তেই তোমাদিগে অশান্তি দিতে আরম্ভ করেছি, আজ পর্য্যন্ত দিচ্ছি—শেষ হয় নি। জীবনে কখন শেষ হবে কি না, তাও জানি না। আমার জীবনে বোধ হয়, মহা অভিশাপ আছে, তাই পদে পদে এরূপ দুর্গতি-লাঞ্ছনা নিজেও ভোগ কর্‌ছি, তোমাদিগেও ভোগ করাচ্ছি। অপরাধের মাত্রা আর বাড়াতে চাই না, এইখানেই শেষ হ'য়ে যাক্‌। [ছল ছল নেত্রে মুখ নত করিলেন]

ভীম। পাঞ্চালি ! অভিমানের আত্মবেদনার অনেক কারণ তোমার আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু যাজ্ঞসেনি ! এ কথা ঠিক্‌ যে, পাণ্ডবেরা তোমায় কখন অসম্মান দেখায় নি। ক্রোধের বশে অন্ধ হ'য়ে যতই কেন অর্জ্জুনকে তিরস্কার করি না, কিন্তু মনে মনে ঠিক্‌ জানি, অর্জ্জুন তোমাকে খুবই

সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে থাকে। আর যদি কখন তোমার দুঃখ গ্লানি মোচন করা সম্ভব হয়, তবে পাঞ্চালি! তুমি ঠিক্ জেনো—ঐ এক অর্জ্জুন হ'তেই সম্ভব হবে। অর্জ্জুন চিরদিনই ন্যায়ের পক্ষপাতী। সে সেই ন্যায়কে রক্ষা করবার জন্য স্বয়ং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যও লঙ্ঘন করতে কিন্তু-ও করে না। সে এই সব জ্ঞাতিহত্যা এবং অন্যকার ভীষ্ম পরাজয় ব্যাপারে নিতান্তই অবসন্ন এবং অনুতপ্ত হ'য়েই পড়েছে। তাকে উত্তেজিত করবার জন্য কৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা করছেন। আমিও তাঁকে এইমাত্র বিশেষ কটূক্তি দিয়ে বিদ্ধ করে'ছ। যে ভাবেই হ'ক্, তার মনকে বদলাতে হবেই। কিন্তু এর মধ্যে এসে তোমার এরূপ আত্মাবমানের চর্ব্বিত চর্বণ বাক্যগুলি বর্ষণ করা কি ঠিক্ উচিত হয়েছে? দিবারাত্র তোমার পাণ্ডবদের প্রতি এই শ্লেষবাক্য, সময় বিশেষে নিতান্তই অরুচিকর হ'য়ে দাঁড়ায়—জেনো।

দ্রৌপদী। তা' হলে তোমরা আমাকে কি করতে বল? আমি যে দিকে—যে ভাবে—যে কথাই বল্‌তে যাই, দেখ্‌ছি—তাই তোমাদের অরুচিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। আশ্চর্য্য ত বড় কম নয়? কৃষ্ণ! নির্ব্বাক্ হয়েই যে শুন্‌ছ? কোন উত্তর কর্‌বে না? আমি এখন সকলের নিকটেই অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্ট হচ্ছি! এ অবজ্ঞা—এ তাচ্ছিল্য—এ ঘৃণাকে আমি কিন্তু এখন পরম আদরেই গ্রহণ করতে শিখেছি। তোমরা আমাকে যতই হেয় ক'রে তোল না কেন, সত্যসত্যই আমি কিন্তু এখনও তত হেয় হ'য়ে উঠি নি, সকলের এ কথাটা যেন বেশ মনে থাকে। পাঞ্চালী হীনকুলে জন্মগ্রহণ করে নি। তার পিতা-ভ্রাতা পাণ্ডবদের তোষামোদকারী হীনবীর্য্য নয়; তারা তাদের পাঞ্চালীর গ্লানি দূর করতে কৌরবদের সামান্য তৃণমুষ্টির মতই জ্ঞান করে। অনেক পূর্ব্বেই তারা এই লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়েছিল, কেবল পাণ্ডব-মর্য্যাদা-ভঙ্গ ভয়ে আমিই তাদিগে সে ইচ্ছা হ'তে নিরস্ত ক'রে রেখেছি।

ভীম। এ সব কি শোনাচ্ছ, পাঞ্চালি ?

দ্রৌপদী। কি শোনাচ্ছি ? অতি সত্য, দ্রৌপদীর গুপ্ত হৃদয়ের একটা জ্বালাময়ী আবেগ-বাণী ! দেখাচ্ছি—অতি নিশ্চিত, দ্রৌপদীর বহুদিন সঞ্চিত ধৈর্য্যরুদ্ধ হৃদয়ের প্রধূমিত একটা অনলোচ্ছ্বাস মাত্র ! মধ্যম পাণ্ডব ! এই প্রলয়-ঝঞ্ঝাকে তোমরা অগ্নিগর্ভা শমীলতার মতই মনে ক'রে এসেছ। সত্যই আমি যতদূর পেরেছি, আমাকে আমি দু'হাতে চেপে রেখে, আমার স্বাতন্ত্র্যকে—জ্বলন্ত তেজকে ধৈর্য্যের অতি কঠিন বর্ম্মে আবৃত ক'রে, পাণ্ডবদের কাপুরুষতা—পাণ্ডবদের হীনতাকে অম্লানবদনে বরণ ক'রে মাথায় 'নয়েছি। নতুবা বৃকোদর ! সেই দুর্দ্দিনে—সেই কপট দ্যূতে নির্জ্জিত পাণ্ডবদের নিশ্চেষ্ট কুরুলোচিত ব্যবহারের দিনে, এই দ্রৌপদী—এই অযোনি-সম্ভবা যজ্ঞসম্ভূতা যাজ্ঞসেনী, একবার যদি তার এই তীব্র দৃষ্টি নিয়ে কৌরবের দিকে নিক্ষেপ করত, তা' হ'লে কপিল-দৃষ্টি-দগ্ধ সগর-বংশের ন্যায় কৌরববংশ সেইদিনই ধ্বংসের অতল তলে চির অদৃশ্য হ'য়ে যেত ! মহাসতীর সেই তীব্রোজ্জ্বল জ্বালাময়ী দৃষ্টি সহ্য করতে পারে, এমন বীর ব্রহ্মাণ্ডে একটীও নাই। আমি এখনও এই গর্ব্বোন্নত গ্রীবা উত্তোলিত ক'রে ঐ কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে বলছি যে, এখনও যদি এই পাঞ্চাল-দুহিতা পাঞ্চালী ঐ কুরুক্ষেত্রে মহাসিন্ধুর কূলে দাঁড়িয়ে—ঐ ভীষণ সাগরোর্ম্মি সদৃশ কৌরব-বাহিনীর দিকে একটিমাত্র দৃষ্টিপাত করে, তা' হ'লে ঐ দুর্য্যোধন, ঐ দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ঐ জয়দ্রথ, দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতি সমগ্র কৌরব সহ মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা ভস্মস্তূপে পরিণত হ'য়ে যাবে। কিন্তু করি নাই কেন ? জগতে পাণ্ডবদের গৌরব নষ্ট হবে ব'লে—পাণ্ডবদের মর্য্যাদা হীন হ'য়ে যাবে ব'লে। নতুবা, বৃকোদর ! তোমার গদা আর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের কোন প্রয়োজনই দ্রৌপদী বোধ করত না,

[গর্ব্বিত পদে চলিয়া যাইতেছিলেন, ভীমের আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন]

ভীম। দাঁড়াও প্রলয়-ঝঞ্ঝা! যেয়ো না। দাঁড়াও কল্পান্তের দীপ্ত বহ্নিশিখা! যেয়ো না। দাঁড়াও দিগন্তের ভীষণ ধূমকেতু! নিঃশব্দে চ'লে যেয়ো না। তোমার সেই বিশ্বধ্বংসী কপিল-দৃষ্টি জ্বেলে, একবার এই পাণ্ডবদের দিকে চেয়ে দাঁড়াও। একবার তোমার ঐ কল্পান্তের বিদ্যুজ্জালা বিস্তার ক'রে পাণ্ডব-শিবিরে জ্ব'লে ওঠ। এই বিশাল পাণ্ডব-বাহিনী সহ পঞ্চ কুলাঙ্গার আজ ধ্বংসমুখে লুপ্ত হ'য়ে যাক্। এই বিরাট কলঙ্কিনী সহ পঞ্চ পাণ্ডবের কলঙ্কময় অস্তিত্ব আজ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে মুছে ধুয়ে যাক্। আর যদি তা না পার—সেই অপদার্থ পশুদের মর্য্যাদাকে উচ্চ ক'রে রাখ্‌তে ইচ্ছা থাকে, তা' হ'লে—তা' হ'লে পাঞ্চালি! ভীমের এই গদার তেজ নিজেই বুক পেতে নিয়ে চিরদিনের মত অদৃশ্য হ'য়ে চ'লে যাও।

[গদা প্রহারোদ্যত]

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি। [ধারয়া] ছিঃ! কর কি বৃকোদর? ক্ষান্ত হও।

ভীম। না—না, একেবারে চুকিয়ে দি, যাকে নিয়ে আমাদের এতদূর অনর্থ, তার মূল উৎপাটন ক'রে ফেলি; সব আপদ্, সব অশান্তি দূর হ'য়ে যাক্।

যুধি। উন্মত্ত! অজ্ঞান! স্থির হ'য়ে ব'সো, পাণ্ডবের স্ত্রীহত্যা ক'রে কীর্ত্তি আর বাড়াতে হবে না।

ভীম। তবে আমি কি কর্‌ব? আর যে পারি না। মানুষ যখন তার শত্রু নির্যাতনের পন্থা কর্‌তে পারে না, তখন সে ক্ষোভে—ক্রোধে—উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে নিজের অস্থি-মাংস কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তে চায়। আমারও যে আজ সেই দশা উপস্থিত। দ্রৌপদী আমার হৃৎপিণ্ড, তাই তাকে আজ ছিঁড়ে ফেল্‌তে যাচ্ছিলাম।

দ্রৌপদী। বাধা দিলেন কেন, ধর্ম্মরাজ? মধ্যম পাণ্ডবের এই ব্যবস্থাই আজ দ্রৌপদীর পক্ষে উত্তম ব্যবস্থাই হচ্ছিল। কৃষ্ণ সম্মুখে ছিলেন—তুমিও এসেছিলে; আমার এমন সুখে আজ বাধা কেন দিলে, ধর্ম্মরাজ? যে বিষে পলে পলে জ'লে মরছি, কৌরব সভা হ'তে যে বিষ সঞ্চয় ক'রে সমস্ত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি, দিবানিশি যে আগুন তুষানলের মত এই বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ'লে আমাকে তিল তিল ক'রে পুড়িয়ে মারছে, সে আগুনের জ্বালা—সে বিষের যন্ত্রণা তোমরা জান না—আমি কি ভাবে সহ্য ক'রে আছি। কিন্তু আর যে পারি না—আর যে শক্তিতে কুলাচ্ছে না। উঃ—উঃ! কি সেই বিষ! কি সেই বিষের স্রোত! কি সেই আগুনের উচ্ছ্বাস! [চক্ষে অঞ্চল দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন]

[প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ বিবেক আসিয়া দ্রৌপদীকে

লক্ষ্য করিয়া গায়িলেন।

বিবেক।—

গান।

ও ত নয়ন-জল নয়, (ও যে) ভীষণ অনল।
ওই অনলে পুড়ে যাবে কৌরব-পতঙ্গ সকল ॥
ওই—অনলে লঙ্কা গেল,
ওই—অনলে দৈত্য ম'ল,
ওই—অনলে ভীষ্ম গেল,
ছিন্ন করি বিশ্ব-শিকল।
সতীর চোখে যে অনল জ্বলে,
নেবে না সে সিন্ধু-জলে,
(আজ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে
জ্বল্‌ছে সেই ঘোর কালানল॥

[প্রস্থান।

যুধি। সত্যই তাই। দ্রৌপদীকে সামান্যা রমণী মনে ক'রো না। যজ্ঞ হ'তে যার উৎপত্তি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাকে সখী ব'লে সম্বোধন করেন, সে কৃষ্ণা সামান্যা কৃষ্ণা নয়। ঐ কৃষ্ণার এক এক বিন্দু অশ্রু, শত শত কৌরববংশকে ধ্বংস করবার জন্য প্রলয়-বহ্নির মত জ্ব'লে উঠ্‌তে পারে। মহাসতী পাঞ্চালী কেবল পাণ্ডব-গৌরবের লাঘবাশঙ্কায় সে শক্তি প্রকাশ করেন না। কি মহাশক্তিশালিনী ঐ দ্রৌপদী! কি অচিন্তনীয় তেজস্বিনী ঐ পাঞ্চালী! কি বিশ্বস্তম্ভিতকারিণী মহাসাধ্বী ঐ কৃষ্ণা! ভাব দেখি, বৃকোদর! চিন্ত দেখি, বৃকোদর! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন্ সতী জন্মগ্রহণ করেছে যে, এমন পঞ্চস্বামীকে একমাত্র স্বামীরূপে চিন্তা ক'রে নিজ সতী ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ—উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌তে পারে? মহাপাপের এমন সুলভ সহজ পন্থায় পদার্পণ ক'রে, কে এমন মহাপতনের হস্ত হ'তে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে? কি প্রোজ্জ্বল গরিমময়ী মহামহিমসা স্বর্গীয় প্রতিমা ঐ পাণ্ডব-মহিষী! ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। কল্পনা অত উচ্চে উঠ্‌তে পারে না! চিন্তা অত উচ্চতাকে চিন্তা কর্‌তে পারে না! ধ্যান অত সূক্ষ্মকে ধারণা কর্‌তে পারে না! তুমি অভিমানিনী দ্রৌপদীর উপর অভিমান দেখিয়ে ভাল কর নাই, ভীম! শত আঘাতে নিষ্পেষিত—শত বৃশ্চিকে জর্জ্জরিত কৃষ্ণার হৃদয়ে এ সময়ে অভিমানের আঘাত প্রদান ক'রে নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায় কার্য্য করেছ, বৃকোদর! যদি সত্য-সত্যই ঐরূপ ক্রোধ বা অভিমান প্রদর্শন কর্‌তে হয়, তবে তার উপযুক্ত পাত্র এই যুধিষ্ঠির! অক্ষক্রীড়া হ'তে পাণ্ডবদের যত প্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয়েছে, তার একমাত্র কারণ—এই নির্ব্বোধ যুধিষ্ঠির। পারিস্ ত—আমার মস্তকে ঐ গদা নিয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত কর্, সব আপদের শান্তি হ'য়ে যাক্। আজ তোমার মস্তিষ্ক নিতান্তই বিকৃত হ'য়ে উঠেছে, বৃকোদর; নতুবা যেভাবে পার্থকে রূঢ় তিরস্কার-বিষে জর্জ্জরিত ক'রে দিয়েছ—যে

ভাবে চিরদুঃখিনী দ্রৌপদীর উপর গদা উত্তোলন করেছিলে, এতে তোমাকে কোন রূপেই প্রকৃতিস্থ আছ ব'লে মনে করা যেতে পারে না।

ভীম। [বসিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে] তাই ত, আমি কি ক'রে ফেলেছি, দাদা! যে পাঞ্চালীকে আমি কখনও একটা রূঢ় কথা বলি নি; যার গ্লানি দূর করবার জন্য ভীম প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে প্রস্তুত—যার বিমুক্ত বেণী বন্ধনের জন্য ভীম, রাক্ষসের ন্যায় দুঃশাসনের রক্তধারা পান করবে ব'লে উন্মত্ত হ'য়ে কুরুক্ষেত্রে ছুটাছুটি করে, সেই পাণ্ডবলক্ষ্মী মহাসাধ্বী দ্রৌপদীকে আজ আমি অভিমানের বশে গদা প্রহার করতে উদ্যত হয়েছি! আর যে অর্জ্জুনকে আমি বক্ষের অস্থির ন্যায় চিরদিন বক্ষে ক'রে কাটিয়েছি, তাকে আমি দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি! একবারও তার অতি বিক্ষুব্ধ উচ্ছলিত অশ্রুসিন্ধুর দিকে লক্ষ্য করলাম না? উঃ! দাদা ধর্ম্মরাজ! আমাকে ক্ষমা কর, এই অপদার্থ গণ্ডমূর্খ ভীমকে ক্ষমা কর, দাদা!

যুধি। তোমার সরল ভাবপ্রবণ হৃদয়কে সকলেই জানে, ভাই! তার জন্য কোন চিন্তা নাই। তবে এইটুকু মনে রেখো—কখন যেন ঘুণাক্ষরেও মহাসাধ্বী পাঞ্চালীর সম্মানের উপর আঘাত ক'রো না। অর্জ্জুনের ঔদাসীন্য দেখে বিচলিত হবার আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ আছেন, এই কুরুক্ষেত্রের যিনি মূল নায়ক, তিনিই অর্জ্জুনকে সুস্থ করবেন। তিনিই অর্জ্জুনকে দিয়ে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

ভীম। হাঁ, সত্যই ত! কৃষ্ণই ত এ সব ঘটনার মূল। কৃষ্ণই ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নায়ক। কৃষ্ণই ত এই পাণ্ডব-তরণীর একমাত্র কর্ণধার। তার তরণী সে কি কখন অকূলে ডুবিয়ে দিতে পারবে?

যুধি। তা পারে ত পারুক্, আমাদের কোন আপত্তিই নাই।

ভীম। না, তা থাকবে না কেন? আপত্তি না থাকলে চলবে কেন?

শোন, কৃষ্ণ! শোন, অর্জ্জুন-সখা! তোমার অর্জ্জুনকে তুমি দেখো. আজ হ'তে অর্জ্জুনকে আমি আর কোন কথাই বলব না। সে আমার প্রাণের ভাই, সে আমার একই মাতৃ-অঙ্কে লালিত—একই স্তন্যপানে পুষ্ট, প্রাণের সহোদর এক স্নেহ-পীযূষ সিক্ত মাতৃ-রক্তে তার আমার সমান অধিকার। তাকে আর কোন দুর্ব্বাক্য বল্‌তে পারব না। তুমিই তার সমস্ত ঔদাসীন্য—সমস্ত মালিন্য দূর ক'রে দিয়ো। আমি যাচ্ছি, অর্জ্জুনের হাতে ধ'রে—অর্জ্জুনকে বুকে ক'রে একবার আমার প্রাণের ভাইকে হৃদয়ে চেপে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আসি। আর অভিমানিনী পাঞ্চালীর কাছে আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে মার্জ্জনা চেয়ে আসি। কিন্তু কৃষ্ণ! ব'লে রাখ্‌ছি, যদি পাণ্ডব-তরণীকে বিপন্ন ক'রে কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরসিন্ধু মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা কর, তা' হ'লে, কৃষ্ণ! ভীম তা কিছুতেই সহ্য করবে না। ভীমের এই গদা কখন কৃষ্ণের বন্ধুত্বকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করবে না। সেইদিন এই গদা তোমার গদাধরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে।

[প্রস্থান।

যুধি। [কৃষ্ণকে হাসিতে দেখিয়া] ভীমের সরল অভিমান দেখে হাস্‌ছে, কৃষ্ণ! তুমি নির্ব্বিকার—নিরভিমান, তোমার কিছুতেই বিকার উপস্থিত হয় না জানি, তবুও মাঝে মাঝে ভীমকে নিয়ে বড় ভয় হয়, ভাই!

কৃষ্ণ। যান্, ধর্ম্মরাজ! রাত্রি দ্বিপ্রহর! বিশ্রাম করুন গে। আমি প্রত্যূষেই যথা সময়ে অর্জ্জুনকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করব।

যুধি। তোমার কার্য্য তুমিই করবে, কৃষ্ণ! আসি তবে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। একটা মহাঝড় থেমে গেল। অর্জ্জুনকে জাগাতে হ'লে পাঞ্চালী আর ভীমের প্রয়োজন নিতান্তই স্বীকার কর্‌তে হয়। ভীমের

ক্রোধানলে পাঞ্চালীর অভিক্ষেপবাণী ইন্ধনের কার্য্য করছে। যাক্—সব দিক্ নীরব—শান্ত! ঐ স্বচ্ছ আকাশ অসংখ্য নক্ষত্রাবলিতে পূর্ণ; জ্যোৎস্নার অমৃত-লেপ আহত সৈন্যের উপর সঞ্জীবন-সুধা ঢেলে দিচ্ছে। এই সুন্দর কৌমুদীস্নাত নিশীথে একবার শেষ বাঁশী বাজিয়ে নিই। আর বোধ হয়, জীবনে কখন বাঁশী বাজাতে পারব না। সে ভীষণ দুর্দ্দিনের আর একটি দিন বাকী। ভদ্রা! বড় অভাগিনী তুই! কিন্তু আবার বড় ভাগ্যবতী তুই! বাজাই—বাঁশী বাজাই। [বাঁশী বাজান]

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ব্রজবিলাস আসিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, কৃষ্ণ বাঁশী রাখিতেছিলেন।

ব্রজ। [বাঁশী ধরিয়া] দাও—ধরেছি আর পাচ্ছ না।

কৃষ্ণ। [সহাস্যে] কি কর, ব্রজবিলাস! বাঁশী আর বাজাব না।

ব্রজ। তবে আর দিতে বাধা কি? ছেড়ে দাও—আমি বৃন্দাবনে নিয়ে যাই।

কৃষ্ণ। ও বাঁশী রক্তস্রোতে আজ প'ড়ে গেছ্‌ল, অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে; বৃন্দাবনে ও বাঁশী আর নিতে নাই।

ব্রজ। [বাঁশী ছাড়িয়া দিয়া চমকিত হইয়া] য়্যাঁ বল কি? করেছ কি? বাঁশীর জাত মেরে দিয়েছ? তুমি একেবারে বে-আক্কেলে! তোমার সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না। এত বকি—এত তিরস্কার করি, একটু লজ্জাও নাই? মাথাটা অমন ক'রেও খারাপ করে কেউ? ছিঃ! ছিঃ, একদম অধঃপাতে গেছ!

কৃষ্ণ। না—বাঁশীটা তুমি নিয়ে যাও।

ব্রজ। ঐ বাঁশী? ঐ বিশ্রী জিনিষে ধোয়া বাঁশী স্পর্শ করব? পাগল নাকি?

কৃষ্ণ। এক কাজ ক'রে নিয়ো—বাঁশীটা নিয়ে গিয়ে ব্রজবাসীদের অশ্রুজলে ধুয়ে ফেলো, তা' হ'লেই শুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

ব্রজ। হাঁ—তার পর? বাজাবে কে?

কৃষ্ণ। পারি ত আমিই গিয়ে বাজাব একদিন।

ব্রজ। পারি ত কি? তা' হ'লে নাও পার্‌তে পার?

কৃষ্ণ। যে যুদ্ধ বেঁধেছে! বেঁচে থাক্‌লে ত?

ব্রজ। বাঁধাতে গেলে কেন? তোমার কি মাথাব্যথা পড়েছিল? কৌরবেরা তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছিল—বল ত?

কৃষ্ণ। [হাসিয়া] এখনও তাই ভাবি, ব্রজবিলাস! এ যুদ্ধ বাঁধিয়ে যেন ভাল করি নাই। রক্তের স্রোত দেখে বড়ই অশান্তি ধ'রে গেছে।

ব্রজ। এইবার পথে এস, চাঁদ! কেমন? আমার কথা এখন ফল্‌ল? তখন বলেছিলাম না যে, ও সব হত্যাহত্যির ব্যাপার তোমার ধাতে সইবে না, তুমি ও পার্‌বে না। তুমি নন্দের দুলাল—তোমার এ ডাকাতে ব্যবসা পোষাবে কেন? তখন কি আমার কথা কিছুই শুন্‌লে? লাফ দিয়ে গেলে সন্ধির ছল দেখাতে দুর্যোধনের সভাতে। সেখানে তোমাকে বেঁধে ফেলেছিল আর কি! ভাগ্যি গোড়া থেকে যাদুবিদ্যাটা শেখা ছিল, নৈলে সেইদিনই তোমার দফা সেরেছিল আর কি!

কৃষ্ণ। আর বেশিদিন যুদ্ধ চালাচ্ছি না—ভেঙে দোব।

ব্রজ। আর শীঘ্রই কেন, আজই দাও না। আমার সঙ্গে চ'লে এস, তোমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাই। দিন-কতক সেখানে ননী-মাখন খাও—মাথাটা ঠাণ্ডা হ'ক; শেষে দ্বারকায় না হয় চ'লে যেয়ো।

কৃষ্ণ। বৃন্দাবনে বোধ হয়, আর আমার যাওয়া ঘটবে না, ব্রজবিলাস!

ব্রজ। এই যে একটু আগে বল্‌লে, হয় ত যেতেও পারি? আবার মনের ভাব বদ্‌লে গেল? ছিঃ! তোমার একেবারে দফারফা হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। সেইজন্যই ত বৃন্দাবনে আর যেতে চাই না। আমাকে দেখে আর তারা তৃপ্তি পাবে না। তারা আমাকে যে ভাবে চায়, সে ভাবই আমার বদ্‌লে গেছে।

ব্রজ। ও সব কথা আমি শুন্‌ব না, আমি টেনে-হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাব।

কৃষ্ণ। বাঁশী নিয়ে তুমিই আগে চ'লে যাও।

ব্রজ। চাঁদ আমার আর কি! দাও—বাঁশীটা নিয়ে না হয় রাখ্‌ছি। কেন না, ও মতলব-ভাঁজা বাঁশী মুখে দিলেই তোমার মতলব বিগ্‌ড়ে যায়। কিন্তু তুমি কখনই মনে ক'রো না, চাঁদ! যে আমি তোমাকে না নিয়ে একলা চ'লে যাব। যেজন্য আমি এই ডাকাতে দেশে রক্তারক্তির মধ্যেও দম আট্‌কে প'ড়ে আছি। দাও, আগে বাঁশীটাই দাও। [হস্ত প্রসারণ]

কৃষ্ণ। আর একবার বাঁশী বাজিয়ে নেবো না?

ব্রজ। আর বাজায় না, দাও দেখি?

কৃষ্ণ। নাও তবে। [বাঁশী দিলেন]

ব্রজ। [বাঁশীটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন]

কৃষ্ণ। কি দেখ্‌ছ? রক্তের দাগ লেগে নাই।

ব্রজ। দেখ্‌ছি—মৃত্যু-রাগিণী বেজে বেজে বাঁশীর ছেঁদাগুলি নষ্ট হ'য়ে গেছে নাকি?

কৃষ্ণ। যাও, ব্রজবিলাস! ঘুমাও গে। আর কেন—রাত্রি এখন ঢের হয়েছে।

ব্রজ। তা যাচ্ছি। এখন তুমি এখান থেকে কবে রওনা দিচ্ছ, বল ত ?

কৃষ্ণ। বল্‌ব, পরশু রাত্রিতে তুমি এখানে এস—দেখা পাবে।

ব্রজ। দেখো—কথা যেন ঠিক থাকে। আর গাঁট্‌রী-গুঁট্‌রী বেঁধে নিয়ে এসো। কথাটি শুন্‌ব না, আস্‌ব আর টাকি ধ'রে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সহজ-ভক্তের প্রাণ এইরূপ গঙ্গাজলের মতই হয়। যাক্—গুপ্তচর এখনও ফিরে এলো না। রাত্রি অধিক হয়েছে, আর অপেক্ষা করা যায় না। একবার ভদ্রার কাছে যেতে হবে। না—আজ থাক্, কালই হবে। সে হয় ত এখনও আহতদের সেবা ক'রে ফিরেই আসে নি। [ঊর্দ্ধে চাহিয়া] আকাশ! আজ তুমি বড়ই নির্ম্মল! কিন্তু একদিন পরেও কি তোমায় এইরূপ দেখ্‌তে পাব? নারায়ণ! রক্তস্রোত কমাতে পার্‌লাম না। অর্জ্জুন অলস—উদাসীন! একটা মহা সঙ্ঘাত ভিন্ন অর্জ্জুনকে প্রজ্বলিত করা যাবে না। সে বড় ভীষণ—বড় ভয়ঙ্কর—বড় শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াবে।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—শ্মশান।

নৃত্যগীতসহ বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

দ্বন্দ্বগীত।

আমরা ঘোর বিপদ্ আর ঝঞ্ঝা।
করি, শত্রুর সঙ্গে কাটাকাটি (ধরি) মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা।

বিপদ্।— উঠি বজ্রের মত গর্জ্জি,
ঝঞ্ঝা।— ছুটি উল্কার মত তর্জ্জি,
উভয়ে।— মোদের যখন যেটা মর্জ্জি
করি, তখনি চায় মন যা ;
উভয়ে।— মোরা, বাধাই যুদ্ধ লড়াই,
মোরা, রক্তের মধ্যে গড়াই,
মোদের আছে এ জোর বড়াই,
আমরা বীরের বুকে রক্তে কড়া চড়াই,
করি তাদের নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে
মনের মত রণ যা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কৌরব-রাজসভা।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, জয়দ্রথ ও শকুনির প্রবেশ।

দুর্য্যো। ভীষ্মের এ পতনে আমাদের কিছুমাত্র দুঃখ কর্‌বার নাই।

শকুনি। ঠিক বলেছ বাবা, একটুও না। ও কৃত্রিমের বোঝা যত হাল্কা হয়, ততই ভাল।

দুর্য্যো। [শকুনির দিকে একবার চাহিলেন] বারি পানের সময় পিতামহ কিরূপ আচরণ কর্‌লেন, দেখ্‌লে সকলে?

শকুনি। মর্‌তে যাচ্ছেন, তবুও অর্জ্জুনকে বাড়িয়ে যাওয়া চাই। অর্জ্জুনের সঙ্গে পূর্ব্ব হ'তে পরামর্শ করা না থাক্‌লে কি অর্জ্জুন ও সময়ে বাণ মেরে ভোগবতীর জল এনে দিতে পার্‌ত? তুমি যে অমন সুবর্ণ ভৃঙ্গারে ক'রে সুবাসিত শীতল জল এনে দিলে, সেটা যেন একটা কত বড় অন্যায় কাজই ক'রে ফেল্‌লে।

দুর্য্যো। উপাধানের বেলাও তাই।

শকুনি। আচ্ছা, এ সব কে বুঝ্‌তে পারে যে, অবলম্বন না পেয়ে মাথাটা ঝুল্‌ছে, তখন উপাধান চাইলে, বালিশের উপাধান না দিয়ে একটা তীর এনে মাথার মধ্যে বিঁধিয়ে দিতে হবে? নিতান্ত একটানা—আমি অনেকদিন থেকেই জানি।

দুঃশা। মামা, যা বলেছ! আমি বহুদিন থেকেই দাদাকে ব'লে আস্‌ছি যে, ওঁকে বানপ্রস্থে পাঠিয়ে দাও। আগা-গোড়া আমাদের কাছে খুঁৎ-খুঁৎ করা আর বক্তৃতা করা।

দুর্য্যো। দশদিনে দশ সহস্র ক'রে সৈন্যনাশ—কম কথা নয়! একেবারে কোন উপকার না হ'লে কি দুর্য্যোধন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল? দুঃশাসন! এখনও তোমরা ছেলে মানুষ।

দুঃশা। [নিম্নস্বরে] আবার একজন ত আছেন, দেখুন—তিনি আবার কয় হাজারের প্রতিজ্ঞা করেন।

দুর্য্যো। [দুঃশানকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া] থাক্।

শকুনি। দুর্য্যোধন কি না বুঝে-সুঝে কিছু কর্‌ছেন, যার মাথাটা এতবড় একটা সমুদ্রের মত চিন্তা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে! যা কর্‌ছেন—ঠিকই কর্‌ছেন।

দুর্য্যো। [শকুনির দিকে ঈষৎ চাহিয়া দে'খলেন] জাহ্নবীর অভিশাপটা বোধ হয়, পার্থ শুন্‌তে পায় নি?

দুঃশা। তখন কৃষ্ণ যে শাঁখ বাজিয়ে সব গোলমাল ক'রে দিলে, ভারি ধূর্ত্ত কিন্তু।

দুর্য্যো। তেমনি আবার রাজনীতিক কিন্তু।

দুঃশা। দাদার ঐ কথাটা ঠিক আমি বুঝ্‌তে পারি না। দেখেছি অনেক সময়েই দাদা কৃষ্ণকে রাজনীতিক ব'লে প্রশংসা করেন। কিন্তু যার জন্ম কাট্‌ল—বৃন্দাবনে গরু চরাতে চরাতে, সে দুদিন দ্বারকায় গিয়ে মস্ত একটা রাজনীতিক হ'য়ে দাঁড়াল? রাজনীতিক বল্‌তে হয় ত মামাকে বল্‌তে হয়, যার তিনখানি পাষ্টিতে অমন একটা ব্রহ্মাণ্ড জোড়া ব্যাপার ঘ'টে গেল।

শকুনি। সে আর এমন কি, বাবা? তোমাদের জন্যই সারা জীবন

পাশ্টি ক'খানা নিয়ে সাধনা করেছি, নিজের-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে চাই নি। কিসে দুর্য্যোধন তোমাদের কয় ভাইকে নিয়ে সুখে কাটাতে পারেন, সেই ছিল কেবল আমার জীবনের লক্ষ্য।

জয়। এ কথা ঠিক। গান্ধাররাজ যেমন নিঃস্বার্থভাবে মহারাজের উপকার করছেন, এরূপ আর কয়জনে পারে বল?

দুর্য্যো। [জয়দ্রথের প্রতি কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া স্বগত] মূর্খ জয়দ্রথ! শকুনির স্তাবক হয়েছ?

শকুনি। কিছুই করি নাই—কিছুই করি নাই। যা মনে হয়—যা ইচ্ছা হয়, তা যদি কাজে দেখিয়ে উঠ্‌তে পার্‌তাম, তা' হ'লে—

দুর্য্যো। তা' হ'লে এই—[বলিয়া সক্রোধে একলম্ফে সহসা শকুনির বক্ষে পড়িলেন, শকুনি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, দুর্য্যোধন ছুরিকা দেখাইয়া] তা' হ'লে এই—রে ধূর্ত্ত! [শকুনির বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত ও তৎক্ষণাৎ সকলে "করেন কি" "করেন কি" বলিয়া দুর্য্যোধনকে ধরিলেন]

দুঃশা। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছ, দাদা? [ছুরি সহ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন]

তৎক্ষণাৎ দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। একি! মহারাজ দুর্য্যোধন! তুমি ত এত অধৈর্য্য নও?

দুর্য্যো। [ক্রোধ সম্বরণ করিয়া] ভুল ক'রে ফেলেছি, মাতুল! আমাকে ক্ষমা করুন। [শকুনির হাত ধরিয়া তুলিলেন]

শকুনি। [সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়িতে ঝাড়িতে] কি হয়েছে, বাবা? সহসা মস্তিষ্কের অবস্থাটা কেমন হ'য়ে উঠেছিল। তা হবে না? কেবল চিন্তা—কেবল চিন্তা! রাত্রে ঘুম নাই—দিনে আহার নাই! দুঃশাসন! দুর্য্যোধনের মস্তকে শীতল প্রলেপ প্রদান কর, আমি বাতাস কর্‌ছি। [ব্যজন করিতে উদ্যত]

দুর্যো। থাক্ মাতুল, আর কাজ নাই—সুস্থ হয়েছি।

শকুনি। তা' হ'লেই বাঁচি। [জনান্তিকে জয়দ্রথের পৃষ্ঠ টিপিয়া দিলেন, ও জয়দ্রথ চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন]

দুর্যো। আসুন আচার্য্য! আমি বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি। সহসা কেন এমন উত্তেজনা এসে উপস্থিত হ'ল, বুঝ্তে পারি নি।

শকুনি। [স্বগত] বুঝ্তে তুমিও পেরেছ, আমিও পেরেছি। মনের যে গুপ্ত ভাবটাকে এতদিন পুষে রেখেছিলে, আজ সহসা সেটা অসতর্ক দ্বার পেয়ে প্রকাশ্যে এসে পড়েছিল।

দুর্যো। [করপুটে] মাতুল! বলুন—আমাকে ক্ষমা করেছেন? নতুবা আমি মনের গ্লানি দূর করতে পারব না।

শকুনি। ছিঃ বাবা! এখনও তুমি ঐ সামান্য ব্যাপারটাকে মনে ক'রে রেখেছ? [স্বগত] দুর্য্যোধন! বাহাদুরী তোমার এইখানে যে, এত বড় একটা উত্তেজনাকে তৎক্ষণাৎই আয়ত্তে এনে ফেল্তে পার।

জয়। আমি ভাব্লাম—একি হ'ল? কেন এমন হ'ল? নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে থাক্লাম।

দুঃশা। মামার উপর ত দাদাকে কখন এরূপ ভাব প্রকাশ করতে দেখি নি।

শকুনি। [স্বগত] কেউ দেখে না, আমি কিন্তু দেখি।

দুর্য্যো। কি লজ্জা! কি গ্লানি! কি ক্ষোভ! ইচ্ছা হচ্ছে—পৃথিবী দুই ভাগ হ'য়ে যাক্, আমি তার মধ্যে চ'লে যাই।

শকুনি। [স্বগত] তথাপি ঐ হিংস্র চক্ষু দুটি এখনও কিন্তু জ্বলছে।

দুর্য্যো। ছিঃ! লোকে শুন্লে বল্বে কি? বিপক্ষে শুন্লে যে আমাকে নিতান্তই বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করবে। এত বড় একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি, যা পাণ্ডবদের সম্বন্ধেও কখন পারি নাই।

শকুনি। কেন অমন কর্‌ছ, দুর্য্যোধন? সময়ের দোষে অমন কত কি হ'য়ে থাকে, আর হয় ত কত কি হ'তে পারে। [স্বগত] এবার সতর্ক আছি।

দ্রোণ। যেতে দাও ও সব কথা। আমাকে আহ্বান করেছ, মহারাজ?

দুর্য্যো। হাঁ, আচার্য্য! আপনাকে প্রত্যুষেই সেনাপতিত্ব গ্রহণ করতে হবে।

দ্রোণ। কেন, কর্ণকেই ত স্থির করেছ, শুনলাম।

দুঃশা। স্থির তাই হয়েছিল, সকলের ইচ্ছাও ছিল তাই, হ'তোও ভাল তাই; কিন্তু—

দ্রোণ। বেশ ত, যা সকলের ইচ্ছা, তাই ত করা তোমার উচিত ছিল, মহারাজ!

জয়। আপনি সকলের আচার্য্য, বিশেষতঃ বৃদ্ধ, কাজেই আপনাকেই বর্ত্তমানে সেনাপতি স্থির করা হয়েছে।

দ্রোণ। সকলের আচার্য্য, আর বৃদ্ধ ব'লেই যদি একমাত্র কারণ স্থির করা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে আমি অম্লানবদনে—প্রশান্তচিত্তে সে সৈন্যাপত্য পদ পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি, কর্ণকেই সেনাপতি করা হ'ক্।

জয়। কারণ—ঐ এক ভিন্ন আর কি থাক্‌তে পারে বলুন?

দুঃশা। নিশ্চয়ই। সত্যসত্যই ত আর আপনি এখন মহাবীর কর্ণ অপেক্ষা বড় বীর হ'তে পারেন না।

দ্রোণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! আমাকে সেনাপতি পদ দিতে আহ্বান করেছ, না মূর্খদের ব্যঙ্গ-সমালোচনা শুনিয়ে অপমানিত করতে আহ্বান করেছ?

দুঃশা। এ আর ব্যঙ্গ করা কি হ'ল? যা সত্য—তাই বলা হয়েছে।

জয়। অবশ্যই আপনি একদিন একজন খুবই বীর ছিলেন।

দুঃশা। তা ব'লে আমাদের অঙ্গপতির মত নয়।

শকুনি। বয়স ত আর কম্‌ছে না।

দ্রোণ। একি! যার যা খুসী, তাই বল্‌ছে; অথচ মহারাজ একেবারেই নীরব।

দুর্য্যো। ও সব কথায় কান দেবার কি প্রয়োজন? আপনি কাল্‌কার যুদ্ধে সেনাপতি, তাই জেনে রাখুন।

দ্রোণ। না, মহারাজ! যেখানে আমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সংশয় উপস্থিত, সেখানে আমাকে তোমার সেনাপতি করা কখনই উচিত নয়।

দুর্য্যো। উচিত-অনুচিত বোঝাটা কি আমার উপর নির্ভর করে না? যাক্—আচার্য্য! এখন আমার জিজ্ঞাস্য—আপনি কয়দিনে পাণ্ডবদের উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে পার্‌বেন?

দ্রোণ। যদি অর্জ্জুনশূন্য হ'য়ে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করে, তা' হ'লে সে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পারি।

দুর্য্যো। অর্জ্জুনশূন্য না হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌লে?

দ্রোণ। তা' হ'লে পাণ্ডবদের উচ্ছেদ সাধন একেবারেই অসম্ভব।

[দুর্য্যোধন ভিন্ন সকলেই হাসিয়া উঠিলেন]

দুর্য্যো। অর্জ্জুন ত আপনারই শিষ্য?

দ্রোণ। সেইজন্যই তার বলবীর্য্য রণ-কৌশল বিশেষরূপেই বিদিত আছি, মহারাজ! তার পর অর্জ্জুন স্বর্গে গিয়ে অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা করেছে। তার পর তার সঙ্গে সারথি স্বয়ং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ থাক্‌লে, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বীর নাই, যে অর্জ্জুনকে পরাজয় কর্‌তে পারে।

[দুর্য্যোধন ভিন্ন সকলে কর্ণের দিকে চাহিলেন]

কর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডে যদি আর কেউ না থাকে, তা' হ'লে আমিই আছি। আমি কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুনকে নিশ্চয়ই পরাজিত কর্‌তে পারি।

দুঃশা। [কর্ণের ধনু হস্ত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া] এ ধনু অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের চেয়ে অনেক ভাল।

দ্রোণ। রাধেয়! তুমি কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুনকে নিশ্চয়ই পরাজয় করতে পার? কথাটা বল্‌বার সময় একটু চিন্তা ক'রেও দেখ্‌লে না? তুমি কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুনকে কখনও রণক্ষেত্রে দেখেছ?

কর্ণ। প্রতিদিনই দেখে থাকি।

দ্রোণ। এক তুমি ভিন্ন এ কথা জগতের মধ্যে অদ্যাপি কেউ ব'লে যেতে পারেন নাই। স্বয়ং ভীষ্মদেবও বল্‌তে পারেন নাই। তবে তোমার মত মূর্খের মুখে কিছুই অসম্ভব নয়।

কর্ণ। বৃদ্ধের এই যথেচ্ছাচার ভাষা, তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা দাঁড়িয়ে শুনতে পারে, কিন্তু অঙ্গপতি কর্ণ তা শুন্‌তে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

দুঃশা। মূর্খ বলাটা আচার্য্যের কিন্তু খুবই অন্যায় হয়েছে।

দ্রোণ। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ, সে কখন মিথ্যা বলে নি, এ কথাটাও যেন সকলের মনে থাকে।

কর্ণ। দ্রোণাচার্য্য—ব্রাহ্মণ?

দ্রোণ। সে কথা সূতপুত্র না জান্‌তে পারে।

কর্ণ। সূতপুত্র এ কথা বেশ জানে যে, রণচর্চ্চা কখন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণ কখন পরের দ্বারস্থ হ'য়ে দাসত্বের বিনিময়ে জীবন বিক্রয় করে না।

দ্রোণ। তবুও দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ। দ্রোণাচার্য্য রণচর্চ্চা করে সত্য—গুরু হিসাবে দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়-অন্নে জীবিকা পালন করে সত্য, তথাপি ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ, এ কথা অস্পৃশ্য সূতপুত্র না জান্‌লেও জগতের সকলেই জানে।

কর্ণ। এরূপ ব্রাহ্মণত্বের মিথ্যা স্পর্দ্ধা, ক্ষত্রিয়-দাস দ্রোণাচার্য্যেই সম্ভব।

দ্রোণ। মহারাজ দুর্য্যোধন!

দুর্যো। আপনারা এ কি করছেন বলুন ত? আত্মকলহের কি এই সময়?

দুঃশা। আর সখা কর্ণও ত ওঁকে এমন কিছু কথা বলেন নি, সত্যই কি আচার্য্য ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পেরেছেন?

দ্রোণ। তবুও উচ্চকণ্ঠে বল্‌ব—দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণ কখন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নি—এ ব্রাহ্মণ কখন অন্যায় যুদ্ধ করে নি—এ ব্রাহ্মণ কখন সূতপুত্রকে শস্ত্রশিক্ষা দিতে যায় নি। রণচর্চ্চা এবং দাসত্বের জন্য যে পাপ, সে পাপ এই ব্রাহ্মণ, কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্ষয় ক'রে ফেলেছে। তাই আজ দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ক'রে নীচমনা সূতপুত্র কর্ণের কর্ণ-পীড়া উৎপাদন করছে।

কর্ণ। আর যে ব্রাহ্মণ অন্নদাতা পালয়িতার অন্নধ্বংস ক'রেও তার বিপক্ষের ওপর প্রাণ মন ঢেলে দিতে পারে, যে ব্রাহ্মণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিষ্য মধ্যে পক্ষপাত দেখিয়ে শিক্ষাদান করতে পারে, যে ব্রাহ্মণ—এইমাত্র এই সভামধ্যে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের বৃথা স্তুতিবাদ কীর্ত্তন করতে পারে, সে যদি উচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করতে পারে, তা' হ'লে ব্রাহ্মণের নিতান্তই অধঃপতন হয়েছে ব'লে স্বীকার করতে হবে। কি আশ্চর্য্য! অর্জ্জুন আজ জগতের অজেয় হ'য়ে উঠ্‌ল! হীনবীর্য্য নপুংসককেও আজ অদ্বিতীয় বীর ব'লে স্বীকার করতে হবে! ক্ষত্রিয়-সমাজের এমন শোচনীয় অবস্থা কি উপস্থিত হয়েছে?

দ্রোণ। অর্জ্জুন হীনবীর্য্য নপুংসক কি না, সে পরীক্ষা ত উত্তর-গোগৃহেই একদিন বিশেষ ভাবেই হ'য়ে গেছে! সেদিন ত সেই যুদ্ধে এই কৌরব-মণ্ডলী সকলেই বর্ত্তমান ছিল। সেদিন ত পার্থ নিজেই রথী নিজেই সারথি হ'য়ে ভীষ্ম-রক্ষিত কৌরব দলকে দণ্ডিত করেছিল। সেদিন যে এই নপুংসক পার্থই ঐ মহাবীর কর্ণকে সম্মোহন-অস্ত্রে জড় ক'রে রেখেছিল।

বলি—সেদিন ঐ মহাবীরের বীরত্ব কোথায় ছিল? সেদিন ঐ মহাবীরের অর্জুন-পরাজয়ের শাণিত শায়ক কোথায় অন্তর্দ্ধান করেছিল? সেদিন ঐ দুর্য্যোধনের একমাত্র দক্ষিণ হস্ত ধনুর্দ্ধরের কৌরব-রক্ষাকারিণী মহাশক্তি কার তেজে—কার বীর্য্যে—কার শৌর্য্যে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছিল? সে কয়দিনের কথা? এখনও ত সেই সব অস্ত্র-ক্ষত কৌরব-অঙ্গ হ'তে শুষ্ক হ'য়ে যায় নি? এখনও ত সে লজ্জা—ঘৃণা—অপমান, জগদ্ব্যাপী কলঙ্কের চিহ্ন কৌরবের নির্লজ্জ মুখ থেকে বিলুপ্ত হয় নাই?

দুঃশা। দাদা! আচার্য্যের বড়ই অতিরিক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ওঁর বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে, পাণ্ডব-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন।

দ্রোণ। সত্যই তাই। আমি কখনই পাণ্ডব-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে ইচ্ছা করি নাই। কেবল এই পাপান্ন গ্রহণের জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই পাপ-পক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছে। মনে করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব— অর্জুনের তীক্ষ্ণ শরে, অথবা যুদ্ধান্তে তুষানল জ্বেলে। মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে আন্তরিক মনের ভাব জানাচ্ছি—আমার এ যুদ্ধে ব্রতী হ'তে তিলমাত্রও ইচ্ছা নাই। আমাকে তুমি দাসত্বের ঋণ হ'তে মুক্তি দাও, আমি কুরুক্ষেত্র ছেড়ে, বনে গিয়ে আমার এই পাপ-সংসর্গজনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি গে।

দুর্য্যো। আপনাদের এই অনর্থক কলহ আমি নিবিষ্ট মনে এতক্ষণ ব'সে ব'সে সবই শুনছি। আপনার এরূপ কলহ উত্থাপনের কারণও আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যাক্—সে কথা আমি ব্যক্ত করতে চাই না। তবে আপনাকে আমি এইমাত্র বলতে পারি—আপনি ধর্ম্মানুসারে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমার পক্ষভুক্ত হ'য়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য। আপনাকে যুদ্ধ করতেই হবে।

দ্রোণ। বাধ্য ব'লেই এই গ্লানিকর বাক্যশেলে বিদ্ধ হ'য়ে সহ্য

কর্‌ছি। কিন্তু তোমাকে আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, আমি এই যুদ্ধে কখনই জয়ী হ'তে পার্‌ব না। অর্জ্জুনসহ পাণ্ডবদের আমি কিছুতেই পরাজয় করতে পার্‌ব না, এতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে বল—আমি যুদ্ধে প্রস্তুত হচ্ছি।

দুঃশা। তবে কি যুদ্ধে যাবেন একটা অভিনয় দেখাতে?

জয়। যদি প্রাণ দিয়েই যুদ্ধ না করেন, তা' হ'লে?

দ্রোণ। চুপ্ কর, মূর্খ!

শকুনি। দেখ্‌ছ—চ'টে আছেন, তবুও কেন তোমরা—

দুঃশা। অন্যায় বলাটা কি হয়েছে?

দ্রোণ। মহারাজ! উত্তর দাও, অধিকক্ষণ আমি আর এখানে অপেক্ষা কর্‌ব না।

দুর্য্যো। উত্তর দিচ্ছি। সখা!

কর্ণ। আমাকে বিদায় দাও, মহারাজ! আমি ঐ বৃদ্ধের এই সব গর্হিত উক্তি সহ্য করতে পার্‌ছি না। মাত্র তোমার কোন অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় বহু কষ্টে ধৈর্য্যকে ধ'রে আছি; নতুবা কর্ণের তীক্ষ্ণ শায়ক এতক্ষণ ঐ অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিক বৃদ্ধের বাক্যোত্তর দিতে নিরস্ত থাকৃত না। কর্ণ কখন কারও এরূপ স্পর্দ্ধা—কারও এরূপ গর্ব্ব নিঃশব্দে সহ্য কর্‌তে শিক্ষা করে নাই।

দ্রোণ। এই অন্তঃসারশূন্য বৃদ্ধের শক্তি দেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে ত, মহারাজ! সম্মতি দাও—আমি একবার ঐ সূতপুত্র রাধেয়কে দেখিয়ে দিই যে, দ্রোণাচার্য্য এখনও অস্ত্র ধর্‌তে সমর্থ কি-না; দ্রোণাচার্য্য এখনও পরশুরামের কপট শিষ্যকে একটি মাত্র শরে মৃত্যুর আলয় দেখিয়ে দিতে পারে কি না; এই বৃদ্ধ—স্থবির—অথর্ব্ব দেহে এখনও ঐ নীচ—তোষামোদপটু—দাম্ভিক অধমকে শায়িত কর্‌বার শক্তি আছে কি না।

কর্ণ। সাবধান, হীনবীর্য্য! অসংযত রসনাকে সবিশেষ সংযত ক'রে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে দাঁড়াও, আজ জগতের একটা মহাভুল ভেঙে দিই। সখা! ক্ষণেক অপেক্ষা কর—নিতান্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে; পেরে উঠ্‌লাম না। আজ ঐ বাচাল কুৎসিতভাষী বৃদ্ধকে সমুচিত শিক্ষা দিলে' তোমার যে ক্ষতি হবে, আমি দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ছি—সে ক্ষতি আমি পূর্ণ ক'রে দেবো। দ্রোণাচার্য্যের পরিবর্ত্তে আমিই সেনাপতি হ'য়ে একদিনেই পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল ক'রে দেবো। এতদূর ঔদ্ধত্য—এতদূর ব্রাহ্মণত্ব গর্ব্ব? এতদূর নীচতা প্রদর্শন? আজ জগতের লোক দেখুক্—কর্ণ তার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে কি না; আজ ব্রহ্মাণ্ড বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখুক্—রামশিষ্য কর্ণ কেমন ক'রে আচার্য্যাভিমানী দ্রোণের অস্তিত্ব পৃথিবী হ'তে মুছে ফেলে দেয়।

দ্রোণ। তাই হ'ক্ তবে। মহারাজ! আর তোমার সম্মতির অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। আয় তবে, নরাধম!

[দুই জনে দুই দিকে ধনুঃশর ধরিলেন, শকুনি ও জয়দ্রথ কানাকানি করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন]

দুর্য্যো। করেন কি—করেন কি, আচার্য্য! [উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন]

সহসা বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক।—

গান।

এবার ঘরের ভেতর আগুন জ্বলেছে।
যত পাপের আগুন, জ্ব'লে দ্বিগুণ, ওই কৌরব-গৃহে ধরেছে॥
ছাই চাপা যে আগুন ছিল এতদিন,
অন্তরালে ধিকি ধিকি বাড়্‌ছিল দিন দিন,
আজ বিষম ঝড়ে, হু হু ক'রে
ভীষণ ভাবে জ্ব'লে উঠেছে॥

দুর্যো। কে ওটা, দুঃশাসন?

দুঃশা। দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। [চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন]

বিবেক।— [গীতাবশেষ]

দেখ্‌বে কি বল, চক্ষু কি আর আছে,
সে চক্ষু তোদের অনেক দিন অন্ধ হ'য়ে গেছে,
সে বিবেক-বুদ্ধি সব ছেড়েছে,
তাই দুষ্টবুদ্ধি চেপেছে ॥

[প্রস্থান।

শকুনি। ব'লেইছি ত সেদিন, বাবা! ওটা একটা শ্রীকৃষ্ণের কূট চাল্; [স্বগত] কিন্তু কৈ? এ সময়ে আমার প্রেয়সী কৈ?

হাস্যমুখে কুমতির প্রবেশ।

কুমতি।—

গান।

ওটা বৃথাই ব'কে মরে ॥
কেউ শোনে না ওর কথা, এই কৌরবের ঘরে ॥

শকুনি। [স্বগত] ঠিক এসেছ, সুন্দরি! তুমিই ভরসা, কুমতি!

কুমতি।— [গীতাংশ]

আমি আছি, আমায় সবাই করে যে গো ভক্তি।
তাই ত সদাই বাড়িয়ে তুল্‌ছি এই কৌরবের শক্তি,
ভয় ক'রো-না---ভয় খেয়ো না, মিথ্যা কলহের তরে ॥

দুর্যো। কে এ নারী?

দুঃশা। আমাদের দিকেই চল্‌ছে। [স্বগত] কিন্তু কি বিশ্রী চেহারা!

কুমতি।—   [গীতাংশ]

যে দিন থেকে যতুগৃহে করলে অগ্নিযোগ,
তার আগে থেকেই আমি এসে দিয়েছি ত যোগ,
তবু চিন্‌তে নার হায় কি কর্ম্মভোগ,
আমি আছি সবার অন্তরে।

দুঃশা। বেশ! বেশ বল্‌ছে ত?

কুমতি।—   [গীতাবশেষ]

আমি যার আদরে আদরিণী, তারি প্রেমে বাঁধা,
আমি চরিয়ে বেড়াই কুরুকুলে অনেকগুলি গাধা,
আমি সাধা-লক্ষ্মী, ঠেলো না পায়, আমায় রেখো আদর ক'রে।

[প্রস্থান।

দুর্য্যো। কি মামা, এ সব? [বিরক্তি-দৃষ্টিতে চাহিলেন]

শকুনি। আমাদেরই—আমাদেরই।

দুঃশা। গাধা ব'লে গেল কাদের?

শকুনি। যাদের ব'লে গেল তাদের। আমাদের তাতে কি?

দুর্য্যো। যত উৎপাত!

দ্রোণ। মহারাজ! আমি নিরস্ত হ'লাম। আমিই কল্য সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধে গমন কর্‌ব। আমি শিবিরে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

কর্ণ। সখা! আমাদের কলহ ভেঙে গেছে—চিন্তা ক'রো না। আচার্য্যকেই কল্য সেনাপতিত্বে বরণ ক'রো; আমি আসি।

[প্রস্থান।

দুর্য্যো। [চিন্তাযুক্ত হইয়া স্বগত] কারণ কি? সহসা এমন ঝড় উঠেই থেমে যাবার কারণ কি? কি উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে? কর্ণও কি কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়ে আছে না কি? সহসা এমন অনল-শিখা দুটি

নির্ব্বাপিত হওয়ায় যে, মনে একটা সংশয়ের পর্ব্বত-ভার চাপিয়ে দিয়ে গেল। এর মধ্যে ধূর্ত্ত শকুনির কোন ইঙ্গিত আছে না কি? কর্ণেরও কি আমার বিপক্ষে দাঁড়ান সম্ভব? সে যে অর্জ্জুন-বিদ্বেষী। [ক্ষণেক চিন্তার পর] তবে কি?' না—বোঝা যাচ্ছে না। বড়ই জটিল! বড়ই দুরূহ! দুর্য্যোধনের কূট-কৌশলকে এতদিনে কি তবে শকুনি ছাপিয়ে উঠ্‌ল? অনেক আগেই ধূর্ত্তকে নিঃশেষ করা উচিত ছিল দেখ্‌ছি! আচ্ছা দেখি, আমিও দুর্য্যোধন—তুমিও শকুনি!

শকুনি। [স্বগত] দুর্য্যোধনের হিংস্র চক্ষু আবার জ্ব'লে উঠেছে! এতক্ষণ তা' হ'লে আমার সম্বন্ধেই চিন্তা কর্‌ছিস! আর ক'দিন? কাল দ্রোণ, তার পরেই হয় কর্ণ নয় জয়দ্রথ।

দুঃশা। তা' হ'লে কি আচার্য্যকেই সেনাপতি করা হবে, দাদা? কিন্তু ওঁর গতিক ত ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না।

দুর্য্যো। দুঃশাসন! তোমার ছেলেমানুষী এখনও দূর হ'ল না? দ্রোণাচার্য্য একজন যথার্থই বীর। পাণ্ডবদের পক্ষে মন থাক্‌লেও যুদ্ধক্ষেত্রে শিথিল হস্তে অস্ত্র ধর্‌বেন না, এ বিশ্বাস আমার যথেষ্টই আছে। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ—কখন মিথ্যাকথা বলে না।

দুঃশা। অর্জ্জুনশূন্য না হ'লে ত পাণ্ডবদের কিছুই করতে পার্‌বেন না, নিজেই ব'লে গেলেন।

দুর্য্যো। আর কিছু না হ'লেও ভীষ্মের মত পাণ্ডবদের কতকগুলি সৈন্যক্ষয় হবে ত? তার পর কর্ণ আছে। যান্ মাতুল, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

শকুনি। যাচ্ছি, বাবা! তুমি বিশ্রাম কর গে, রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর অতীত। [যাইতে যাইতে স্বগত] আজ্‌কার মত প্রাণটা বেঁচে গেল ত?

দুর্য্যো। মাতুল!

শকুনি। [ফিরিয়া স্বগত] আবার কেন, রে বাবা! [প্রকাশ্যে] কি, বাবা?

দুর্য্যো। আপনি—না, কাজ নাই; যান্।

[শকুনির প্রস্থান।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ! মাতুলের শিবিরে প্রবেশ আপনার নিষেধ রইল। কখন যেন যাবেন না।

জয়। কারণ?

দুর্য্যো। শোন্‌বার দরকার নাই, যাবেন না—এই যথেষ্ট। মনে রাখ্‌বেন, আমার গুপ্তচর সর্ব্বদাই আপনাকে প্রহরা দেবে।

জয়। মহারাজ কি প্রকারান্তরে আমাকে বন্দী কর্‌ছেন?

দুর্য্যো। মাতুলের শিবিরে যেতে নিষেধ কর্‌লে যদি বন্দী করা হয়, তবে তাই।

জয়। বেশ—যাব না।

দুর্য্যো। দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু কেন নিষেধ কর্‌ছি, আপনি সেটা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পেরেছেন। জানা উচিত—দুর্য্যোধন অতটুকু খোঁজ না রাখ্‌তে পার্‌লে তার এই সাম্রাজ্য চালানই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াত। আপনি আমার পরমাত্মীয়—ভগ্নীপতি; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনাকেও আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। বলুন ত, এটা কতদূর দুঃখের বিষয়! [জয়দ্রথ নতমুখে রহিলেন] দুঃশাসন! লক্ষ্মণকে ত সংবাদ দিয়েছি। এখনও সে আস্‌ছে না কেন?

দুঃশা। ছেলে মানুষ, হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুর্য্যো। তবুও তাকে চাই আমি।

দুঃশা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। না—ঐ যে কুমার আস্‌ছে।

ধীরে ধীরে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। বাবা! ডেকেছেন?

দুর্যো। এস। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, এত বিলম্ব করলে কেন?

লক্ষ্মণ। আজ ও শিবির থেকে—

দুর্যো। কোন্ শিবির থেকে? [তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন]

লক্ষ্মণ। অভিদের শিবির থেকে অভি আর ভদ্রা মা এসেছিলেন।

দুর্যো। কেন?

লক্ষ্মণ। ঠাকু'মাকে ভদ্রা মা গীতা শোনাতে।

দুর্যো। সে কি!

লক্ষ্মণ। ঠাকু'মা আর আমি তাই শুন্‌ছিলাম। তাঁরা চ'লে গেলেন, তার পর আমি এলাম।

দুর্যো। [ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত] গীতাপাঠ খুবই ভাল লাগ্‌ছিল—নয়?

লক্ষ্মণ। [সভয়ে দুর্য্যোধনের মুখের দিকে চাহিয়া] হাঁ।

দুঃশা। ভদ্রাটা শুনেছি—নির্লজ্জার ধাড়ী! আমাদের শিবিরে আস্‌তে একটু লজ্জা করে না? শুনেছি নাকি আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রেও একা একা ঘুরে বেড়ায়।

লক্ষ্মণ। সব আহতদের ঔষধ খাইয়ে বেড়ান্।

দুঃশা। ওরা ভদ্র ব'লে পরিচয় দেয় কি ক'রে, তাই ভাবি।

দুর্যো। তুমি আর ওদের শিবিরে যাও নি ত?

লক্ষ্মণ। [সভয়ে] হাঁ—গিয়েছিলাম, বাবা!

দুর্যো। আমার মানা করবার পর?

লক্ষ্মণ। [নতমুখে] হাঁ, বাবা!

দুর্য্যো। [সক্রোধে পদাঘাত করিলেন] দূর হ, হতভাগাটা। [লক্ষ্মণ পড়িয়া গেল]

দুঃশা। [ধরিয়া তুলিয়া] তারা যে শত্রু, সেখানে যেতে আছে ? ছিঃ !

লক্ষ্মণ। [চক্ষু মুছিতে মুছিতে] তাঁরা যে আমায় ভালবাসেন। অভিকে না দেখে আমি থাকৃতে পারি নে।

দুর্য্যো। শুনেছ—কুলাঙ্গার পুত্রের কথা ? দুর্য্যোধনের পুত্র এত অধম নীচ হবে, তা ত কখন মনে করি নাই। শোন্ হতভাগ্য পুত্র ! কাল রণক্ষেত্রে তোকে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। আমার আদেশ মনে থাকে যেন; নতুবা কাল আর তোর আমার হাতে রক্ষাও থাক্‌বে না। যা চ'লে সম্মুখ হ'তে, অপদার্থ কুলাঙ্গার !

[লক্ষ্মণের সভয়ে দুর্য্যোধনের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।

যাও, দুঃশাসন ! নিদ্রা যাও গে।

[দুঃশাসনের প্রস্থান।

জ্বালিয়াছি ধ্বংস-চিতা কুরুক্ষেত্র মাঝে।
আজীবন ব্যাপী
করিয়াছি যে বিরাট্ কল্পনা নিয়ত,
সবান্ধবে পাণ্ডব-পাঞ্চালে
করিয়াছি যে চিতার ইন্ধন সঞ্চয়,
আজি তার কার্য্য উপস্থিত।
হয় ধ্বংস হবে তাহে পাণ্ডব-পাঞ্চাল,
না হয় সে ধ্বংসানলে
ধ্বংস হবে দুর্য্যোধন শত ভ্রাতা সহ।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব পাণ্ডবেরে কভু ;

এ প্রতিজ্ঞা রাখিব অটল।
প্রাণ যাবে—শত ভ্রাতা পুত্র সহ যাবে,
কুরুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি র'বে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম অটল—অচল!
দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন, নহে যুধিষ্ঠির,
প্রাণ যাবে, তবু তার মান র'বে স্থির।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগর-পথ।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

গান।

আয় লো সবে গড় করি গে ভীষ্মদেবের পায়।
ভারতের গৌরব-রবি (আজ) অস্তাচলে ডুবে যায়॥
এমন আত্মত্যাগী, চিত্তজয়ী কে আছে ভবে,
এমন বিশ্ব-হিতে প্রাণ দিতে গো, কে পেরেছে কবে,
সেই ইচ্ছামৃত্যু নিজের মৃত্যু (আজ) সেধে নিলেন স্ব-ইচ্ছায়
কিসের দুঃখ—কিসের অশ্রু—কিসের শোক আর বল্,
আজ মহানন্দে নেচে-গেয়ে সেই মহাতীর্থে চল্,
সেই পুণ্যতীর্থের ধূলি নিয়ে (আজ) সর্ব্ব-অঙ্গে দিবি আয়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

অভিমন্যু বসিয়া একমনে ভীষ্মের শরশয্যার চিত্র আঁকিতেছিলেন, নিঃশব্দে ছায়ামূর্ত্তি রোহিণী আসিয়া অভিমন্যুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, মস্তক লম্বিত করিয়া অভিমন্যুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হাস্যমুখী উত্তরা নেপথ্য হইতে "কুমার! কুমার! কোথায় তুমি?" বলিয়া প্রবেশ করিলেন ও সহসা ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, সেই মুহূর্ত্তে ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

উত্তরা। [সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, পরে দৌড়িয়া আসিয়া অভিমন্যুর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইলেন]

অভি। [সহসা চকিত চিতে] ছিঃ, উত্তরা! আমার এমন ছবিটা নষ্ট ক'রে দিলে! আজ আমি তোমাকে উপহার দোব ব'লে ভীষ্মের শরশয্যা চিত্র কর্‌ছিলাম। ছিঃ—তুমি বড় দুষ্টু! [মুখের দিকে চাহিয়া] এ কি! উত্তরা যে জ্ঞানশূন্যা—মূর্চ্ছিতা! এ কি হ'ল? [উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে] উত্তরা! উত্তরা! সাড়া নাই যে! আমার যে ভয় কর্‌ছে। বড়-মাকে পেলে যে হ'ত; এই যে চক্ষু মিলেছে! কি হয়েছে, উত্তরা?

[উত্তরা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সহসা প্রবেশ পথের দিকে চাহিয়া সভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; ছায়ামূর্ত্তি তখনও প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়াছিলেন।]

অভি। ওকি, উত্তরা! কাঁপ্‌ছ কেন? মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল কেন? ভয় কি?

উত্তরা। [অঙ্গুলি দ্বারা ছায়ামূর্ত্তি দেখাইয়া] ঐ—ঐ—ঐ দেখ।

অভি। কৈ—কৈ? কি দেখ্‌ব? কি দেখ্‌ব? [অভিমন্যু যেমন চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। উত্তরা সভয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কাঁপিতে কাঁপিতে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন, অভিমন্যু উত্তরাকে বাহুপাশে ধরিয়া] ভয় কি? ভয় কি? আমি যে আছি। এস—বস্‌বে এস। [উত্তরাকে নিজ অঙ্কে লইয়া বসিলেন]

উত্তরা। [অভিমন্যুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া] বল—বল তুমি আমায়, ও কে?

অভি। কার কথা বল্‌ছ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

উত্তরা। হাঁ, তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ—আমায় লুকুচ্ছ।

অভি। সত্যি ক'রে বল্‌ছি—তোমায় লুকাচ্ছি না।

উত্তরা। আমার মাথা খাও।

অভি। সত্যই উত্তরা, আমি এখন রঙ্গ কর্‌ছি না। তোমার ভাব দেখে আমারও ভয় হয়েছে।

উত্তরা। আমি যে দেখ্‌লাম!

অভি। কি দেখ্‌লে?

উত্তরা। তুমি ছবি আঁক্‌ছিলে, আর পিছন দিক্ থেকে তোমার ওই মুখের পানে মুখ রেখে তোমার দিকে ঝুঁকে চেয়েছিল। সে মেয়ে মানুষের ছায়ার মত। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই যেন পালিয়ে গেল।

অভি। কি দেখ্‌তে কি দেখেছ, তুমি বড় ভীতু।

উত্তরা। তুমি ত কখন মিছে কথা কও না, কিন্তু আমি যে দেখ্‌লাম। এখান থেকে গিয়ে আবার ঐ কবাটের পাশে উঁকি মার্‌ছিল।

অভি। আমি কিছুই জানি না, কিছুই দেখি নাই, এক মনে খালি ছবিখানা আঁক্‌ছিলাম।

উত্তরা। তবে কেমন হ'ল? সেদিনও আমি তোমাকে ঐ ছায়ার কথা বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাসই কর না। আমার যে ভয়ে প্রাণ যায়—তা তুমি বোঝ না। একটা কি যেন আমাদের পিছনে লেগেছে! কি যে কখন্ ঘট্‌বে, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আজ বড়-মাকে বল্‌তে হবে, দেখি তিনি কি বলেন। ঐ যে, বড়-মা আস্‌ছেন। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। এই যে উত্তরা, এখানে।

অভি। আজ উত্তরা ভূত দেখে মূর্চ্ছা গেছ্‌ল, বড়-মা! কত কষ্টে তবে সে মূর্চ্ছা ভাঙি। ঐ দেখ, মুখ এখনও ভয়ে সাদা হ'য়ে আছে।

দ্রৌপদী। [উত্তরার মস্তকে হাত বুলাইয়া] পাগ্‌লী আমার, কত রকমই দেখে!

উত্তরা। কেউই আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বে না, তা আমি কি কর্‌ব?

দ্রৌপদী। আচ্ছা, শুন্‌ব এখন। তার পর ওঝা এনে ভূত তাড়ান যাবে। তুই এখন আয় ত দেখি, যুদ্ধযাত্রার বরণ-ডালা গুছাবি।

[উত্তরাকে লইয়া প্রস্থান।

অভি। সত্যই কি উত্তরা যা বল্‌লে—তাই! মাঝে মাঝে আমিও যেন কার একটু একটু সাড়া পাই। সময়ে সময়ে মনে হয়, কে যেন আমায় ক্ষীণ স্বরে ডাকে; কোথায় যেন কি দেখিয়ে দেয়; চেয়ে যেন তখন দেখি, ঐ আকাশের ওপর একটা জ্যোৎস্নামণ্ডিত মন্দির। সেখানে যেন সবই জ্যোৎস্নাময়—সবই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। কি সেই স্নিগ্ধরম্য চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রভা! কি সেই রজতশুভ্র স্ফটিকমণিবিস্ফুরিত শশাঙ্ক-কান্তি! যেন কি সম্বন্ধ আমার সেই চন্দ্রলোকের অসীম সৌন্দর্য্যরাশির সঙ্গে! যেন

বহুদিন গত কি এক মধুর স্মৃতির সঙ্গে আমার জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ! কিসের যেন ছায়া—কার যেন কায়া—কার যেন মুখ এক-একবার অস্ফুট স্মৃতির স্বচ্ছ সলিলে ভেসে ওঠে, আবার তখনই কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়! জানি না—কি এ, বুঝি না—কি এ, উত্তরার দৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাও কিছু বুঝ্‌তে পারি না। সবই যেন স্বপ্নময়! সবই যেন প্রহেলিকা দিয়ে ঢাকা! নারায়ণ! তুমিই জান সব।

গান।

এ কি রে স্বপন, এ কি জাগরণ,
এ কি রে আমার জীবন-মরণ।
কে যেন গোপনে কথাটি আমায়
কানে কানে এসে করায় স্মরণ॥
কেন ঘুম ভাঙে, কেন বা ঘুমাই,
স্বপনের মাঝে কেন বা বেড়াই,
কি জানি কোথায় নিয়ে যেতে চায়,
কাহার মায়ায় কোথা ধায় যেন প্রাণ মন॥
কি জানি কেবা সে বিষাদে মগন,
আশে-পাশে ঘোরে ছায়ার মতন,
কি যেন জানি না, কিছুই বুঝি না,
তুমি জান সব, ওহে নারায়ণ॥

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির।

গীতকণ্ঠে রোহিণীর ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ।

রোহিণী।—

গান।

আমি পারি না সহিতে গো,
ওগো তুমি ফিরে এস—ফিরে এস।
কেন এ প্রবাসে আছ গো ব'সে,
ওগো তুমি ফিরে এস—ফিরে এস॥
তব পাশে যাই ধরিতে তোমায়,
তুমি তবু ত দেখ না চাহিয়ে আমায়,
তুমি তারে ভালবাস, তারি প্রেমে ভাস,
ওগো দেখা ত যায় না, সহা ত যায় না,
ওগো তুমি ফিরে এস—ফিরে এস॥
সেই তুমি কি গো এতই পাষাণ,
সব সুখের কি গো হ'ল অবসান,
আমার কথা কি শোন না, ভাষা কি বোঝ না,
ছায়া কি দেখ না, দেখে কি চেন না,
কেন এমন হ'ল, আমায় বল—বল,
ওগো তুমি ফিরে এস—ফিরে এস॥

ক'দিন আর বাকী? [অঙ্গুলি গুণিয়া] আর একদিন এক রাত মাত্র, তবুও যেন মধ্যে কত যুগ ব্যবধান রয়েছে। যেন যেতে চায় না। চিররোগীর দীর্ঘরাত্রির মত—চির প্রবাসীর দীর্ঘ দিনের মত সময় যেন আর

যেতে চায় না। আজ আমার প্রিয়তমের পাশে গিয়ে তাঁর মুখখানি চেয়ে দেখ্‌ছিলাম—সে কি মধুর স্বপ্ন! উত্তরা এসে সে স্বপ্ন আমার ভেঙে দিয়ে গেল। কিন্তু সে যে আমার যথাসর্ব্বস্ব অধিকার ক'রে ব'সে আছে, সে যে আমার হৃদয়ের মণিখানি চুরি ক'রে এনে কণ্ঠে প'রে ব'সে আছে, তার জন্য উত্তরার ওপর সময়ে সময়ে রাগ হয়—হিংসা আসে। আবার যখন ভাবি যে, সেই বালিকা আবার আমারই মত তার যথাসর্ব্বস্বকে হারিয়ে বস্‌বে, সে অভাগিনী আবার আমারই মত তার হৃদয়খানি উৎপাটন ক'রে এমনি ক'রে পাগলিনী হ'য়ে বেড়াবে, তখন সে কথা ভাব্‌লে উত্তরার জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। অভাগিনীর জন্য অশ্রু সম্বরণ কর্‌তে পারি না। আমি দেবী, আমারই যখন এই কষ্ট, তখন সামান্য অবোধ বালিকা সে—এই মর্ত্তের মানবী। আহা! তার না জানি কি ভাবে জীবন কাট্‌বে! আমার আশা ছিল যে, আবার পাব, তার যে তাও থাক্‌বে না। যাই—কুমারের যুদ্ধ দেখি গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কৌরব-শিবির—প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে কৌরব-সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গান।

ওরে সাজ্—সাজ্—সাজ্ রণে সাজ॥
হয়েছে ধার্য্য, যাইবেন আচার্য্য
সেনাপতির কার্য্য করিবেন আজ॥
আজি সমরে দ্রোণাচার্য্য দেখাবেন বীর্য্য,
জ্বালিবেন প্রলয়ের দ্বাদশ সূর্য্য,
পাণ্ডববংশ, হইবে ধ্বংস,
বাজিবে যাদব-হৃদয়ে দারুণ বাজ॥
আজি আচার্য্য-শরে ছাইবে গগন,
লুকাবে গ্রহ তারা শশাঙ্ক তপন,
সঘনে কম্পিত, ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত,
শঙ্কিত-ভীত-চিত হইবেন সুররাজ॥

[সকলের প্রস্থান।

রণসাজে দ্রোণাচার্য্যের বিষণ্ণমুখে প্রবেশ।

দ্রোণ। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] এতদিনে প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হয়েছে। মহাত্মা ভীষ্মের পতন্ দিনেই কালের ডাক্ শুন্‌তে পেয়েছি—প্রস্তুত্ও হ'য়ে রয়েছি। সেজন্য কোন দুঃখ করি না। নিয়ত মৃত্যুর গম্ভীর আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করেছে, তাঁর জন্য বিন্দুমাত্রও

বিচলিত হচ্ছি না। বরং যত শীঘ্র সংসার থেকে বিদায় নিতে পারি, যত শীঘ্র এই বার্দ্ধক্যকম্পিত জরা-জীর্ণ দেহ জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করতে পারি, যত শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে পারি, তার জন্যই অস্থির হ'য়ে উঠেছি। অপর দুঃখ আর কিছুই রইল না। জগতে এসে মানুষ যা চায়, সে সম্মান—সে প্রতিষ্ঠা সবই অতিরিক্ত ভাবে উপার্জ্জন করেছিলাম। কুরু-পাণ্ডবের গুরুর পদ গ্রহণ ক'রে দারিদ্র্যকে দূর করেছিলাম, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে ছিলাম, পার্থের মত উপযুক্ত শিষ্য পেয়েছিলাম, অশ্বত্থামার মত পুত্র লাভ-করেছিলাম; কিছুতেই বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু—[দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ] জীবনে বড় একটা দুঃখ র'য়ে গেল এই যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র হ'য়ে ব্রাহ্মণ-জগৎ থেকে আমাকে চির-নির্ব্বাসিতই থাকতে হ'ল। মহাদুঃখ মহাকষ্ট কেবল এই র'য়ে গেল যে, ব্রাহ্মণের শান্তিময় তপোবনে জন্ম লাভ ক'রে, ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্যে—ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে আজীবন আমাকে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি নিয়ে হত্যার স্রোতে সন্তরণ ক'রে যেতে হ'ল! বড় কষ্ট—বড় খেদ এই র'য়ে গেল যে, মৃত্যুকালে সেই পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর তীরে অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে দেহরক্ষার পরিবর্ত্তে আমাকে এই কুরুক্ষেত্রে রুধিরের ভৈরব নদীতে এই ব্রাহ্মণ-দেহ রক্ষা করতে হবে! কর্ণদ্বয়ে তারকব্রহ্ম রাম নামের পরিবর্ত্তে শাণিত অস্ত্রের ঝঙ্কারে আর রণোন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের অভ্রভেদী হুঙ্কার প্রবেশ করবে। হা ধিক্ আমাকে! গত কল্যকার কর্ণের ব্যঙ্গ-তিরস্কারকে উপেক্ষা ক'রে উত্তেজনার বশে ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার দেখিয়েছিলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝলাম যে, কর্ণের একটি কথাও মিথ্যা নয়, ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণ এবং রণচর্চ্চা সম্পূর্ণই ব্রাহ্মণের অপালনীয়, তখন লজ্জায়, অনুতাপে ম্রিয়মাণ হ'য়ে কর্ণের উপর উদ্যত শরকে প্রতিসংহার ক'রে নিঃশব্দে সে স্থান পরিত্যাগ করলাম।

আজ সেনাপতি সেজে রণে যাচ্ছি—সেও দুর্য্যোধনের অন্ন গ্রহণের কৃতজ্ঞতা দেখাতে—কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে। একমাত্র দাসত্বের জন্যই আজ ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মপক্ষভুক্ত না হ'য়ে—পাপপক্ষের সেনাপতি হ'য়ে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই ধর্ম্ম-পক্ষের বিপক্ষে অস্ত্র ধরতে মহা আড়ম্বরে যুদ্ধযাত্রা কর্‌ছে! এ হ'তে ব্রাহ্মণের কলঙ্ক আর কি হ'তে পারে? আজ জগতের ব্রাহ্মণ! তোমরা মুক্তকণ্ঠে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ! বিবেকের বাক্য কর্ণ পেতে শুন্‌ছি আর মর্ম্মজ্বালায় জ্ব'লে মর্‌ছি। ওহো!

সহসা গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গান।

এবার ধরা হ'তে স'রে যাও।
কেন সেই কৃষ্ণের কাজে বাধা দাও—বাধা দাও ॥

দ্রোণ। এ জ্ঞানের স্পষ্ট ইঙ্গিত! যথার্থ ই কি আমি কৃষ্ণের কাজে বাধা দিচ্ছি?

জ্ঞান।— [গীতাংশ]

অন্নদাসের ধুয়া ধ'রে,
রইলে ভ্রমের মহাঘোরে,
ঢের হয়েছে, আর কেন হায়,
এখন ধীরে ধীরে বিদায় নাও ॥

দ্রোণ। এ হ'তে আর আমার মহাপাপের স্পষ্ট প্রমাণ কি?

জ্ঞান।- [গীতাংশ]

চিরদিন এই স্পষ্ট ভাষা
বল্‌তে আমার ভবে আসা,
তবু বুঝ্‌লে না মোর প্রাণের ভাষা
এখন মনের আশা মনে মিটাও ॥

দ্রোণ। বুঝেছিলাম—শুনেছিলাম, জ্ঞান! সবই জেনেছিলাম। কিন্তু যে করাবার, সে করতে দিচ্ছে কৈ? তার ইচ্ছাতেই যে চ'লে আসছি।

জ্ঞান।— [গীতাবশেষ]

তবে চল—আরো ছুটে চল,
তোমার যাবার সময় হ'য়ে এল,
হরি ব'লে বেরিয়ে পড়,
যদি শেষ পাড়িটা দিতে চাও ॥

[প্রস্থান

দ্রোণ। শেষ পাড়ি কি দিয়ে উঠতে পারব? সে দিন কি দীনবন্ধু দেবেন আমায়?

যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ,
জয়দ্রথ ও শকুনির প্রবেশ।

দুর্য্যো। চলুন, আচার্য্য! পাণ্ডবের যুদ্ধ-শঙ্খ বেজে উঠেছে।

দ্রোণ। আমিও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছি।

শকুনি। [স্বগত] যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ, এ কথা কি বুঝতে পেরেছ, ব্রাহ্মণ!

দুর্য্যো। প্রার্থনা, আচার্য্য! আমার সমস্ত অপরাধ—সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রে পাণ্ডবদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করুন।

দ্রোণ। [একটু হাসিলেন]

কর্ণ। আশা করি, আচার্য্যদেব! কর্ণের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন?

দ্রোণ। শেষে বুঝতে পেরেছিলাম যে, রাধেয়! তোমার কথা এক-

বর্ণও মিথ্যা নয়। সত্যই আমি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মে পতিত এবং ক্ষত্রিয়ের দাস। বরং তুমিই আমার অন্যায় ক্রোধ—অন্যায় গর্ব্বকে বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ বংশ-জাত ব'লে ক্ষমা ক'রো, কর্ণ!

শকুনি। [স্বগত] দু'জনে আবার মিলে যাবে নাকি?

দুঃশা। আচার্য্য তখনই সখার বল-বীর্য্য বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তাই ত তখনই বিবাদ মিটিয়ে আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিলেন।

জয়। হাজার হ'ক্—বয়োবৃদ্ধ ত?

দ্রোণ। আজ আর কিছুতেই উত্তেজিত হব না। আজ আমি এমন শান্ত—এমন স্থির যে, কিছুতেই বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

দুঃশা। সে ভাল কথা। কিন্তু রণক্ষেত্রে গিয়ে যেন এরূপ শিষ্ট শান্তটির মত ব'সে ব'সে পিতামহের ন্যায় অর্জ্জুনের শরগুলি অঙ্গে বিঁধিয়ে রাখ্‌বেন না।

দ্রোণ। তিনি যে মহাত্মা—সংযত মহাপুরুষ। সে শক্তি কি আমার আছে, দুঃশাসন?

দুঃশা। না থাক্‌লেই মঙ্গল।

দ্রোণ। দেখ, দুঃশাসন! রসনাকে যতি বড় উচ্ছৃঙ্খল কর না কেন, কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি—সেই মহাত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যঙ্গ বা শ্লেষবাক্য উচ্চারণ কর্‌বার পূর্ব্বে রসনাকে বেশ ক'রে সংযত রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রো। যা তোমরা হারালে—যে ধনে তোমরা বঞ্চিত হ'লে, তার অভাব জগতের সকলেই বুঝ্‌ছে, বুঝ্‌লে না কেবল তোমরা।

দুঃশা। দেখুন—ঐ গোঁড়ামীটা—

দুর্য্যো। [বাধা দিয়া] চুপ্‌ কর, দুঃশাসন! চলুন আচার্য্য! আর বিলম্বে নিষ্প্রয়োজন।

দ্রোণ। চল। [স্বগত] এই যাত্রাই যেন আমার মহাযাত্রা হয়, কৃষ্ণ!

[অগ্রে দ্রোণাচার্য্যকে লইয়া পর্য্যায়ক্রমে সকলে যাইতে লাগিলেন]

দুঃশা। বল, সকলে—জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

সকলে। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

দুঃশা। জয় সেনাপতি আচার্য্যের জয়!

সকলে। জয় সেনাপতি আচার্য্যের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

একদিকে কৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডব দাঁড়াইয়া ছিলেন।

যুধি। কৃষ্ণ! ঐ কৌরবের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! আজ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধযাত্রা কর্‌ছেন, তাই বুঝি কৌরবদের এত আনন্দোচ্ছ্বাস?

কৃষ্ণ। হাঁ, ধর্ম্মরাজ। শকট-ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধ কর্‌বেন, গুপ্তচর এ সংবাদ দিয়ে গেছে। খুব সাবধান এবং সতর্ক হ'য়ে সকলে যেন যুদ্ধ করেন।

যুধি। আমাদের আর সাবধান সতর্ক হওয়া কি, কৃষ্ণ? তুমিই ত সব—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণ। না, ধর্ম্মরাজ। ওরূপ সব দায় আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আজ আর চল্‌ছে না। আমি কি? আমি ত সারথি মাত্র।

ভীম। অর্জ্জুন! না ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ত তোকে কিছু বল্‌ব না।

কৃষ্ণ। তুমি না বল্লেও আমি বলছি। আজ সখা, গুরু-শিষ্যের সমর-কৌশল দেখ্‌বার জন্য ঐ দেখ—শূন্যে দেবগণ পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজ আমরা দেখ্‌তে চাই, অর্জ্জুন যথার্থই দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্য।

অর্জ্জুন। [মুখ নত করিলেন]

ভীম। আচার্য্য যদি গুরু হ'য়ে শিষ্যের সঙ্গে—[জিভ্‌ কাটিয়া] দূর্ ছাই! আবার বল্‌তে যাচ্ছি। [সরিয়া দাঁড়াইলেন]

কৃষ্ণ। দাঁড়াও সব প্রস্তুত হ'য়ে। কৌরবদল এসে উপস্থিত হয়েছে।

দ্রোণাচার্য্য সহ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও জয়দ্রথ প্রবেশ করিয়া অন্য পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

অর্জ্জুন। [একটি শর ধনুতে যোজনা করিয়া দ্রোণাচার্য্যের পাদমূলে নিক্ষেপ করিলেন]

দ্রোণ। [শর সন্ধানে অর্জ্জুনের শির চুম্বন করিয়া স্বগত] আশীর্ব্বাদ করি, যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে কৃষ্ণকার্য্য সাধন কর। এ হ'তে বেশি আশীর্ব্বাদ দ্রোণাচার্য্য জানে না।

দুঃশা। ও সব আপোষে শর চালাচালিতে আজ আর আচার্য্য ভুলছেন না।

ভীম। হুঁ! [সক্রোধে হুঙ্কার করিয়া দুঃশাসনের দিকে চাহিলেন]

দুঃশা। [সভয়ে কর্ণের পশ্চাতে লুকাইয়া স্বগত] বাপ্‌ রে, কি চাউনি! আর কি গর্জ্জন!

ভীম। বাজাও রণ-ডঙ্কা। চালাও যুদ্ধ!

[রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, দুইদলে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দুঃশাসন কর্ণের পশ্চাতে থাকিয়া ভীমের যুদ্ধ সভয়-দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সবেগে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্য সহ]

গান।

মোদের নাই ক কোন শঙ্কা।
ছুটে চলি, দু'জনে মিলি, যথায় বাজে রণের ডঙ্কা॥
যারা খুসী হারুক্ জিতুক্,
কি ব'য়ে যায় বাঁচুক—মরুক্,
কারু দুঃখে এই পাষাণ চোখে ঝরে না জল,
দিলেও কাঁচা লঙ্কা॥
যেথায় মারামারি কাটাকাটি,
সেথায় মোদের ছুটাছুটি,
কি মজাটা মার্‌লেম আমরা তখন
যখন পুড়্‌ল সোনার লঙ্কা॥

[প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যা। আজ শ্রীমান্ দুঃশাসনচন্দ্রকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? কোন্ দিকে হয় ত সৈন্যদের আড়ালে ভীমের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে। কতক্ষণে যে বন্ধুকে ভীমের খর্পরে পড়্‌তে দেখ্‌ব, সেই চিন্তাতেই রাত্রে ঘুম হয় না। আমার বন্ধুত্ব—যে-সে বন্ধুত্ব নয়! বন্ধুকে একেবারে সংসার থেকে আধ্যাত্মিকের পথে পাঠিয়ে দেওয়া। সেদিনকার যুদ্ধেই হয়েছিল আর কি! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেবারে ভীমের সম্মুখে নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে মুস্কিল বাঁধালেন মহারাজ এসে। ভীমকে নিয়ে মহারাজ লেগে গেলেন, এই ফাঁকে শ্রীমান্ দে চম্পট। আমি শকুনি মামার চেলা, আমার ওপর দুঃশাসনের ভার দিয়ে তিনি ত নিশ্চিন্ত আছেন; আমি কিন্তু এখনও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। আবার এক গোল

বেঁধেছে। মহারাজ বোধ হয়, কেমন ক'রে সন্ধান পেয়েছেন যে, আমি শকুনি মামার শিষ্য। তাই ত কড়া হুকুম আমার উপর যে, আমি যেন দুঃশাসনের কাছে না ঘেঁসি। তাই ত লুকিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে রণক্ষেত্রে এসেছি। দেখি, যদি ফাঁকতালে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি। ঐ যে শ্রীমান্ এইদিকেই দৌড় মেরেছেন। ভীমসেন বোধ হয় তাড়া করেছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা। এই যে বি-দ্যা-ধর! গে-ছ-লু-ম আর কি? একেবারে সাম্‌নে যম-অবতার! [হাঁপাইতেছিলেন]

বিদ্যা। আগে একটু জিরিয়ে নাও, তার পর ব'লো।

দুঃশা। বাপ্‌ রে—সে কি গদা উত্তোলন!

বিদ্যা। যাক্—রক্তপানটা ত কর্‌তে পারে নি?

দুঃশা। আর ও কথা ব'লে—

বিদ্যা। আচ্ছা—যাক্ বন্ধু! ও কথা আর মুখে আন্‌ব না. কিন্তু—

দুঃশা। আর 'কিন্তুতে' কাজ নাই, সখা!

বিদ্যা। ভয় কি? পার্‌ছে না, তোমার দাদা বেঁচে থাক্‌তে কিছুতেই পার্‌ছে না। ধর—যদি তোমাকে পাকে-প্রকারে জাপ্‌টে ধ'রে মাটীতে ফেলে দিতেই পারে, তুমি মনে কর যেন চিৎ হ'য়েই পড়্‌লে; কিন্তু তা' হ'লেও ত বুকের পাঁজরাগুলি ভেঙে ফেল্‌তে হবে? তার পর—

দুঃশা। আর তার পরে কাজ নাই। এখন চল বিদ্যাধর, শিবিরমুখো লম্বা দিই। কিন্তু পার্‌ত না—যদি আমি ভয় খেয়ে না পালাতাম।

বিদ্যা। তার আর সন্দেহ কি? এই যে বল্‌লামই ত—না পালালে ধর্‌ত—ফেল্‌তও তার পরে—[ভীমকে আসিতে দেখিয়া] ঐ—ঐ দেখ ত, সখা! পাহাড়ের মত কে ছুটে আসে?

দুঃশা। [সভয়ে] ওরে বাপ্‌ রে! গেছিঁরে! [কম্পন]

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এই যে—[এক লম্ফে দুঃশাসনকে ফেলিয়া দিলেন]

দুঃশা। [পড়িয়া গিয়া ভয়ে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন]

নেপথ্যে যুধি। কোথায় বৃকোদর! রক্ষা কর—রক্ষা কর।

ভীম। [চমকিত হইয়া] ধর্ম্মরাজের আর্ত্তস্বর! কি আনন্দে বাধা প'ড়ে গেল। [উচ্চৈঃস্বরে] ভয় নাই, যাই ধর্ম্মরাজ!

[বেগে প্রস্থান।

বিদ্যা। [অঙ্গুলি দংশন করিতে করিতে] কি সাধে বাদ পড়্‌লো রে—কি সাধে বাদ পড়্‌ল! একেবারে মাথা খুঁড়ে ম'রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। রসভঙ্গ ক'রে দিলে সেই ধর্ম্মরাজটা। [দুঃশাসনকে মিটি মিটি চাহিতে দেখিয়া] পারে নি, এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড় আর কি, বন্ধু! [দুঃশাসন হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া ধরিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করিলে, তাঁহাকে তুলিলেন] জলের ঝাপ্‌টা লাগাতে হবে নাকি?

দুঃশা। [নিজ বক্ষঃস্থল ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন] যাঁ! খেতে পারে নি ত? আমি বেঁচে আছি ত?

বিদ্যা। দেখ ত—ছায়া দেখ্‌তে পাও কি না? প্রেতাত্মা হ'য়ে যাও নি ত?

দুঃশা। এ সময়েও তোমার রঙ্গ!

বিদ্যা। এস, ধ'রে নিয়ে যাই।

দুঃশা। ও পথে নয় কিন্তু, পিছনের পথ দিয়ে আমায় আড়াল ক'রে নিয়ে চল।

বিদ্যা। তাই হচ্ছে।

[দুঃশাসনকে ধরিয়া আড়াল করিয়া অন্যপথ দিয়া প্রস্থান।

অর্জ্জুন সহ যুধ্যমান দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ আসিলেন।

কৃষ্ণ। [হাসিয়া]
দ্বিগুণ উদ্যমে সখা কর আজি রণ,
অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেখাও গুরুরে।

দ্রোণ। সারথি তাঁর রথ চালনা নিয়ে থাক্‌লেই তাঁর কর্ত্তব্য বজায় থাক্‌বে।

কৃষ্ণ। এ সারথি যে শুধু রথচালনা করে না, মন্ত্র-চালনাও করে, তা কি অস্ত্রগুরুর জানা নাই?

দ্রোণ। অস্ত্রগুরু কখন অত অনধিকার চর্চ্চাতে থাকে না।

কৃষ্ণ। হাঁ, তা সত্য, এখন মনেও প'ড়ে গেল যে, অক্ষ-ক্রীড়াকালে সেইজন্যই বোধ হয় নীরব ছিলেন, আচার্য্য! শিষ্য-বধূর অবমাননা! বোধ হয়, সেই অনধিকার চর্চ্চার ভয়েই দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সে মহান্ দৃশ্য দেখ্‌তে হয়েছিল! [ব্যঙ্গ-হাস্য]

দ্রোণ। অর্জ্জুন! খুব সতর্ক! [শরত্যাগ]

অর্জ্জুন। আপনার কার্য্য আপনি ক'রে যান্। [শরত্যাগ] ঐ দেখুন, আচার্য্য! আপনার কত সৈন্য বিনষ্ট হ'ল।

দ্রোণ। তোমার সারথির ব্যঙ্গে মুহূর্ত্তকাল অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, তাই সুযোগ পেয়েছিলে, পার্থ!

কৃষ্ণ। অক্ষমতা স্বীকার না করা, ওটা একটা বৃদ্ধদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

দ্রোণ। এ বৃদ্ধ নিশ্চয়ই সে অক্ষমতা মৃত্যুর শেষ-সীমা পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রে যাবে না। "যুদ্ধে অক্ষমতা" এ শব্দ দ্রোণের অভিধানে

দেখ্‌তে পাবে না। এমন মিথ্যা ব্যঙ্গ—বোধ হয় মগধ-পতি জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ছেড়ে দ্বারকা পলায়নের পর থেকেই যদুপতির অভ্যাস হয়েছে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ-সখা পার্থ—কৃষ্ণের উপর কারও কোন ব্যঙ্গই শুনে সহ্য কর্‌তে শিক্ষা করে নাই। আপনি সতর্ক হ'য়ে যুদ্ধ করুন। আশঙ্কা হয়—পাছে—

দ্রোণ। [হাস্যমুখে] শিষ্য হস্তে গুরুর পরাজয় ঘটে? কেমন—এই ত? কিন্তু এ গুরুর ভাগ্যে সে গৌরব লাভ ক'রে যাওয়া নিতান্তই অসম্ভব, পার্থ!

কৃষ্ণ। শোন, পার্থ! তোমার আচার্য্যের অহঙ্কার!

দ্রোণ। কবে না করেছি?

কৃষ্ণ। শুন্‌ছ, পার্থ?

অর্জ্জুন। এ প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে আর কখন কোন রণক্ষেত্রে অস্ত্র বিনিময় ব্যাপার সম্ভব হয় নাই ব'লেই এ কথা আজ আচার্য্যের মুখে খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, না কৃষ্ণ? এক সেই বাল্যের মল্লক্ষেত্র ভিন্ন এ শিষ্যের পরীক্ষা গ্রহণ কর্‌বার সুযোগ আচার্য্যের হয় নাই ত, সখা, তাই আচার্য্যের মুখে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনে তুমি আশ্চর্য্য বোধ কর্‌ছ, কৃষ্ণ! আজিকার পরীক্ষা শেষ হ'ক্, তখন আচার্য্য কি বলেন শোনা যাবে।

কৃষ্ণ। তাই দেখ্‌বার জন্যই প্রতিজ্ঞা ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।

দ্রোণ। যদুপতির সে সংশয় এইবার দূর ক'রে দিচ্ছি। অর্জ্জুন! দৃঢ়হস্তে গাণ্ডীব ধর, দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা—যুদ্ধ ক্রীড়া করা নয়।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন কখনও গুরুশিক্ষার অবমাননা কর্‌বে না।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার পুনঃ প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

বড় শক্ত মোদের জানটা।
মোরা, বাঘের মুখে   ঝাঁপিয়ে পড়ি
কাঁপে না কোন খানটা॥
মোদের ওপর চোখ রাঙালে,
মোদের কাছে জোর দেখালে,
অমনি মৃত্যুর দ্বারে   লই গো তারে
ধ'রে হাতে কানটা॥
যদি বাড়াবাড়ি করে কেহ,
(অমনি)   মুণ্ডছাড়া করি দেহ,
মোরা, লড়াই ক'রে,   বেড়াই ঘুরে
ল'য়ে মৃত্যুবাণটা॥

[প্রস্থান।

অসি যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।
যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে যুধিষ্ঠিরের
অসি ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গেল।

কর্ণ।   গেল অসি, যুধিষ্ঠির!

যুধি।   এই ধরি ধনুঃ-তীর। [উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ]

কর্ণ।   ধর্ম্মরাজ!
যুদ্ধ করা—ধর্ম্ম-চর্চ্চা নয়।
[যুধিষ্ঠিরের ধনুঃ কাটিয়া]
এইবার কে রক্ষিবে তোমা'?

যুধি। পরাজিত আমি,
পার বন্দী করিতে আমায়।

কর্ণ। না, করিব না বন্দী তোমা,
মাতৃ-পাশে প্রতিজ্ঞা আমার!
যাহ চলি প্রাণ ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির!

যুধি। [স্বগত] সূতপুত্র কর্ণের এত উদারতা—আশ্চর্য্য, যা ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না! শুনেছি, কর্ণ অসাধারণ দাতাও আবার। নিজ কর্ম্মের দ্বারা কর্ণ নিজ আভিজাত্যকে ঢেকে ফেলেছে।

[প্রস্থান।

কর্ণ। [স্বগত] বন্দি করি নি ব'লে বিস্মিত হয়েছ, যুধিষ্ঠির? ভাবছ হয় ত যে, সূতপুত্র কর্ণের হৃদয়ে এ ক্ষমা এল কিরূপে? কিন্তু জান না যুধিষ্ঠির, তুমি। পাণ্ডবের যদি কোন শ্রেষ্ঠগুণ থাকা সম্ভব হয়, তা' হ'লে সে গুণ এ কর্ণের মধ্যেও থাকা একেবারেই অসম্ভব নয়। বরং সে শ্রেষ্ঠত্ব জ্যেষ্ঠতেই সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক। আমি তোমাদের কে, তা যদি জানতে, যুধিষ্ঠির! তা' হ'লে আজ কর্ণের এই ক্ষমা দেখে কেবল মাত্র বিস্মিত না হ'য়ে গর্ব্বভরে আরও স্ফীত হ'য়ে উঠতে। তোমরা জান না, তাই সুখে আছ। আমি যে জানি, জেনেও তোমাদের কাছে যেতে পারি না। সমাজের শৃঙ্খল আমার পায়ে বাঁধা—যাবার সাধ্য যে নাই। মাতৃ-কলঙ্ক ঢেকে রাখবার জন্য আজ আমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ সহোদর হ'য়েও অভিশপ্ত জীবনের ন্যায় সূতপুত্র হ'য়ে তোমাদের মুখের বিদ্রূপ গ্লানি পর্য্যন্ত শুনতে হচ্ছে। বল দেখি, কত বড় দুঃসহ জীবন এই কর্ণের? হায়, জননি! তুমি এত বড় একটা পর্ব্বত চাপা দিয়ে তোমার-আমার এমন মধুর সম্বন্ধকে ঢেকে রেখেছ? যে জন্য আজ তোমাকে—

আমাকে দু'জনকেই তুষানলে জ্ব'লে মর্‌তে হচ্ছে। জগতে এত বড় অভিশাপ বুঝি আর কোন দুর্ভাগাকে আমাদের মত বহন কর্‌তে হয় নাই। হায়! "মা"—এমন মধুর আস্বাদনে বঞ্চিত যে, তার থাকে কি? মাকে মা ব'লে ডাক্‌তে পাই না—মাকে মা ব'লে পরিচয় দিতে পারি না, এ কষ্ট কি আর রাখ্‌বার স্থান আছে? পাণ্ডবেরা আমার সহোদর, আমি তাদের জ্যেষ্ঠ, এ কথা জগতে পাণ্ডবেরাও জান্‌তে পেলে না। আজ সেই সহোদরের অঙ্গে শরবিদ্ধ কর্‌তে তাদের বিপক্ষের আশ্রয়ে বাস কর্‌তে হচ্ছে। অর্জ্জুন! আজ তুই আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, হয় ত তোর হাতেই আমার প্রাণ দিতে হবে। তাই হ'ক্—কবে সেদিন আস্‌বে, তার আশায় ব'সে আছি। নারায়ণ! তুমি ত সব জান? একবার ব'লে দাও, দয়াময়! সেদিনের আর ক'দিন বাকী?

নেপথ্যে দুর্য্যো।—সখা! সখা! শীঘ্র এইদিকে এস।

কর্ণ। যাই—দুর্য্যোধন ডাক্‌ছে।

[প্রস্থান।

ধনুক দিয়া শকুনির কণ্ঠবেষ্টন করিয়া
সহদেবের প্রবেশ।

শকুনি। তীরের খোঁচা না মেরে যে এরূপ কৌশলে আমায় হস্তগত করেছ, তা একরকম বেশ করেছ, সহদেব! এ খাসা রণ-কৌশল! এ খাসা ওস্তাদী মার্! হবে না কেন, অর্জ্জুনের কাছে শিক্ষা ত? বেশ, বাবা! বেশ, বড় খুসী হয়েছি। এখন কি ব'লে যে আশীর্ব্বাদ করব তাই ভাব্‌ছি।

সহ। মর্‌তে ভয় হয়, মামা?

শকুনি। না—কিছুমাত্র না। বিশেষতঃ তোমার হাতে—একেবারে বিনা ক্লেশে—বিনা রক্তপাতে—অক্ষয় স্বর্গলাভ।

সহ। এত বড় কপট—এত বড় ধূর্ত্ত—এত বড় কূটচক্রী তুমি যে, তোমার জোড়া বোধ হয়, কোথায়ও মেলে না।

শকুনি। বেঁচে থাক, বাবা! এত বড় প্রশংসা-পত্র আমাকে আর কেউ দেয় নাই, বাবা! যে দুর্য্যোধনের এত কর্‌লাম—সেও না।

সহ। নির্লজ্জ! তোমার জোড়া মেলা ভার।

শকুনি। বল্‌লামই ত, ও অঙ্কে ছেলে বেলা থেকেই বেশ একটু মাথা ছিল। শেষে বাবা আর ভাইরা যখন মারা গেলেন, তার পর থেকেই ওদিকে একটা খুবই চর্চ্চা চল্‌ছে। ঐ চর্চ্চাতেই তাদের শোক ভুল্‌তে পেরেছি। ঐ চর্চ্চাতেই যুদ্ধের দিকে মন দিতে পারি নাই। তাই ত বাপধন, তোমার ধনুকের হুলে ঝোলাতে পেরেছ।

সহ। নির্লজ্জ! বাচাল! যুদ্ধ কর্‌বে—না প্রাণ দেবে?

শকুনি। যুদ্ধের বিদ্যা ত মামার জান্‌তেই পেরেছ। তবে যদি ইচ্ছা কর, তবে যুধিষ্ঠিরের মত একবারটি পাশার বাজী দেখিয়ে দিতে পারি। তা কি বল? বল ত বাবা, পাষ্টি তিনখানি বের্ করি।

সহ। তা কি সঙ্গে ক'রেই রেখেছ নাকি?

শকুনি। তা রাখি নে? যার যা হাতমার্, তা কি কেউ ছেড়ে চলে? বিশেষতঃ বাবার বুকের হাড় দিয়ে তৈরি। ওকে একেবারে বুকের মধ্যে ক'রে রেখেছি।

সহ। তোমাকে এখনই হত্যা ক'রে ফেল্‌ব।

শকুনি। তা ফেল, কোন আপত্তিও ত নাই, বাবা! তবে একবাজী খেলে নিলে পার্‌তে? তের বৎসর পূর্ব্বে তোমার দাদা একবার খেলেছিল, আর আজ এই মৃত্যুর দিনে একবার তোমার সঙ্গে খেলে যাই। [দেখিয়া] ঐ রে! তোমার মেজ দা' আর দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ করতে করতে এইদিকেই আস্‌ছেন। চল বাবা, আমরা ওদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যাই।

সহ। পুনঃ অস্ত্র ধর তবে।

শকুনি। তা' হ'লে আর একবাজী হ'ল না? ধরি তবে অসি।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

গদা যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে তাড়াইয়া ভীমের প্রস্থান ও উভয় পক্ষের সৈন্য-দলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

[সকলের প্রস্থান।

বেগে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার পুনঃ প্রবেশ।

উভয়ে।—

নৃত্যগীত।

বেঁধেছে কি ভয়ানক যুদ্ধ।
রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে কল্‌কলাকল,
ভেসে যাচ্ছে জগৎ শুদ্ধ॥
(বাপ্ রে) ভীমের কি গদার ঘুরণ পাক্,
বন্-বন্-বন্ সন্-সন্ সন্
উঠ্‌ছে বিষম ডাক্,
স্তব্ধ বিশ্ব ক্ষুব্ধ দৃশ্য (হায় কি মজা)
হ'য়ে যাচ্ছে বায়ু রুদ্ধ॥
মোরা ফুর্‌তিসে বেড়াই,
দেখি, এই হাঙ্গাম লড়াই,
কিবা বাহার—কিয়া বাহার, কি চমৎকার,
(হ'ল এবার) প্রাণটা মোদের মুগ্ধ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উত্তরার খেলাঘর।

একটি পুতুলকে ক'নে সাজাইয়া উত্তরা কোলে করিয়া আগে আগে আসিতেছিলেন, অন্য একটি পুতুলকে বর সাজাইয়া প্রথম সখী কোলে করিয়া উত্তরার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। অন্যান্য সখীগণ এক-একটি পুতুল কোলে লইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন।

সখীগণ।—

নৃত্যগীত।

ওলো, আজ উত্তরার হবে পুতুলের বিয়ে।
আয় লো সবাই, জল আনতে যাই উলুধ্বনি দিয়ে॥
বর এসেছে ঝাঁক-ঝমকে কত বরযাত্রী সাথে,
আমরা ক'নে-যাত্রী, ল'য়ে পাত্রী যাচ্ছি বিয়ের সভাতে,
আজ বিয়ের বাসর জাগ্‌ব মোরা সারারাত্তির গেয়ে॥
আমাদের সই ওই উত্তরা, কত সোহাগ ভরা,
যেন, আনন্দের ফুল ফুটে আছে, নাইক এমন মেয়ে;
দেখ্‌ মুখের দিকে চেয়ে॥

উত্তরা। [বাহিরের দিকে চাহিয়া] আচ্ছা—এখনও আসা হ'ল না? যুদ্ধেই যেতে থাকা হ'ল? বেশ—আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলি,

তার পর এলে মজা দেখ্‌বে এখন। কৈ, সখি! বরকে বসা না লো! বিয়ের লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে—কখন্ বিয়ে হবে?

১ম সখী। [বরকে আসনে বসাইলেন] দেখ, উত্তরা! আমার বর কেমন কার্ত্তিকের মত দেখাচ্ছে।

উত্তরা। আমার ক'নেও দেখ কেমন লক্ষ্মীটীর মত দেখাচ্ছে। [পুতুলকে চুম্বন করিয়া] ব'স—লক্ষ্মী—পুতুল আমার! এই বরের পাশে ব'স। [বসাইয়া] আজ তোমার বিয়ে হবে, কেমন রাঙা বর এসেছে। কত গয়না দেবে—কত আদর সোহাগ কর্‌বে—তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌বে। [পুনঃ চুম্বন]

১ম সখী। কৈ, উত্তরা! কুমার ত এল না, কে তবে সম্প্রদান কর্‌বে?

উত্তরা। [বাহিরের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ মুখে] না আসে নেই নেই। দরকার নেই তাকে। এত ক'রে ব'লে দিয়েছি যে, আজ তুমি লক্ষ্মণকে নিয়ে শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর চ'লে এসো, তা যদি আসা হ'ল! ওঃ! ভারি ত যুদ্ধ করেন? ভালবেসে কেউ কিছু বলে না—তাই. নৈলে সে তীরের খোঁচা খেলে—

লক্ষ্মণের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া হাস্যমুখে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। [প্রবেশ পথ হইতে] বলি, কৈ গো ক'নের মা! আমরা দুজনে যে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাও?

উত্তরা। [একদৃষ্টিতে দেখিয়া] না—না, কারও আস্‌তে হবে না! কাউকে আমি আস্‌তে নেমন্তন্নও করি নি—এসেও কাজ নেই।

অভি। মেয়ের বিয়েতে এমন একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা?

উত্তরা। বেশ, আমার পুতুলের বিয়ে, আমি যা খুসী তাই ক'র্‌বে! তাতে অপরে কথা কইতে আস্‌বে কেন?

অভি। আমরা যে, "মিতরে জনা" কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নের প্রার্থী। শাস্ত্রে বলেছে যে, "মিষ্টান্নে মিতরে জনা"। বুঝেছ?

উত্তরা। মিষ্টান্ন যে দেয়, তার কাছে গিয়ে খাও গে—এখানে হবে না। নে, সখি! শাঁখ বাজিয়ে দে।

অভি। লক্ষ্মণ! আজ কিন্তু লক্ষণ ভাল বোধ হচ্ছে না। নেমতন্ন ক'রে যে নেমতন্ন ফেরৎ দিতে পারে, সে সব করতে পারে। চল, এখন পালাই। ও যেমন-তেমন ক'নের মা নয়!

লক্ষ্মণ। তা কি হয়? এসে কি ফিরে যেতে আছে?

অভি। না দিলে জোর ক'রে খাবে নাকি?

লক্ষ্মণ। কাজেই। অমন যুদ্ধ ফেলে যখন চ'লে আসা গেছে, তখন কি আর না খেয়ে যাব?

উত্তরা। ওমা! এরা ডাকাত নাকি যে, জোর ক'রে লুটে খাবে?

লক্ষ্মণ। ক্ষিধের কাছে কিছুই নাই। ও বড় গরজ।

উত্তরা। তবে একা তুমি আসবে কিন্তু; আর কেউ যেন আমার বিয়ের সভার ত্রিসীমানায়ও মাড়ায় না, তা কিন্তু ব'লে দিচ্ছি।

অভি। তবে তুমিই পেট ভাওা কর, ভাই! আমি যাই—আবার যুদ্ধ করি গে। আজ পিতা আচার্য্যের সঙ্গে কেমন খাসা যুদ্ধ করছেন—দেখিগে যাই। [মৃদু মৃদু হাসিয়া যাইতেছিলেন]

উত্তরা। [অভিমন্যুর সম্মুখে গিয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া] যে যাবে, সে আমার—

অভি। দোহাই, উত্তরা! দিব্য ক'রে ফেলো না যেন! এই আমি ফিরলাম।

উত্তরা। কেমন মজা! ভারি কিন্তু রাগ করেছিলাম—লগ্ন স'রে যায়, তবুও আসছ না দেখে

অভি। আজ যে আমি আর লক্ষ্মণ দু'জনে যুদ্ধে মেতেছিলাম।

উত্তরা। কার সঙ্গে—কার সঙ্গে ?

অভি। দু'জনে—দু'জনের সঙ্গে !

উত্তরা। মিছে কথা, তা কি কখন হয় ? তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে ভাব !

অভি। আচ্ছা—সত্যি যদি হয়, তা' হ'লে কি বাজি ?

উত্তরা। পাণ্ডবেরা বাজি ধর্‌তে বেশ রাজি, তা জানা আছে।

অভি। আর পাণ্ডবের কুটুম্বেরা যুদ্ধ দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যায়, তাও বেশ জানা আছে।

উত্তরা। দেখ—ভাল হবে না কিন্তু।

অভি। বল্‌তে এস কেন ?

উত্তরা। দেখ্‌ছ, লক্ষ্মণ ! আমার পুতুলের বিয়ের দিনে কেমন ক'রে আমার মন খারাপ ক'রে দিচ্ছে ?

অভি। এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে যাবে নাকি ?

উত্তরা। [চক্ষুতে অঞ্চল দিলেন]

অভি। [উত্তরার চিবুক ধরিয়া] না—না, উত্তরা আমার ! কেঁদো না। লক্ষ্মীটি ! ক'নের বিয়ে দিচ্ছ—কত মিষ্টান্ন দিয়ে আমায় আর লক্ষ্মণকে বেশ ক'রে সাড়ে ষোল আনা রকমে ব'সে ব'সে খাওয়াবে। ক্ষিধেতেও পেট জ্বল্‌ছে। এখন দিলেই বাঁচি।

উত্তরা। [অঞ্চল ফেলিয়া] হাঁ—বিয়ের আগেই অম্‌নি খায় বুঝি ? এমন পেটুক যে, কিছুমাত্র ত্বর্‌ সয় না ?

লক্ষ্মণ। তবে বিয়েটা শীগ্‌গির—শীগ্‌গির সেরে ফেল। এই ত বেশ গো-ধূলি লগ্ন !

অভি। হাঁ উত্তরা ! সেরে নাও। তোমার নেমন্তন্ন রক্ষে কর্‌তেই

লক্ষ্মণ লুকিয়ে চ'লে এসেছে। আবার তোমার নেমন্তন্ন সেরে কৌরব-শিবিরে চ'লে যাবে। জানই ত—লক্ষ্মণের এখানে আস্‌তে মানা আছে। গিয়ে হয় ত আবার কতই বকুনি খাবে।

উত্তরা। তা' হ'লে ত আমি লক্ষ্মণকে আস্‌তে ব'লে অন্যায় করেছি! আমি যে, সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কুমার!

লক্ষ্মণ। না—না, তুমি কিছু দুঃখ ক'রো না। এখন বিয়ে সেরে ফেল।

উত্তরা। সখীরা! এইবার বিয়ের আনন্দ কর্।

সখীগণ।—

নৃত্যগীত।

ফুট্‌ফুটে বর মিল্‌ল কেমন,
টুক্‌টুকে ক'নের সঙ্গেতে।
ক'নের মা ওই পড়্‌ছে চ'লে
ক'নের বাপের অঙ্গেতে॥
আমরা সবাই পুতুল মিলি,
পুতুল-বিয়ের খেলা খেলি,
সেই খেলায় পড়ি ঢলি,
ভেসে তার তরঙ্গেতে॥
যে খেলা এই জগত ভ'রে,
সেই খেলা আজ পুতুল-ঘরে,
কেমন পুতুল হ'য়ে পুতুল ল'য়ে,
পুতুল খেলে রঙ্গেতে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশান।

ধীরে ধীরে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। আমার নিজের হস্তে রচিত জিনিষ! অতি উদ্যমে—অতি উৎসাহে—অদম্য আগ্রহে—জীবনব্যাপী চিন্তা দিয়ে এ দৃশ্য রচনা করেছি। অনন্তকাল দুর্য্যোধনের এই অক্ষয়কীর্ত্তি মহাভারতে উজ্জ্বলতর হ'য়ে থাক্‌বে। ঐ কোটী কোটী বীরের অনন্তশয্যা রচনা ক'রে দিয়েছি, সুখে মহানিদ্রা যাচ্ছে! ঐ কোটী কোটী শররাশি আজ রুধিরের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—কি সুন্দর সৃষ্টি করেছি! ঐ কোটী কোটী বীরের স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা মহা আর্ত্তনাদে তাদের গৃহ সকল মুখরিত ক'রে রেখেছি—কি আনন্দ আজ, দুর্য্যোধন! আজ পার্থ-শরে কৌরবের যে মহা সর্ব্বনাশ হয়েছে, সেও কি আমার রচনা নয়? তাই একবার এই মহানিশায় নিঃশব্দে একাকী মাত্র শিবির ত্যাগ ক'রে এই স্বহস্ত-রোপিত তরুর ফল কত মধুর—কত মিষ্ট হয়, তাই পরীক্ষা করতে এসেছি। শ্মশান-বৈরাগ্য—কৈ, তা ত আস্‌ছে না; বিবেকের ডাক্—কৈ, তাও ত শুন্‌তে পাচ্ছি না; যে পথ ধরেছি, সেই পথেই চলেছি। চলেছি—চল্‌ব—আরও চল্‌ব। থামা যাচ্ছি—আরও যাব, কোন বাধা—কোন বিঘ্ন মান্‌ব না, অদম্য উৎসাহে সব দলিত ক'রে চ'লে যাব। কে বাধা দেবে? পিতা? স্নেহান্ধ তিনি, পারেন নি—পার্‌বেনও না। জননী? তাঁর মাতৃত্বকে দূরে ঠেলে রেখেছি—কাছেই যাই না। বিদুর? গ্রাহ্যই করি না। ভানুমতী? সে আমার মহিষী, আমাকে সে বেশ ক'রেই জানে—বেশ

ক'রে চেনে। অন্তরালে অশ্রুমোচন ভিন্ন তার আর কোন সাধ্য নাই। এত মুক্ত—এত স্বাধীন—এত নির্ব্বাধ দুর্য্যোধনের মত আর একটিও নাই। [কিঞ্চিৎকাল আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পরে] সমস্ত আকাশ আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে, আর যেন কি গম্ভীর চিন্তা কর্‌ছে। সমস্ত অন্ধকার এক সঙ্গে গাঢ় হ'য়ে, আমায় ঘিরে নিয়ে বেশ ক'রে নিঃশব্দে দেখে নিচ্ছে; আর বিরাট্ মহাশ্মশানে, তার রচয়িতা বিধাতার দিকে এক দৃষ্টে বিস্মিত নয়নে চেয়ে আছে। এত বড় আমি—এত উচ্চ আমি—এত ভীষণ আমি যে, কল্পনাও কর্‌তে পার্‌ছি না। কে? [নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিলেন]

নিঃশব্দে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। নিজের কৃতিত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছ, মহারাজ?

দুর্য্যো। নৈশ-ভ্রমণ ব্যাধি যদুপতি কৃষ্ণেরও আছে দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। এমন অরক্ষিত গভীর নিশীথে একা কেন, মহারাজ? অনুতাপের বহ্নি-জ্বালা কি রাজা দুর্য্যোধনকে এত শীঘ্র তাপ দিতে পেরেছে?

দুর্য্যো। অনুতাপের বহ্নি দুর্য্যোধনের প্রতাপকে পরাভব কর্‌তে পারে, এ কি কখন শুনেছ, কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। যাক্, মহারাজ! আমি তোমার কাছেই এসেছি।

দুর্য্যো। পাঁচখানি গ্রামের আশা কি এখনও পাণ্ডবেরা করে নাকি?

কৃষ্ণ। না—অন্য ভিক্ষা।

দুর্য্যো। হে মহা রাজনীতিক কৃষ্ণ! এবার কোন্ অভিনয় দেখাতে এসেছ?

কৃষ্ণ। যে যথার্থ ভিক্ষা কর্‌তে আসে, সে যে কোন অভিনয়ই দেখাতে পারে না। সে যে ভিক্ষুক—দীন, অনুগ্রহ বা দয়ার মিষ্টান্নের উপরই যে তার লোলুপ দৃষ্টি প'ড়ে থাকে।

দুর্যো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ! নিজের বাল্য এবং কৈশোর লীলাকে যে কলঙ্ক দিয়ে মলিন ক'রে রেখেছিলে, সে কথা ছেড়ে দিলেও তোমার এই যৌবলীলাকেও কি মার্জ্জিত ক'রে নিতে পারলে না? এখন তুমি দ্বারকার অধিপতি। এখনও তোমার একটা আত্ম-সম্মান বোধ—একটা পদ-গৌরব-লালসা—একটা প্রতিষ্ঠার বাসনা তোমার মনকে উন্নত করবার দিকে নিয়ে যেতে চায় না? পাণ্ডবের দাসত্ব কি তোমাকে এত নীচ—এত হেয় ক'রে রেখেছে, যার জন্য তুমি তাদের বিপক্ষের কাছে বারংবার ভিক্ষা পাত্র নিয়ে আসতে লজ্জিত হও না?

কৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! গর্ব্বের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে নিম্নে চেয়ে দেখলে, অনেক জিনিষই দেখতে পাওয়া যায় না। এমন কি—এরূপ অন্ধ হয় সে যে, তার সেই আশ্রয়-শিখর যে পদতল হ'তে স'রে চ'লে যাচ্ছে, অচিরাৎ তাকে ভীষণ ভাবে মহাশব্দে পতিত হ'তে হবে, সে দৃষ্টিও তার তখন থাকে না। সে যাই হ'ক্, মহারাজ! আমি আজ ভিক্ষাপ্রার্থী, আমার মুখে আর কিছু শোভা পায় না।

দুর্য্যো। কি ভিক্ষা চাই? যুদ্ধ-সন্ধি?

কৃষ্ণ। হাঁ—তাই।

দুর্য্যো। কেন, পাণ্ডবেরা ত এ পর্য্যন্ত জয়লাভ ক'রেই চ'লে আসছে! পিতামহ ভীষ্মকে পরাজয় করেছে। আজও অর্জ্জুন আচার্য্যের রণে নিজ সাফল্য নিয়ে শিবিরে ফিরেছে। তবে আবার সন্ধির আবেদন কেন?

কৃষ্ণ। দুইদিকেরই মঙ্গলের জন্য—সমস্ত ভারতের কল্যাণের জন্য—সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির হিতের জন্য কৃষ্ণ আজ মহারাজের কাছে ভিক্ষা-প্রার্থী। রক্ত-স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যাক্।

দুর্য্যো। এ প্রার্থনা কি পাণ্ডবের, না স্বয়ং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের?

কৃষ্ণ। এ প্রার্থনা সমস্ত বিশ্বের—এ প্রার্থনা ঈশ্বরের, কৃষ্ণ তার প্রতিনিধি মাত্র।

দুর্য্যো। এত উচ্চ দোহাই না দিলেও তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝ্তে পেরেছি, কৃষ্ণ! তুমি যত বড় রাজনীতিক—যত বড় চতুর ঐন্দ্রজালিক হও না, কিন্তু মনে রেখো—কৃষ্ণ, দুর্য্যোধনকে ছাপিয়ে উঠ্তে পার নাই। শকুনিই পার্লে না—তুমিও না।

কৃষ্ণ। শকুনি পারে নি? খুব পেরেছে। তার উদ্দেশ্য সে পূর্ণ কর্বার বেশ প্রশস্ত পথ ক'রে গিয়েছে।

দুর্য্যো। তুমি কি মনে কর, কৃষ্ণ, শকুনি তার উনশত ভ্রাতা এবং পিতাকে হত্যা কর্বার প্রতিশোধ নিতে আমাকে চাতুর্য্যে চালিত ক'রে এই যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে? তা যদি বুঝে থাক, তা' হ'লে নিতান্তই ভুল ক'রে ফেলেছ।

কৃষ্ণ। যাক্—সে কথার আর সময় নাই, মহারাজ; এখন কৃষ্ণের সবিনয় প্রার্থনা পূর্ণ কর—সন্ধি ভিক্ষা দাও—ভারতের মহা সর্ব্বনাশ নিবারণ করি।

দুর্য্যো। দুর্য্যোধন কখন তার বিবেককে খর্ব্ব ক'রে কাজ করে না।

কৃষ্ণ। বিবেক? পাণ্ডবদের জতুগৃহে হত্যার চেষ্টা—সে কি বিবেক? অক্ষ-ক্রীড়ায় তাদের নির্যাতন করা—সে কি বিবেক? তার পর এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া—এও কি বিবেক?

দুর্য্যো। হাঁ—বিবেক। তবে সাধারণের বিবেক নয়—ক্ষত্রিয়ের বিবেক—কৌরবের বিবেক—ভারতের একছত্র সম্রাট দুর্য্যোধনের বিবেক-ছলে—বলে—কৌশলে শত্রুকে নির্যাতন—শত্রুকে আক্রমণ—শত্রুকে পীড়ন, কোন্ রাজনীতি-শাস্ত্রের নিষিদ্ধ, যদুরাজ? আজন্ম পাণ্ডবেরা জ্ঞাতিত্ব হিসাবে আমার মহাশত্রু। শৈশব হ'তেই বৃকোদর আমার

প্রতিদ্বন্দ্বী। অতি বাল্যকাল হ'তেই পরস্পর পরস্পরের চক্ষে ঈর্ষা এনে দিয়েছে—হিংসা এনে দিয়েছে—বিষ জ্বেলে দিয়েছে, অর্জ্জুন স্পর্দ্ধার চক্ষে দেখেছে।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ ?

দুর্য্যো। তাঁর উপর ত হিংসা কখন করি নি। দ্যূতক্রীড়ার কথা বল্‌বে ? সে ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্যায় নয়। সে দ্যূতক্রীড়ার সূচনা—সেই পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞ হ'তেই দেখা দিয়েছে। আমাকে অপমানিত করা কি পাণ্ডবের সে যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না ? তারই প্রতিশোধ অক্ষক্রীড়া।

কৃষ্ণ। কুলবধূ নির্য্যাতন ?

দুর্য্যো। পণবদ্ধা দ্রৌপদীকে যে তখন আমরাই জয় ক'রে নিয়েছিলাম, দ্রৌপদী যে তখন আমাদের দাসী। সভামধ্যে বস্ত্রহরণের চেষ্টা বল্‌বে ? গর্ব্বিতা দ্রৌপদীর সতীত্ব-গর্ব্ব পরীক্ষার একটা কৌশল মাত্র। তেমন মাহেন্দ্র সুযোগ দ্রৌপদীর ঘটেছিল ব'লেই ত দ্রৌপদী আজ জগতের অদ্বিতীয়া সতী। তাতে ত পাণ্ডবদের উপকার ছাড়া ক্ষতি কিছুই করি নাই। তার পর—পাঁচখানি গ্রাম-ভিক্ষার যে অভিনয় দেখাতে এসেছিলে—তার কথা বল্‌বে ? দুর্য্যোধন শত্রুকে কখন এরূপ কৃপার চক্ষে দেখে না যে, পাঁচখানি গ্রাম দিয়ে একটা দাতা নাম কিনে নেবে। দুর্য্যোধনের দানে এত ক্ষুদ্র স্বার্থ থাকে না। সে করে ত এমন দান কর্‌তে পারে যে, তার সমস্ত সাম্রাজ্য দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। সে সময় পাঁচখানি গ্রাম দিলে জগতে মনে কর্‌ত যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধের ভয়ে পাঁচখানি গ্রাম ছেড়ে দিয়েছে। বলেছি ত, কৃষ্ণ, দুর্য্যোধন নাম চায়—সে নামের জন্য সাম্রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও ইতস্ততঃ করে না।

কৃষ্ণ। হ'তে হয় ত তাই হবে।

দুর্য্যো। ভ্রুক্ষেপও করি না। দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়—বীর, সে কাপুরুষ পাণ্ডব নয়।

কৃষ্ণ। মহাপাপীও এমন কেউ নাই।

দুর্য্যো। হ'লেও সামান্য পাপী সে হ'তে চায় না, সে চায় সেই মহাপাপী হ'তে। কিন্তু পাপী হ'লেও দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কোন পাপাচরণ করে নাই; যা করেছে—ক্ষত্রিয়ের কাজ করেছে—রাজনীতির সম্মান বজায় রেখেছে। জগতে দুর্য্যোধনের মিথ্যা পাপ—মিথ্যা কলঙ্ক তোমরা খুবই রটিয়েছ বটে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি যে, যদি শত্রুকে ছলে—বলে—কৌশলে পরাজয় কর্‌বার চেষ্টাকে অন্যায় বা অধর্ম্ম ব'লে মনে করা যায়, তা' হ'লে দেখ্‌ছি যদুপতি কৃষ্ণও সে অন্যায় বা অধর্ম্ম হ'তে অব্যাহতি লাভ কর্‌তে পারেন নি। গিরিব্রজে জরাসন্ধকে বধ কর্‌বার জন্য সেদিন নিজেকে এবং ভীমার্জ্জুনকে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়ে, সেই নিরস্ত্র জরাসন্ধকে বধ করান হয়েছিল? আবার গত পরশ্বই কুরুক্ষেত্রেই মহাত্মা ভীষ্মকে পরাজয় কর্‌বার জন্য শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে নিরস্ত্রের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করান হয়েছিল, এ সব মন্ত্রণাজাল বিস্তার ক'রেও যদি কৃষ্ণ ধার্ম্মিক—নারায়ণ—ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান নায়ক ব'লে পরিচয় দিতে পারেন, তা' হ'লে দুর্য্যোধনকে অন্যায়কারী—অধর্ম্মকারী বলে কিসে? একই কার্য্য ক'রে একজন হ'লেন ঈশ্বর, আর একজন হ'লেন মহাপাপী? চমৎকার মানুষের বিচার!

কৃষ্ণ। মহারাজ! শুদ্ধ কার্য্য দেখে ফলের বিচার কর্‌লে চলে না—উদ্দেশ্য নিয়ে কথা। একজন দস্যুতে আর একজন যোদ্ধাতে যেরূপ পার্থক্য, একটা হিংস্র-ব্যাঘ্র আর একজন শিকারী ব্যক্তিতে যে পার্থক্য, স্বার্থান্ধ হিংস্র দুর্য্যোধন আর বিশ্ব-হিতব্রতধারী নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কৃষ্ণের অগণ্য রাজন্যবর্গের প্রাণরক্ষার্থ জরাসন্ধ বধ বা ভীষ্মকে ছল কৌশলে

পরাজয় করানর মধ্যে সেইরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যজ্ঞার্থে পশুবলি, আর বৃথা পশুবলিতে অনেক ব্যবধান। তুমি দস্যু—উৎপীড়ক—হিংস্র—উচ্ছেদক। বুঝ্‌লে, মূর্খ দুর্য্যোধন! এ স্বর্গ-নরক ব্যবধান।

দুর্য্যো। [বংশী ধ্বনি করিলেন, সহসা একদল সৈন্য প্রবেশ করিল] বন্দী কর।

কৃষ্ণ। এ ভুল সেদিন ভেঙে যায় নি, অন্ধ?

দুর্য্যো। না—যাও, সৈন্যগণ!

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বন্দী কর্‌লে না, মহারাজ?

দুর্য্যো। সেদিন ভুল করেছিলাম, আজ তার সংশোধন ক'রে নিলাম। কারণ—দূত অবধ্য—ক্ষমার্হ। যাও, দূত! সন্ধি হবে না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সন্ধি হবে না বুঝেছিলাম—ভারতের রক্ত-স্রোত রুদ্ধ হবে না, বুঝেছিলাম—কোন একটা মহাত্যাগ ভিন্ন ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা আমার অসম্ভব, তাও বুঝেছিলাম; তথাপি সেই অসম্ভব সম্ভব করতে ছুটেছিলাম, আজীবন শোণিত-স্রোতের বিরোধী আমি, অথচ সমস্ত জীবন সেই শোণিত-বিন্দুতেই সন্তরণ ক'রে যেতে হ'ল। নারায়ণ! এ নিয়তি তোমার, তাকে অতিক্রম কর্‌বার শক্তি এ কৃষ্ণের নাই। তুমি যন্ত্রী, আমি সে যন্ত্রের পরিচালক। তোমার কর্ম্ম, আমি তার তোমার সম্পাদক। তোমার ইচ্ছা, আমি পূর্ণ ক'রে দেবো। [উদ্দেশে] ভদ্রা! আজীবন আমার সহায় তুমি, ভগিনি! আত্মত্যাগিনী ভগিনী আমার! এবার এই মহা আত্মত্যাগের ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাচ্ছি। দেখো—যেন বঞ্চিত ক'রো না। [অদূরে ঘণ্টাধ্বনি হইল] ঐ দ্বিপ্রহর রজনীর সঙ্কেত ধ্বনি! যাই।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ।

সকলে ।—

গান।

গভীর রাত্রি নাহিক যাত্রী,
নীরব ভৈরব এ মহাশ্মশান।
বাজিছে ভৈরবে রহিয়া—রহিয়া
মাঝে মাঝে ওই প্রলয়-বিষাণ॥
ছুটিছে দামিনী চমকি বিশ্ব,
ধরিছে কুরুক্ষেত্র ভীষণ দৃশ্য,
গভীর আঁধারে শ্মশান মাঝারে,
জ্বলিছে চিতা কভু হইছে নির্ব্বাণ॥
স্তব্ধ বায়ু-গতি নিস্তব্ধ প্রকৃতি,
কভু বা নাচিছে কবন্ধ মূরতি,
মহাকালের খেলা, মহাকালের লীলা
চলিছে নিয়ত, নাহি অবসান॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

[সুভদ্রা ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ পরে অর্জ্জুনের প্রবেশ ও সুভদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

অর্জ্জুন। একটি তুলসী তরু—পবিত্র—শান্ত—উদাসীন। গৃহ-আঙ্গিনাখানি তার সমস্ত পূত সৌন্দর্য্য দিয়ে ঘিরে ব'সে আছে। তার সমস্ত স্নিগ্ধ পত্রাবলী নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য ধ্যান-মগ্ন হ'য়ে উপবিষ্ট! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভক্তির ন্যায়—মূর্ত্তিমতী শান্তির ন্যায় ভদ্রা এই পাণ্ডব-শিবির উজ্জ্বল ভাস্বর ক'রে তুলেছে। যেন তপোবনের একটি শান্তিময়ী উপাসনা এসে এই পাণ্ডব-শিবির পবিত্র ক'রে রেখেছে। কিম্বা স্বর্গের একটি মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা নেমে এসে পাণ্ডব-শিবির উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে। কি সুন্দর—পবিত্র—স্বচ্ছ—অচঞ্চল ভদ্রার প্রফুল্ল মুখখানি! যেন ঈষৎ-বিকশিত স্থলপদ্ম একটি ঢল ঢল কর্‌ছে। কুটিল চিন্তার মালিন্য নাই—সংসার-চিন্তার কালিমা নাই। দুটি নেত্র হ'তে ভক্তির দুটি মন্দাকিনী ধারা ধীরে ধীরে পতিত হ'য়ে বক্ষ প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে—কি মধুর দৃশ্য! কি প্রীতির মন্দাকিনী—তৃপ্তির নির্ঝরিণী—শান্তির প্রস্রবিণী! দেখ্‌লে সব অবসাদ—সুখ দুঃখ—সব ক্ষোভ যেন কোথায় চ'লে যায়! এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে সংসার ভুলে যেতে হয়—সংশয় দূর হ'য়ে যায়—শ্রীকৃষ্ণের গীতা মনে প'ড়ে যায় "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। এত দয়া তোমার, এত কৃপা তোমার, তথাপি তোমাকে বুঝ্‌লাম না—তোমাকে চিন্‌লাম না।

সুভদ্রা। [ধ্যান ভঙ্গে] হরে মুরারে—হরে মুরারে! [সহসা অর্জ্জুনকে দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া পদরজঃ মস্তক ও রসনায় আস্বাদ করিলেন] এসেছ? এস—বৎস।

অর্জ্জুন। বড় ব্যথা নিয়ে এসেছিলাম—বড় বেদনা নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমার মধুর ধ্যানমগ্ন ভাব দেখে, আমার অর্দ্ধেক ব্যথা অর্দ্ধেক বেদনা দূর হয়েছে।

সুভদ্রা। কিসের ব্যথা—কিসের বেদনা, নাথ?

অর্জ্জুন। তাই বলতে আর একটু জুড়াতে তোমার কাছে এসেছি, ভদ্রা! তুমি আমায় জুড়াও—তুমি আমাকে শান্তি এনে দাও—তুমি আমায় রক্ষা কর।

সুভদ্রা। অমন মহাসিন্ধুর নীলাম্বু ছেড়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর কূলে এসে কি জুড়াতে পারবে, নাথ?

অর্জ্জুন। সে সিন্ধুর অগাধ সলিলে প্রবেশ করতে পারলাম না, ভদ্রা! আমি সে শক্তিতে বঞ্চিত—আমি বড় হতভাগ্য, ভদ্রা!

সুভদ্রা। সে যে দয়ার সাগর, নাথ! সে যে কৃপার অনন্ত সিন্ধু, পার্থ! তোমাকেও ত তিনি কৃপা বিতরণে বঞ্চিত করেন নি, নাথ! তাঁর সমস্ত সঞ্চিত দেববাঞ্ছিত অমৃতসিঞ্চিত গীতামৃতও তোমাকে অজস্রধারায় পান করিয়েছেন, প্রিয়তম! সংসার থেকে এক তোমাকেই যে তিনি তাঁর উপযুক্ত পাত্র ব'লে চয়ন ক'রে নিয়েছেন, নাথ!

অর্জ্জুন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি—মন্দভাগ্য আমি, সে অমৃত আস্বাদ লাভ করতে পারলাম না, আমার বিকার নাশ হ'ল না, আমার চিত্তস্থির হ'ল না। জ্ঞাতি নাশের আশঙ্কা আমাকে দিন দিন ম্রিয়মাণ—নিস্তেজ—অলস ক'রে তুলছে। ভদ্রা আমি কৃষ্ণকে বুঝতে পারলাম না—আমি নারায়ণকে চিনতে পারলাম না, আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি—

আমি আমার সব হারিয়ে ফেলেছি। ভদ্রা! ভদ্রা! আমি অসহায়—নিঃস্ব, আমি কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত। আর আমার কিছু নাই ভদ্রা, কিছু নাই!

সুভদ্রা। তোমার সব আছে—নাথ, সব আছে। কিছুই হারাও নাই—কিছুই যায় নাই। তাঁর কৃপা একবার যে সম্বল করতে পেরেছে, তাঁর দয়া একবার যে লাভ করতে পেরেছে, তাঁর কিছুই যায় না—সে কিছুই হারায় না, পার্থ! এ কৃষ্ণেরই বাক্য।

অর্জ্জুন। সেই কৃষ্ণ-বাক্যেই আমি বিশ্বাস হারিয়েছি। জ্ঞাতিবধে হাত ওঠে না। রণক্ষেত্রে যখন গাণ্ডীবে শর যোজনা ক'রে লক্ষ্যের দিকে চেয়ে দাঁড়াই, তখন আমার সমস্ত হৃদয় যেন ভেঙে যায়। সেই ভগ্ন হৃদয় হ'তে একটা হাহাকার উঠতে থাকে। সমস্ত স্নেহ—সমস্ত মমতা গ'লে দ্রব হ'য়ে সেই স্রোতধারা অশ্রু হ'য়ে চক্ষু হ'তে ঝরতে থাকে। তখন ভদ্রা, সব ভুলে যাই শত্রুভাব থাকে না—ক্ষত্রিয়ত্ব থাকে না—বীরত্ব দূর হ'য়ে যায়—মন শিথিল, হস্তে ধনুঃশর তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে। তখন মনে হয়, ভদ্রা, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহময় হৃদয়ের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছি। তখন আর পারি না—অবসন্ন হ'য়ে রথে বসি। কৃষ্ণের বিষণ্ণ মুখের দিকে ভয়ে তাকাতে পারি না।

সুভদ্রা। গীতা ত তোমাকে শত্রু ভেবে কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেয় নি, নাথ! গীতা ত সংসারে কাকেও শত্রু ভাবতে শেখায় না, পার্থ! গীতা শেখায়—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করতে, নির্লিপ্ত মনে—নিষ্কাম প্রাণে কর্ম্মফল সমস্ত গোবিন্দের চরণে সমর্পণ ক'রে হিংসাশূন্য হ'য়ে রণে প্রবৃত্ত হ'তে। গীতা শেখায়—মানুষ নিজে কিছু করে না, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হ'য়ে যায়। মানুষ কেবল তার নিমিত্ত মাত্র! গীতা শেখায়—কেউ কাউকে হত করতে পারে না, বা কেউই কখন হত

হয় না। কারণ—আত্মা অবিনশ্বর, তার জন্ম জরা, মৃত্যু কিছুই থাকে না। গীতার এ কথা বুঝ্‌লে—গীতার এই মর্ম্ম জান্‌লে—গীতার এই সনাতন ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর্‌লে, যুদ্ধ কর্‌তেও আর কোন দ্বিধা—কোন সংশয়—কোন অবসাদই আস্‌তে পারে না, নাথ! তুমিই যে, কৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়। তোমাকে নির্ভর ক'রেই যে, কৃষ্ণ এই ভারতব্যাপী প্রবল ঝঞ্ঝার উপশান্তি কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছেন। তোমাকে সহায় ক'রেই যে, পার্থ! কৃষ্ণ এই ভারতময় অধর্ম্ম-বিপ্লবের মহাসিন্ধুতে ঝাঁপ দিয়েছেন, নাথ!

অর্জ্জুন। তবে এমন হচ্ছে কেন? তবে পার্‌ছি না কেন, ভদ্রা? তবে কৃষ্ণের এই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায় হ'তে পার্‌ছি না কেন, ভদ্রা? তুমি যা বুঝেছ—তুমি গীতা-মর্ম্মকে যেরূপ হৃদয়ঙ্গম ক'রে সেই ভক্তির তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ, আমি ত তা পার্‌ছি না, প্রিয়ে! অর্জ্জুন কি আজ জগতে এত হেয়—এত অপদার্থ হ'য়ে উঠ্‌ল, ভদ্রা? কর্ত্তব্য হারালে তার আর থাকে কি, ভদ্রা?

সুভদ্রা। কৃষ্ণ-পদে মন দাও—কৃষ্ণবাক্যে বিশ্বাস রাখ, কৃষ্ণকে সমস্ত দেহ মন—সমস্ত প্রাণ দিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, নিজেকে তাঁর যন্ত্র-পুত্তলি ক'রে রাখ, তা' হ'লে আর কিছু কর্‌তে হবে না—কিছুই ভাব্‌তে হবে না—কিছুই বুঝ্‌তে হবে না। সেই মহাসিন্ধুর প্রবাহে আপনাকে ভাসিয়ে দাও, কোন দিকে চেয়ো না—কোন দিকে দেখো না। সেই প্রবাহ ধারা যেদিকে নিয়ে যায়—যে কূলে নিয়ে উত্তীর্ণ করায়, তাই কর। সব ভুল ভেঙে যাবে—সব কর্ত্তব্য এসে আবার অর্জ্জুনকে জড়িয়ে ধর্‌বে—সব ক্ষত্রিয়ত্ব এসে আবার পার্থকে উত্তেজিত ক'রে তুল্‌বে।

অর্জ্জুন। ভদ্রা! তুমি দেবী। কৃষ্ণের ভগিনী—মহাদেবী তুমি। তোমার এই দিব্যজ্যোতিতে আমার মনের অন্ধকার যেন দূর হ'য়ে যাচ্ছে

—সংশয়ের বোঝা যেন লঘু হ'য়ে আস্ছে। তোমার অহৈতুকী ভক্তির প্লাবন এসে যেন আমাকে সবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি প্রভাতের স্নিগ্ধ রশ্মি—তুমি চন্দ্রের শীতল কৌমুদী। আমার সমস্ত তমোরাশি যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। যাই—এই ভাব থাক্‌তে থাক্‌তে—এই সঞ্জীবন-সুধার পরশ মুছে যেতে-না-যেতে—কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ-তলে সব লুটিয়ে দিই গে; নতুবা বিলম্বে আমাকে বিশ্বাস নাই। আবার সব আলোক নির্ব্বাণ হ'য়ে যেতে পারে। তবে আসি, ভদ্রা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন অর্জ্জুন কৃষ্ণের পায়ে নিজেকে বিকাতে পারে [যাইতে উদ্যত হইলেন]

সহসা হাস্যমুখী উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। [অর্জ্জুনের বক্ষে পড়িয়া কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন] বাবা! বাবা! তোমাকে আমি সারা শিবির তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এসেছি, কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। কেন, বাবা! এ ক'দিন দেখ্‌তে পাই নি তোমায়? ক'দিন এমনি ক'রে যে তোমার বুকে পড়্‌তে পাই নি, বাবা! কি হয়েছে বাবা, তোমার? মুখখানি মলিন দেখাচ্ছে কেন? বুঝি উত্তরাকে তুমি ভালবাস না, বাবা?

অর্জ্জুন। আমার হৃদয়-উদ্যানের স্নেহের পারিজাত যে, তুই মা! আমার হৃদয়-মন্দিরে একখানি স্নেহময়ী প্রতিমা যে, তুই মা! পাণ্ডবের আঁধার গৃহের একটী স্নিগ্ধ দীপ্তি যে, তুই উত্তরা! তোকে ভালবাস্‌ব না ত আর কাকে ভালবাস্‌ব, মা আমার? ভদ্রা! দেখ—দেখ নয়ন জুড়াও। এমন কি কখন দেখেছ? এমন আনন্দের ধারা—এমন ত্রিদিবের সুষমা রাশি—এমন হাস্যময়ী, মধুময়ী, ফুল্লময়ী বাসন্তী জ্যোৎস্নাকে কি আর কখন দেখেছ, ভদ্রা? অভিমন্যুর মত পুত্র যাদের

—উত্তরার মত বধূ যাদের, তাদের আর কিসের অভাব থাকে, ভদ্রা ?

[সুভদ্রা এক দৃষ্টে চাহিলেন]

উত্তরা। [বক্ষ হইতে নামিয়া] তোমাকে যেতে হবে যে, বাবা!

অর্জ্জুন। কোথায়, মা ?

উত্তরা। বেশ! তা বুঝি জান না ? তা বুঝি শোন নি ? কুমার বুঝি তবে দুষ্টুমি ক'রে নেমন্তন্ন করে নি ? আচ্ছা লোক ত! গিয়ে মজা দেখাব এখন।

অর্জ্জুন। কিসের নেমন্তন্ন, মা উত্তরে ?

উত্তরা। আমার খুকির সঙ্গে যে আজ মুরলা সখীর খোকার বিয়ে হয়েছে। খাসা বর হয়েছে বাবা, দিব্বি টুক্‌টুকে বর হয়েছে!

সুভদ্রা। [সহাস্যমুখে] বর হ'ল সেই—তুমি যে পুতুলখানা এনে দিয়েছিলে, আর পাত্রী হ'ল—যেখানি উত্তরা বিরাট-গৃহ হ'তে এনেছিল। সে বিয়ের ঘটা কত!

উত্তরা। না বাবা, তেমন ঘটা কিছু কর্‌তে পারি নি। কুমার বল্‌লে, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাক্, তার পর এ বিয়ের উৎসব খুব জাঁকিয়ে করা যাবে। কেমন—সেই ভাল নয়, বাবা ?

অর্জ্জুন। আমায় ত নেমন্তন্ন কর নি, উত্তরা!

উত্তরা। সে কুমার করে নি, তার আমি জানি কি ? মামা এসে নেমন্তন্ন রক্ষে ক'রে গেছেন, কুমারের সঙ্গে ওদের শিবির থেকে লক্ষ্মণ এসেছিল। আমাকে কত দেখ্‌তে হয়েছে!

অর্জ্জুন। তা' হ'লে কেবল বাকী থাক্‌লাম আমি ?

উত্তরা। এঃ! বাকী থাক্‌বে বৈকি ? আমি যে নিতে এসেছি—হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাব। তুমি যাবে—খুকীকে আমার আশীর্ব্বাদ কর্‌বে—কত কি ?

অর্জ্জুন। ভদ্রা! উত্তরা যে আমাদের বেশ ছোটখাট একটি সংসার পাতিয়ে বসেছে। ক'নের মা'র গাম্ভীর্য্যটুকুও কেমন এনে ফেলেছে। যেন কত বড় একজন পাকা গৃহিণী; কিন্তু হায়, ভদ্রা! এ আনন্দ পাণ্ডবেরা আর কি কখন প্রাণভ'রে উপভোগ করতে পারবে?

সুভদ্রা। কৃষ্ণ, পাণ্ডবদের কখনই নিরানন্দে রাখবেন না।

অর্জ্জুন। যদি তোমার মত বিশ্বাস সম্বল করতে পারতাম, ভদ্রা!

উত্তরা। এস, বাবা! [হস্ত ধরিলেন] আমার পুতুলের বিয়ের নেমন্তন্ন খাবে। রাত্তির অনেক হ'য়ে গেছে—বর-ক'নে ঘুমে ঢ'লে পড়ছে। আর দেরি ক'রো না—এস, বাবা! [অর্জ্জুনের হস্ত ধরিয়া যাইতে যাইতে]

গান।

পেতেছি নূতন কেমন পুতুলের ঘর, পুতুল খেলা।
কত পুতুল হাসে, পুতুল নাচে, কেমন সে আনন্দের মেলা॥
থাকি পুতুলের ঘর-সংসার নিয়ে,
পুতুল সনে পুতুলের আজ দিয়েছি বিয়ে,
(সে যে আমার খেলার সংসার)
(এমন বিষে ভরা সংসার সে নয়)
(সেথা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নাই ত)
সে যে, সংসার-মরুর মাঝে বইছে মধুর লহরী-লীলা॥

[অর্জ্জুনকে লইয়া প্রস্থান।

সুভদ্রা। নারায়ণ! পার্থকে শান্তি দাও—আর কিছুই চাই না।

চিত্রপট হস্তে ধীরে ধীরে বিষণ্নমুখে কৃষ্ণের প্রবেশ।

[দেখিয়া] একি দাদা, এমন বিষণ্ণ কেন? চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? তোমাকে ত আর কখন এমন ম্রিয়মাণ হ'তে দেখি নি, দাদা?

কৃষ্ণ। ভদ্রা! ভগিনি! জীবনের সে মহৎ আশা বুঝি ছাড়তে হ'ল! এখন বুঝ্‌ছি—সব ভুল ক'রে ফেলেছি। এখন ভাব্‌ছি যে, এমন মহান্ ব্রত—এমন বিরাট্ যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বার দুরাশা বৃন্দাবনের একজন ক্ষুদ্র গোপশিশুর চঞ্চল মস্তিষ্কে কেন স্থান পেয়েছিল? ভদ্রা, যে জন্য তোমার বিনিময়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলাম, যে অঙ্কুর একদিন রৈবতকে তোমায় দিয়ে বপন করেছিলাম, সে অঙ্কুর আর তরুরূপে পরিণত হবে না! বুঝি সব আশা ভেঙে গেল—সব ভরসা চূর্ণ হ'য়ে গেল, ভারতে আমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হ'ল না—জগতে আমার গীতা-মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হ'ল না!

সুভদ্রা। কৃষ্ণ! আমি তোমার ভগিনী হ'য়েও তোমাকে ত কোন দিনই চিন্‌তে পার্‌লাম না। তোমার আশাভঙ্গ—তোমার চোখে জল! কোন্ ছল ক'রে ভদ্রাকে কি শোনাতে এসেছ, দাদা! অর্জ্জুনের অবসাদ দূর কর্‌তে তুমি পার না, এ কথা কি ভদ্রা কখন বিশ্বাস করে, কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। পার্‌লাম কৈ, ভদ্রা?

সুভদ্রা। ইচ্ছা কর না ব'লে।

কৃষ্ণ। না, ভদ্রা! অর্জ্জুন বীর অথচ কোমল-হৃদয়! অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় অথচ স্নেহপ্রবণ! আমি শত চেষ্টা ক'রেও অর্জ্জুনকে উত্তেজিত কর্‌তে পারি নাই। অর্জ্জুনকে প্রস্তুত কর্‌তে না পার্‌লে ত আমার সে বিরাট্ অট্টালিকা রচনা কর্‌তে পার্‌ব না। এ কয়দিন ভীষ্ম কি সর্ব্বনাশ ক'রে গেছেন—শুনেছ? আবার আজ দুইদিন আচার্য্য পুনঃ সেই রক্তস্রোত বর্দ্ধিত কর্‌তে আরম্ভ করেছেন। পার্থ গুরু-অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ কিছুতেই কর্‌বে না। কেবল আত্ম-রক্ষা ক'রে যুদ্ধের অভিনয় দেখাচ্ছে মাত্র। যে রক্তস্রোত লাঘবের জন্য এত আয়োজন, তারই যখন বৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল, তখন আর আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ল কৈ, ভদ্রা?

সুভদ্রা। অর্জ্জুনকে উত্তেজিত কর্‌বার আর কোন মন্ত্রই কি তোমার জানা নাই, কৃষ্ণ? [কৃষ্ণ চুপ্ করিয়া রহিলেন দেখিয়া] উত্তর দিচ্ছ না যে, কৃষ্ণ? কি যেন বল্‌বে অথচ বল্‌তে পার্‌ছ না। কেন, দাদা! তোমার ভদ্রার কাছে মনের ব্যথা জানাতে পার্‌ছ না? ভদ্রা ত তোমার কাছেই সব শিক্ষা করেছে। তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভদ্রা যে প্রাণ দিতে পারে তা কি তুমি জান না, দাদা?

কৃষ্ণ। তা জানি, ভদ্রা! কিন্তু—

জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গান।

এবার উঠ্‌বে বিষম ঝড়।
তাতে কত লতা ছিঁড়ে যাবে—
কত গাছ করবে মড়্ মড়্॥
সাধের বাগানে একটি ফোটা ফুল,
স্নেহের বাতাসে, শীতল পরশে
দুল্‌ছে দোদুল দুল্;
ওই মহাঝড়ে ঝ'রে পড়্‌বে,
তখন কর্‌বি রে সব ধড়্‌ফড়্॥

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। কাদের সাধের বাগনের একটি ফোটা ফুল ঝ'রে পড়্‌বে, দাদা? [কৃষ্ণ নীরব রহিলেন] তথাপি নীরব রইলে, দাদা! ভয় কর্‌ছ? ভদ্রাকে চেন না? একই শোণিত তোমার আমার হৃদয়ে! একই বাসনা অতি খরস্রোতে তোমার আমার প্রাণের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। এমন কোন্ ঝড় আস্‌তে পারে, দাদা! যাতে তুমি আমি ভেঙে পড়্‌তে পারি? এমন কোন্ মহাবজ্র পড়্‌তে পারে দাদা, যাতে তুমি আমি চূর্ণ

হ'য়ে যেতে পারি ? দাদা ! তোমারই গীতা—তোমারই কথা—তোমারই ভাষা যে ভদ্রা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে নিয়েছে। এ গীতা প্রচারের বহু পূর্ব্ব হ'তে যে, তুমি আমাকে সেই অমৃত পান করিয়ে রেখেছ ; তবে বল্‌তে সাহস পাচ্ছ না কেন, দাদা ?

কৃষ্ণ। একটা মহাসঙ্ঘাতে অর্জ্জুন-হৃদয় আহত না হ'লে—একটা মহাশোকের বজ্রে পার্থ-হৃদয় ভাঙ্‌তে না পার্‌লে আর কিছুতেই অর্জ্জুনকে উত্তেজিত কর্‌তে পারা যাবে না, ভদ্রা ! সিংহ বড় নিদ্রিত। এ বড় একটা আঘাত ভিন্ন সে জাগ্রত হবে না, ভগিনি ! আমি দিব্যচক্ষে দেখেছি, ভদ্রা ! আমার তোমার আর অর্জ্জুনের একটা বড় ত্যাগ ভিন্ন এ ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কোন রূপেই সম্ভব হবে না, ভগিনি ! পার্‌বে, ভদ্রা ?

সুভদ্রা। পার্‌ব, দাদা !

কৃষ্ণ। সে যে বড় ত্যাগ, ভদ্রা ?

সুভদ্রা। তোমার ভগিনী যে, সে একটা ছোট-খাট ত্যাগ কর্‌তে কেন যাবে, দাদা ?

কৃষ্ণ। এ তেজ—এ শক্তি—এ গর্ব্ব, জানি আমার ভদ্রারই আছে।

সুভদ্রা। আমি যেন কিছু কিছু তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ছি, দাদা !

কৃষ্ণ। এই সম্পূর্ণ ই বোঝ। সাবধান ভদ্রা ! [সহসা চিত্রপট বিস্তৃত করিয়া সুভদ্রার সম্মুখে ধরিলেন। ভদ্রা দেখিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাহাতে অভিমন্যুর ছিন্নকণ্ঠ দেহ চিত্রিত ছিল—দূরে থাকিয়া দ্রৌপদী তাহা দেখিতেছিলেন] সহ্য কর্‌তে পার্‌বে, ভদ্রা ?

সুভদ্রা। [স্থির হইয়া] তোমার মহাশিক্ষা ব্যর্থ হবে না, দাদা !

কৃষ্ণ। যাই আমি।

[চিত্রপট লইয়া প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। [অপলক বিস্ময়ে ভদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল পরে] কত উচ্চে উঠেছিস্ তুই, ভদ্রা? কত বড় আত্মত্যাগের উচ্চ-শিখরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস্ তুই, ভদ্রা? কি গীতা-তত্ত্ব তোর অন্তঃকরণে ফুটিয়ে তুলে'ছস্, ভগিনী? তুই কি মানুষ না দেবী? তুই ভদ্রা, না তুইই কৃষ্ণ—না তুইই গীতা?

সুভদ্রা। না দিদি, আমি কিছুই নয়। কৃষ্ণ সব, তাঁর ইচ্ছা। আমরা তাঁর পুতুল।

দ্রৌপদী। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছি, ভদ্রা! আমি দূর হ'তে সে চিত্র দেখ্‌তে পেয়েছি। সে মর্ম্মঘাতী দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছি। কখন মনে হচ্ছে—তুই রাক্ষসী—তুই দানবী—তুই কঠোর নিয়তি; নতুবা মানবী হ'লে পার্‌তিস না, চূর্ণ হ'য়ে যেতিস্। মা হ'লে পার্‌তিস্ না—বিদীর্ণ হ'য়ে যেতিস্। পার্থ-পত্নী হ'য়ে পার্‌তিস না—মূর্চ্ছা যেতিস্। কি অসাধারণ তুই, ভদ্রা! কি অমানুষিক শক্তি তোর হৃদয়ে, ভদ্রা!

সুভদ্রা। কেন বাড়াচ্ছ, দিদি? ভারতের যুগব্যাপী হাহাকারের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর এই ক্ষুদ্র ত্যাগ! জগতের এই ঘোর বিপ্লব-ঝঞ্ঝার কাছে অতি সামান্য এই আত্ম-বিসর্জ্জন! ভগবান্ কৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাছে অতি তুচ্ছ এই আত্মবলি! পাণ্ডবের এই ধর্ম্মরাজ্য লাভের কাছে অতি ক্ষীণ এই আত্মদান! কে মাতা? কে পুত্র? কে পিতা? কে পতি? কদিনের জন্য? কতক্ষণের জন্য? কোথায় চ'লে যাবে এ সব, দিদি? কোন্ স্রোতে ভেসে যাবে—এ সব সম্বন্ধের সূত্র? কেউ ত কিছুই কর্‌ছে না, দিদি! নির্লিপ্ত নারায়ণ—নিষ্কাম তিনি—স্বতন্ত্র তিনি। তাঁর নিয়তি-চক্রই আমাদিগে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ জীব সেই নিয়তি-চক্রে নিষ্পেষিত হ'য়ে—নিজ নিজ কর্ম্মসূত্র ধ'রে এই

মহাশূন্যে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে—আবার শোক দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হচ্ছে। কে বাধা দেবে, দিদি? ঐ চন্দ্র—ঐ নক্ষত্র—ঐ গ্রহ ডুব্ছে—উঠ্ছে—নিব্ছে। এ ঘোর নিয়তি-চক্র! সে নিয়তি কার? নারায়ণের। দিদি! তিনি নির্লিপ্ত—অর্জ্জুন তাঁর চক্র—দ্বৈপায়ন তাঁর শঙ্খ। সে মহাশঙ্খে যে মহানাদ উঠেছিল, তারই প্রতিধ্বনি কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী দিয়ে জগৎকে শোনাচ্ছেন। সে বাঁশী—ঐ গীতা। সে মধুর মোহন মুরলী—ঐ ভাগবৎ গীতা। দিদি! সে বাঁশীতে যে বিশ্ব-সঙ্গীত বেজে উঠেছে, সে বাঁশীতে যে মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে, তাতে কি শুন্ছ? কি বুঝ্ছ?

দ্রৌপদী। কি বুঝ্ছি, ভদ্রা?

সুভদ্রা। বুঝ্ছ যে, ভারত অধর্ম্মের ঘোর প্লাবনে প্লাবিতা। ক্ষত্রিয়কুল হিংস্র শার্দ্দূলের মত লেলিহান রসনা বে'র ক'রে নর-শোণিত পানের জন্য ছুটাছুটি কর্ছে; ক্ষত্রিয় তার কর্ম্ম ভুলে গেছে—মানুষ তার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে। কেবল একটা জীঘাংসা—একটা ঈর্ষা—একটা বিজীগিষা কল্পান্তের মহা ধূমকেতুর মত—যুগান্তের তীব্র জ্বালার মত পৃথিবীকে ধ্বংস কর্বার জন্য জ্ব'লে উঠেছে। এই প্রলয়-অনল নির্ব্বাণ কর্তে কৃষ্ণ, নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ। এই মহাপ্রলয় শান্ত কর্বার জন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথি। এই ঝঞ্ঝাঝঞ্ঝা উপশমিত কর্বার প্রধান মন্ত্র পঞ্চ-পাণ্ডব। সেই নির্লিপ্ত নারায়ণকে হৃৎপদ্মে স্থির রেখে কৃষ্ণও নির্লিপ্ত হ'য়ে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ঐ শোন অনন্ত আকাশ হ'তে কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠেছে। ও কি সঙ্গীত শুন্ছ? কর্ম্ম-সঙ্গীত। ঐ বাঁশীর স্বরে ডেকে বল্ছেন কৃষ্ণ—মানুষ! ওরে অলস পঙ্গু! ওরে দুর্ব্বল! ওরে ভীরু! ওরে অন্ধ! ঐ চেয়ে দেখ্—সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র! ঐ কর্ম্মক্ষেত্র কুরু-ক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র মহাতীর্থ ক'রে তোল্। নিজ নিজ আত্মবিসর্জ্জন দে—নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দে, নতুবা নিস্তার নাই—নতুবা পরিত্রাণ নাই।

জ্ঞানের পুনঃ প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গান।

ওরে মানুষ কর্ম্ম-কর্—কর্ম্ম কর্।

ওই দেখ্ না চেয়ে ওরে অন্ধ!

তোর কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিসর—কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিসর।

কর্ম্ম কর্‌তে এসেছিস্ রে, কর্ম্ম ক'রে যা,

গীতা-ধর্ম্মের মর্ম্ম পানে চক্ষু মেলে চা,

স্বার্থের নেশা ছুটিয়ে দিয়ে—

ওরে তোর নিষ্কাম কর্ম্ম ধর্—নিষ্কাম কর্ম্ম ধর্॥

মানুষ হ'তে চাস্ যদি রে, তবে আত্মবলি দে,

পশুত্ব ছাড়িয়ে মানুষ মনুষ্যত্ব নে,

ওই যে কর্ম্ম-সিন্ধু ধর্ম্ম-সিন্ধু

একবার ঝাঁপ্ দিয়ে তায় পড়্—ঝাঁপ্ দিয়ে তায় পড়্॥

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। ঐ দৈব-মুখোচ্চারিত সঙ্গীত আমারই বাক্যের প্রতিধ্বনি করছে, দিদি! সংসারে কর্ম্ম ক'রে যেতে হবে, সেই কর্ম্মের সঙ্গে ত্যাগ চাই। বিশ্বহিতের জন্য যে কর্ম্ম করবে—জগৎ রক্ষার জন্য যে কর্ম্ম করবে, তাতে ত্যাগ চাই। আমাদের কোন একটা মহা আত্মত্যাগ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বহিত যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে না। সেই পূর্ণাহুতি চাইবার জন্যই কৃষ্ণ এসেছিলেন। যদি দিতে পারি, তা' হ'লে ভাব ত, দিদি! আশীর্ব্বাদ কর তা যেন পারি। সে দুর্দ্দিনের দিনে যেন অবসন্ন হ'য়ে না পড়ি—দুর্ব্বল হ'য়ে না যাই। তখন যেন গাইতে পারি—"জয় হরে মুরারে—হরে মুরারে—মধুকৈটভারে।" তখন যেন বল্‌তে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

দ্রৌপদী। আর কেউ না পারে যদি, কিন্তু তুই পারবি, ভদ্রা! তুই

দেবী—তুই মহাদেবী—তুই কৃষ্ণ—তুই-ই গীতা। যা আজ তোর মুখে শুন্‌লাম—যে অমৃত আজ প্রাণভ'রে পান কর্‌লাম, তাতে ভদ্রা, আজ আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। সব মর্যাদা, সব গরিমা আজ ধূলিকণার মত কোথায় উড়ে গেল। যে কৌরবদের গ্লানি অন্তরে দিবানিশি হু হু ক'রে জ্বল্‌ছিল, যে গ্লানি দূর কর্‌বার জন্য পাণ্ডবদের দিয়ে এই নরমেধ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, যার জন্য পার্থকে তিরস্কার করতে কুণ্ঠিতা হই নি, ভদ্রা! ভগিনি! আমার সে গ্লানি—সে নির্যাতন-বহ্নি আজ তোর মুখের গীতামৃত সিঞ্চনে একেবারেই নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেছে। এতদিন মনে ক'রে এসেছিলাম—এ কুরুক্ষেত্র আমারই জন্য জ্ব'লে উঠেছে। ভেবেছিলাম—এই পাঞ্চালীর অশ্রুমোচনের জন্যই আজ কৃষ্ণা-সখা কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথি হ'য়ে বসেছেন। এই গর্ব্বে এই অহঙ্কারে এতদিন বড় দর্প ক'রে বেড়িয়েছি। কিন্তু ভদ্রা! কিন্তু দেবি! কিন্তু মহীয়সি! আজ তোর নিকট হ'তে যে জ্ঞান লাভ করেছি—যে দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি, তাতে ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি—তাতে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি—এই মহাকুরুক্ষেত্র সামান্য পাণ্ডব-কৌরবের জন্য নয়; এ বিরাট্ যজ্ঞ যে,সমস্ত বিশ্বহিতের জন্য—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণের জন্য। সেই বিরাট্ যজ্ঞে তুই যে মহাত্যাগের আহুতি দেবার জন্য যেমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিস্—যে আত্ম-বিসর্জ্জন দেবার জন্য তুই যেমন প্রস্তুত হয়েছিস্, আমাকেও তেমনি ক'রে গ'ড়ে নে, ভগিনি, আমাকেও তেমনি ক'রে তৈরি ক'রে নে, দেবি; আমিও সেই যজ্ঞে—সেই মহাযজ্ঞে যেন আমার পাঁচটি হৃদয়-গ্রন্থিকে আহুতি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য করতে পারি। আর তোকে কিছু বল্‌ব না, ভদ্রা, আমি আসি। আজ আমি তোর কাছে এসে যা নিয়ে গেলাম, এমন পাওয়া দ্রৌপদী আর কোথায়ও কোন দিন পায় নি। সে আজ দিব্যদৃষ্টি পেয়েছে। সে আজ তার ক্ষুদ্র অহমিকা—ক্ষুদ্র তেজ, সব ত্যাগ ক'রে

নবীন জীবন লাভ ক'রে গেল। বুঝ্‌লাম—কৃষ্ণ! তুমিই সব—তুমিই একমাত্র গতি।   [প্রস্থান।

সুভদ্রা। [কৃতাঞ্জলি হইয়া অনেকক্ষণ উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকিয়া] কৃষ্ণ! নারায়ণ! হে বিরাট্‌-মূর্ত্তি বিশ্বরূপ! আজ তোমার মধুর হাস্য-তরঙ্গে বিশ্ব প্লাবিত ক'রে রেখেছ যে! আজ তোমার বিশ্ব-সঙ্গীতের মধুর সুরের আলোকে বিশ্বতল উদ্ভাসিত ক'রে ফেলেছ যে! আনন্দময়! অনেক দিন পরে তোমার আনন্দ-রাজ্য যে আজ আলোকিত হ'য়ে উঠেছে! কি সুন্দর—কি মধুর তোমার ঐ আনন্দময় বিশ্ব-রাজ্য! কিন্তু বিশ্বরাজ! তুমি বিশ্বের রাজা হ'য়ে দীনহীনা ভিখারিণী ভদ্রার দ্বারে এসে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছ কেন? কি আছে আমার, রাজাধিরাজ! কি আছে আমার, বিশ্ব-সম্রাট্‌! যে, তোমার ঐ প্রসারিত হস্তে আজ তাই তুলে দিয়ে কৃতার্থ হব? তবে এই ভিখারিণীর যা আছে, তোমারই কাছে একদিন ভিক্ষা চেয়ে যা পেয়েছিলাম, আজ তাই তোমাকে দেবো—তাই তোমার হাতে তুলে দেবো। নাও, রাজ্যেশ্বর! নাও যজ্ঞেশ্বর! নাও, বিশ্বেশ্বর! আমার নয়নানন্দকে নাও—আমার জীবনানন্দকে নাও। আমার স্নেহ-সরোবরের ফুটন্ত পদ্ম—পাণ্ডব-সৌভাগ্যের সুধাটুকু—উত্তরার যথা-সর্ব্বস্ব অভিমন্যুকে নাও। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ নাও—দুঃখ নাও শোক নাও—তাপ নাও—সম্পদ্‌ নাও—বিপদ্‌ নাও—আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত নিয়ে নাও। আমাকে নিঃসম্বল ক'রে দিয়ে যাও। আর কিছুই চাই না—শুদ্ধ তোমাকে চাই—তোমার দয়া চাই—তোমার অনন্ত করুণার একবিন্দু চাই; আর সব নিয়ে যাও। যা দিয়েছিলে—যা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে, কৃষ্ণ! সেও তোমারই সব—তোমারই সব। সে সবই আজ তোমাকে দিয়ে, ভদ্রা আজ মাত্র তোমারই নাম নিয়ে প'ড়ে থাকুক। জয় হরে মুরারে—জয় হরে মুরারে!   [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির—পথ ।

গীতকণ্ঠে বাল-বৃদ্ধ-যুবা কৃষ্ণসেবকগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

ওই বিশ্বাকাশের বক্ষ হ'তে কি বাঁশরী বেজে ওঠে।
গম্ভীর স্বরে বলে তোরে, ওরে চল্ রে মানব, চল্ রে ছুটে॥
দেখ্‌বি সেথায় কুরুক্ষেত্র,
বিশ্ববাসীর কর্ম্মক্ষেত্র,
শুন্‌বি মহা-গীতা-মন্ত্র উঠ্‌বে রে জ্ঞান-চক্ষু ফুটে॥
সেথায় কর্ম্ম পাবি, ধর্ম্ম পাবি,
মর্ম্ম-ব্যথা ভুলে যাবি,
কি রহস্য উঠ্‌ছে ওরে কুরুক্ষেত্রের শোণিত ফুটে।
ভক্তির স্রোতে ভেসে যাবি, সব বাসনা যাবে টুটে॥
ডাক্‌ছে বাঁশী দিবানিশি,
ওরে কেন তোরা রইলি বসি'
কর্ম্ম দিয়ে কর্ম্ম নাশি' মহাধর্ম্ম নিবি লুটে।
সেথায়, বিশ্বপ্রেমের মহামন্ত্র দেবেন কৃষ্ণ কর্ণপুটে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কৌরব-শিবির।

শকুনি একাকী গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন।

শকুনি। [সহসা উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া] হয়েছে—ঠিক হয়েছে, আর যায় কোথা? এক অভিমন্যু দিয়েই কাজ হাঁসিল কর্‌বেন ব'লে কৃষ্ণ এই চক্র পেতেছেন। কি সূক্ষ্ম কূটনীতিপূর্ণ বুদ্ধি তোমার কৃষ্ণ, যা বুঝ্‌তে এই শকুনির আজ এই তৃতীয় প্রহর রাত্রি কেটে গেছে। ভাব্‌ছিলাম—আচার্য্য আজ দুর্য্যোধনের অভিমানপূর্ণ তিরস্কারে উত্তেজিত হ'য়ে আগামী কল্য যুদ্ধে যে, "চক্রব্যূহ" রচনা ক'রে দাঁড়াবেন ব'লে অঙ্গীকার করেছেন, আবার পূর্ব্ব হ'তেই অর্জ্জুনকে সংশপ্তক যুদ্ধে আহ্বান ক'রে অন্যদিকে নিয়ে যাবে, তা' হ'লে আচার্য্যের সে চক্রব্যূহ ভেদ করে কে? এই একটা মহাসমস্যা লেগে গিয়েছিল। তার পর অনেকক্ষণ ভেবে যখন বের্ কর্‌লাম যে, চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌তে এক অর্জ্জুন আর অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু ভিন্ন পাণ্ডব পক্ষে আর কেউ পারে না, তখন মনে হ'ল, এ কিরূপ হ'ল? কৃষ্ণ কি তা' হ'লে জেনে-শুনে সপ্তরথী-রূপ সপ্ত-সিংহের মুখে কুমার অভিমন্যুকে মহাখাদ্যের ন্যায় ফেলে দেবেন? বিশ্বাস হ'ল না। কৃষ্ণ ত বাবা, অত কাঁচা হ'তে পারেন না? তবে কি হ'ল? এই চিন্তাটাকে নিয়ে আমি বহুক্ষণ কাটিয়েছি। তার পর এতক্ষণে কৃষ্ণের কৌশল—কৃষ্ণের কূট চাল্ বুঝ্‌তে পার্‌লাম। এখন সবই যেন জলের মত চোখের ওপর ভাস্‌ছে। দেখ্‌ছি—যেন ঐ অর্জ্জুন সংশপ্তকগণ সহ বহুদূরে যুদ্ধোন্মত্ত! এদিকে ঐ সিংহসুত অভিমন্যু হাস্‌তে হাস্‌তে

চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে ছুটে চল্‌ল ! তার পর ভীষণ যুদ্ধ ! কৌরবপক্ষ পরাস্ত-প্রায় ! অমনি যেন ঐ দুর্য্যোধনের উত্তেজনায় একত্র সপ্তরথী মিলে একসঙ্গে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে ধরাশায়ী করলে ! আর কি ? আর দেখে কে ? অর্জ্জুন একেবারে ছুটে এসে কালানলের মত জ্ব'লে উঠ্‌ল। কৌরবের কাল-ধূমকেতু এতক্ষণে দেখা দিলে। এক অভিমন্যুর পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ আজ যথার্থ অর্জ্জুনকে দেখ্‌তে পাবেন। একটা মহা সঙ্ঘাতে কেশরীকে আজ জাগ্রত ক'রে তুলবেন। কি কৌশলী কৃষ্ণ তুমি ! কি সূক্ষ্ম চক্র তোমার নিয়ত ঘূর্ণিত হচ্ছে। দুর্য্যোধন ! তুমি আজ অত তলিয়ে বুঝ্‌তে পারছ না। আচার্য্যের আশ্বাস প্রদানের মহানন্দে আজ তুমি ওপরে ওপরে ভাসছ ! কিন্তু দুর্য্যোধন ! এতদিন যুদ্ধ হয় নি—এইবার ঠিক যুদ্ধ হবে, এতদিন যুদ্ধ দেখ নি—এইবার দেখ্‌বে, এতদিন অর্জ্জুন দেখ নি—এইবার খাঁটি অর্জ্জুন দেখ্‌তে পাবে। [ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া] স্থির হও, পিতা ! এইবার তোমার পিপাসার শান্তি ক'রে দোব। ঐ যে—আমার পরকীয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এস এস, প্রণয়িনি ! এস, আমি অপেক্ষা করছি।

গীতকণ্ঠে কুমতির প্রবেশ।

কুমতি।—

গান।

আর কি যাদু চিন্তা তোমার।
তোমার সব ভাবনা, সব সাধনা মিট্‌বে গো এবার ॥
দেখ্‌ছ কি আর ভাব্‌ছ কি মনে,
কি কাল মেঘ হচ্ছে জমাট ওই অকাশের কোণে,
ওই চেয়ে দেখ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘিরে ফেল্‌ছে ঘোর আঁধারে ॥

শকুনি। দেখ্‌ছি সুন্দরি ! দেখ্‌ছি ! ভারি অন্ধকার !

কুমতি। [গীতাবশেষ]

ওই সোঁ—সোঁ রবে আস্‌ছে ঝড় ছুটে,
মড়্ মড়্ ক'রে পড়্‌বে তরু ধরাতে লুটে
তখন, সব লুটাবে—সব ফুরাবে, উঠ্‌বে একটা হাহাকার।

[প্রস্থান।

শকুনি। আর কতদিন—জানি না, কুমতি! তোমার এই প্রণয়ীকে প্রণয়-শৃঙ্খলে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে? বোধ হয়, আর বেশিদিন পার্‌লে না—গণনা ক'রে রেখে দিয়েছি—শীঘ্রই শেষ হ'য়ে যাবে। দেখে যেতে দিলে না, আমার এত বড় একটা বিরাট্ যজ্ঞ—দুঃখ রইল, পূর্ণাহুতি বোধ হয় দেখে যেতে পার্‌লাম না।

চারিদিকে সভয়-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে
নিঃশব্দে জয়দ্রথের প্রবেশ।

এসেছ? তোমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

জয়। বহু কষ্টে—বহু চেষ্টায় সঙ্গের প্রহরীকে নিদ্রিত ক'রে তবে এসেছি। কি বিপদেই পড়া গেছে! আমি যেন কয়েদী! শাস্ত্রী পাহারা পিছনে লেগেই আছে।

শকুনি। যাক্ বাজে কথা, এক মুহূর্ত্তের মূল্য এখন কত অধিক জান? দুর্য্যোধন-সভায় আজকার আচার্য্য সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়েছে, সে সবই শুনেছি। আচার্য্য কাল চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ কর্‌বেন, তুমি তার ব্যূহ-দ্বার রক্ষা কর্‌বে, কেমন—এই ত?

জয়। হাঁ—ঐ। কিন্তু তা' হ'লে সব পরামর্শই যে আমাদের নষ্ট হ'য়ে যায়, গান্ধাররাজ!

শকুনি। কেন? কিসে?

জয়। ব্যূহ থাকলে হয় আমাকে প্রাণপণে লড়তে হবে, নয় পাণ্ডবদের হস্তে প্রাণ দিতে হবে। তা' হ'লে?

শকুনি। না—বোঝ নাই, সিন্ধুরাজ! তোমার আমার এতে কোন অসুবিধাই হবে না।

জয়। সে কি? বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

শকুনি। তুমি কাল ব্যূহদ্বারে প্রাণপণেই যুদ্ধ কর্‌বে, মর্‌বে না। তুমি শিবের বরে সকলের অজেয়, তা জান?

জয়। জানি। তা' হ'লে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করে কৈ? এঃ! আপনি কি সব কথা ভুলে গেলেন? গোড়া থেকে আমাদের পরামর্শ কি? সমস্ত কুরুকুল সহ দুর্য্যোধন যাতে পাণ্ডব-হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—এই ত?

শকুনি। [হাসিয়া] হাঁ-হাঁ তাই। তুমি প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রো, তাতেই আমাদের আশাপূর্ণ হবে।

জয়। মোটেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—কি বল্‌ছেন, আপনি গান্ধাররাজ!

শকুনি। সুরাপানে মত্ত হই নাই—ঠিক্‌ই বল্‌ছি।

জয়। বুঝ্‌তে পার্‌ব না?

শকুনি। না—আর্জ না। কাল সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই বুঝিয়ে দোব। বিস্ময়ে চেয়ে রইলে যে? শকুনি তোমাকে নিয়ে রঙ্গ করে না, শকুনি তোমাকে নিয়ে শুদ্ধ কাজের কথাই কয়, এ কথাটা খুব দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে রেখে দিয়ো, জয়দ্রথ!

জয়। তা ত দিয়েই রেখেছি। যখনই যা বল্‌ছেন—তাইই কর্‌ছি। যে জন্য আজ দুর্য্যোধনের নিকট বিশ্বাস হারিয়েছি—অবশেষে নজরবন্দী হয়েছি।

শকুনি। বেশ করেছ—খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। যখন এর

ফল কি বুঝ্‌তে পার্‌বে, সেইদিন শকুনির কথা মনে পড়্‌বে—তিনখানি পাষ্টি দিয়ে কি ক'রে গেল!

জয়। তা' হ'লে দুর্য্যোধনের পক্ষ হ'য়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ কর্‌ব? কোন দোষ হবে না? কোন ক্ষতি হবে না—বুঝুন্?

শকুনি। হাঁ-হাঁ, বুঝেছি—খুব বুঝেছি। আমি যা বুঝেছি, তা কেউ বোঝে নাই। তুমি যাও—আর দেরি ক'রো না। দুর্য্যোধন এখন কি কর্‌ছে?

জয়। এখনও মন্ত্রণা-গৃহে কর্ণের সহিত মন্ত্রণায় আছেন। তবে যাই, গান্ধাররাজ! রাত্রিটা আর একটু ভেবে দেখ্‌বেন।

শকুনি। শকুনি যা ভাব্‌বার, তা আগেই ভেবে নিয়েছে; আর বৃথা মাথা ঘামায় না। তুমি এখন যাও।

[জয়দ্রথের প্রস্থান।

[মৃদু হাসিয়া] জয়দ্রথ! তুমি বুঝ্‌বে শকুনির চাল্? সে অনেক দেরি। কাল কেন তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌তে বলেছি, তা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না? এ কৃষ্ণের চাল্, আমাকেও বুঝ্‌তে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তুমি প্রাণপণে যুদ্ধ না কর্‌লে অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে কায়দা কর্‌তে পার্‌বে কেন? ঠিক হবে—ঠিক হবে। ওঃ কৃষ্ণ! তোমার এ খাসা চাল্! খাসা নূতন কৌশল! বলিহারি না দিয়ে থাকা যায় না। যাই—নিশ্চিন্ত এখন।

[প্রস্থান।

(৫)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

গীতকণ্ঠে রোহিণীর ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ।

রোহিণী।—

গান।

কত নিশি কেঁদে গিয়েছে পোহায়ে
আজি কি রে আমার দুখ-নিশি শেষ।
আমার হৃদি-সিন্ধু ভরা অশ্রু বিন্দু ধারা
আজ কি হবে রে অবশেষ।
আজ কি আমায় উষার আলোকে,
আলোকিত হৃদয় নাচিবে পুলকে,
আজি দ্যুলোকের শশী যাবে কি দ্যুলোকে
নিবায়ে ভূলোকের আলোক-লেশ।
আজি কি বাজিবে মিলনের বাঁশী,
আজি কি ফুটিবে অধরে সে হাসি,
আজ কি রে মোর সেই পূর্ণশশী
হাসিবে পরিয়ে উজল বেশ।

আজ আমার সেই সুপ্রভাত! ঐ পাখীকুলের মধুর কাকলী শোনা যাচ্ছে! চন্দ্রলোক আজ সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে ভ'রে গেছে। হৃদয় আমার আনন্দের তরঙ্গে নৃত্য কর্‌ছে। কতক্ষণে তাকে এই তৃষিত বুকে ভ'রে রাখ্‌ব? কিন্তু পৃথিবী তেমনি হাস্‌ছে—সংসার তেমনি ভাস্‌ছে—উত্তরা তেমনি পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে। কিছুই বুঝ্‌ছে না—কিছুই জান্‌ছে না। আজ পৃথিবীর কোল থেকে—সংসারের বুক থেকে—উত্তরার হৃদয় থেকে যা কেড়ে নিয়ে যাব, তা আর মিল্‌বে না—আর পাবে না। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

নগর-পথ।

জিনিস-পত্র ইত্যাদি কেহ মস্তকে, কেহ পৃষ্ঠে, কেহ বক্ষে, কেহ বা হস্তে লইয়া ব্যস্তভাবে স্ত্রী, পুত্রাদি সহ প্রজাগণ প্রবেশ করিল।

সকলে।—

গান।

ওরে, পালা—পালা—পালা রে সব পালা—পালা—পালা।
দেশ ছেড়ে সব চল্ রে ছুটে, থাক্‌বে না ভয়—জ্বালা॥
রাজ্য শুদ্ধ যুদ্ধ নিয়ে হদ্দ মুদ্দ দেখ্‌ছে,
যুদ্ধে শুয়ে মুদ্দো হ'য়ে সব চিতার মাঝে জ্বল্‌ছে,
শালা জ্বালিয়ে গেল দেশটা,
ওরে আয় রে ছোট কেষ্টা,
শালা ম'লে দিতাম সিন্নি,
ওগো এস ছুটে ছোট গিন্নি,
আর ফির্‌ছি না-ক দেশে থাক্‌তে যুদ্ধের রেষটা;
রফা রফা কর্‌লে হায় রে, ঢুকে ঘরে ওই অন্ধরাজের শালা॥

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র-এক পার্শ্ব।

বেগে গীতকণ্ঠে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে :—[নৃত্যসহ]

গান।

এঃ। আজ ঝাড়্‌ব কোথায় রাগ্‌টা।
কতকগুলো শেয়াল নিয়ে ছুটে গেছে
ওদিক্ পানে বাঘটা॥
কোথা আছে সে পাহাড়ে ভীম্‌টা,
ঘরে ব'সে ব'সে বুঝি দিচ্ছে রে ডিম-তা,
আজ ভেঙে যাবে যুদ্ধ এলে তার সে মুখ হাঁক্ ডাক্‌টা॥
ঐ আস্‌ছে ব্যাধের পাল,
ওরাই কিন্তু হবে দেখ্‌ছি, সেই বাঘছানাটার কাল্,
আজ বুঝ্‌ছি যেন পড়্‌বে এবার, তারই উপর তাগ্‌টা॥

[প্রস্থান।

দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও জয়দ্রথের প্রবেশ।

দ্রোণ। মহারাজ! আজ চক্রব্যূহ প্রস্তুত ক'রে পাণ্ডব-সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব। এ দুই দিন চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করি নাই, তাই পাণ্ডবেরা স্পর্দ্ধা দেখাতে পেরেছে। কিন্তু আজ দেখ্‌ব।

দুঃশা। এ দু'দিন যা দেখালেন, আজও আবার সেইরূপ দেখালেই হয়েছে আর কি! দাদা রাগ করেন বল্‌লে, কিন্তু আমি বল্‌তে পারি, যদি এ দু'দিন কর্ণকে সেনাপতি করা হ'ত, তা' হ'লে কৌরব-যুদ্ধ অন্য মূর্ত্তিতে দেখা দিত। তা আর কি বল্‌ব? বল্‌বারও ত যো নাই!

জয়। আমারও ও বিষয়ে খুবই মত ছিল।

শকুনি। দেখই না, মহারাজ কি না ভেবে-চিন্তে কিছু কর্‌ছেন?

দুর্য্যো। [স্বগত] শঠের চাটুবাক্য—দুঃশাসনের অপ্রিয় বাক্য হ'তেও অপ্রিয়—কঠোর!

দ্রোণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি সেদিনও বলেছি, আজও আবার সর্ব্বসমক্ষে বল্‌ছি—কর্ণকে এখনই সেনাপতি কর্‌তে পার, কোন আপত্তিই কর্‌ব না—কিছুমাত্র অপমান বোধ কর্‌ব না। নিতান্ত সরল মনে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমি এ বিষয়ে অনুমোদন কর্‌ছি। এখনও যুদ্ধারম্ভ হয় নি—সময় আছে। ভেবে দেখ, মহারাজ!

দুঃশা। [কর্ণের কর্ণে নিম্নস্বরে কি বলিলেন]

কর্ণ। [একটু মৃদু হাসিলেন]

দুর্য্যো। আচার্য্য! আপনি সেনা সন্নিবেশ করুন, বৃথা অনধিকার চর্চ্চায় ক্ষুব্ধ হবেন না।

দুঃশা। [স্বগত] দাদার ঐ একটা কেমন একগুঁয়েমি! ভাঙ্‌বে, তবু মচ্‌কাবে না!

দ্রোণ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ! তুমি ব্যূহ-দ্বার রক্ষা কর্‌বে। আর কর্ণ কৃপ, অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন শকুনি এঁরা সব ব্যূহ মধ্যে আমার সঙ্গে থেকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকুন। মহারাজ স্বয়ং সমস্ত পরিদর্শন কার্য্য করুন।

[নেপথ্যে-শঙ্খধ্বনি]

দুর্য্যো। ঐ পার্থ, কৃষ্ণ সহ সংশপ্তক যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে, এ তারই সাঙ্কেতিক শঙ্খধ্বনি !

[নেপথ্যে—জয় ধর্ম্মরাজের জয়।]

দুর্য্যো। চলুন, আচার্য্য ! চল, বীরগণ ! ঐ শোন পাণ্ডবের হুঙ্কার !

দুঃশা। বল সকলে সমস্বরে—জয় ভারত-সম্রাট্ দুর্য্যোধনের জয় !

সকলে। জয় ভারত-সম্রাট্ দুর্য্যোধনের জয় !

দুঃশা। বাজাও, বাদ্যকরগণ ! [রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল]

[সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কৌরব-সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গান।

ভীষণ তাণ্ডবে বধ রে পাণ্ডবে
কর রে আহবে মহামার।
আচার্য্য-শরানলে, আশ্চর্য্য শিখা জ্বলে,
হইছে পাণ্ডব ছারখার ॥
অশনি গর্জ্জন, ভীষণ তর্জ্জন,
কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিবেন দুর্য্যোধন,
করিছে ছিন্ন, হইছে ভিন্ন
বিচ্ছিন্ন সৈন্য বিদীর্ণ চুরমার ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

দ্রোণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ।

দুর্য্যো। আচার্য্য! যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কর্‌তে পার্‌লেন না?

দুঃশা। পার্‌বেন না, তা কি আগে বোঝ নাই, দাদা?

শকুনি। না—সেরূপ কিছু অবশ্য—

দ্রোণ। থাক্ সৌবল, চুপ্ কর। কর্ণ! বল দেখি তুমি—যে পলায়িত—ভীত-ত্রস্ত, তাকে আমি কিরূপে বন্দী করি? অন্যায় যুদ্ধ কখন করি নি, কর্‌ব না—কর্‌তেও পার্‌ব না; সে কথা ত বারবার ব'লে আস্‌ছি।

কর্ণ। সখা দুর্য্যোধন! জয়ের লোভ তোমাকে সময়ে সময়ে এমনই মত্ত ক'রে তোলে যে, সব নীতি—সব রীতি তখন তুমি ভুলে যাও। কি আশ্চর্য্য!

দুর্য্যো। আশ্চর্য্য তোমরা হ'তে পার, সখা! কিন্তু এ দুর্য্যোধন কিছু-মাত্রই আশ্চর্য্য হচ্ছে না। যিনি—শুনেছি একজন ঈশ্বর, নারায়ণ কৃষ্ণ বল্‌তে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মাদেরও অশ্রুপতন হ'ত, সেই কৃষ্ণই কি ভাবে পিতামহকে শরশয্যায় শায়িত করেছেন, সে দৃশ্য কি দু'দিন যেতে না-যেতেই সকলে ভুলে গেলেন? আশ্চর্য্য আমার—না তোমাদের, সখা? এরূপ অন্যায় অধর্ম্ম ক'রে কৃষ্ণ—ভগবান্, আর পাণ্ডবেরা মহাধার্ম্মিক! যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়, এ কথাটাও দেখ্‌তে পাই—আমাদের পক্ষের অনেক মহাত্মার মুখেই—অহোরহঃ উচ্চারিত হয়। আশ্চর্য্য কাদের, সখা?

দ্রোণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! কৃষ্ণ বা পাণ্ডবদের সম্বন্ধে ওরূপ কোন সমালোচনা তোমার মুখে একটুও সাজে না। বিশেষতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে একেবারেই না। যিনি নিজেই ধর্ম্মের অবতার, বাক্য যাঁর ধর্ম্ম—কার্য্য যাঁর ধর্ম্ম—ভাষ্য যাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উদ্দেশ্য যাঁর অধর্ম্মের উচ্ছেদ—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাঁর সম্বন্ধে কথা বলা খুব বিবেচনার বিষয়। তোমার আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তোমার-আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি সেখানে পৌঁছাতেই পারে না। অনন্ত-অসীম-বিরাট্ আকাশকে আমরা যে ভাবে দেখি—যতখানি কল্পনা ক'রে নিয়ে থাকি, তা' হ'তেও সে আকাশ আরও বিরাট্—আরও অসীম। কৃষ্ণ বা পাণ্ডবদিগকে বোঝ্‌বার সে দৃষ্টি আমাদের নাই, দুর্য্যোধন।

দুঃশা। [শকুনিকে জনান্তিকে] দেখ্‌ছ মামা, গোঁড়ামির দৌড়টা!

দুর্য্যো। থাক্, আচার্য্য! আমি আপনার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে চাই না। তবে দুর্য্যোধন সব চেনে—সব বোঝে, এইটুকুই আপনারা জেনে রাখ্‌বেন।

[নেপথ্যে—জয় পাণ্ডবের জয়!]

ঐ পাণ্ডব-শিবির হ'তে জয়ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, চলুন সকলে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

উত্তরা স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া অভিমন্যুর হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন।

উত্তরা। [উৎসাহের সহিত] আচ্ছা সত্যি যদি পার, তা' হ'লে ঐ ভূঁয়েতে তোমার ঐ ধনুকের হুল দিয়ে বেশ ক'রে এঁকে দেখাও ত দেখি; তবে বুঝ্‌ব—তবে তোমাকে মস্ত বীর ব'লে পূজা কর্‌ব। চক্রব্যূহ ভেদ

করা অমনি সোজা কথা আর কি? পাণ্ডবদের মধ্যে এক বাবা আর কৃষ্ণ মামা ছাড়া কেউ তা ভেদ করতে জানে না। ধর্ম্মরাজ নয়—মধ্যম পাণ্ডব নয়—কেউ নয়। সেইজন্যই ত সকলে রণস্থল থেকে পালিয়ে এসেছেন, আমি এইমাত্র দেখে এলাম—সবাই মহাচিন্তার মধ্যে প'ড়ে গেছেন।

অভি। সত্যি উত্তরা, আমি জানি। মামা একদিন ভদ্রা মায়ের কাছে বল্‌ছিলেন, তাতেই শিখে নিয়েছি। এ কথা আর কেউ জানে না, আজ খালি তোমার কাছে ব'লে ফেলেছি, উত্তরা!

উত্তরা। অঙ্কিত ক'রে দেখাও না, অভি! হাঁ তোমার পায়ে পড়ি, একবারটি দেখাও না, লক্ষ্মী!

অভি। এই দেখ, উত্তরা! জানি কি না। [ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া চক্রব্যূহ আঁকিলেন] এই হ'ল চক্রব্যূহ, উত্তরা।

উত্তরা। কি ভয়ানক ব্যূহ, কুমার! এই ব্যূহ তুমি ভেদ করতে জান?

অভি। [সহাস্যে] জানি—সত্যি জানি। এই দেখ—না বিশ্বাস হয় ত। আবার কোন্ ব্যূহ দিয়ে এ ব্যূহ ভেদ করা যায়, তার নাম কখন তোমাদের দেশে শুনেছ?

উত্তরা। [কৃত্রিম কোপে মুষ্টি দেখাইয়া] ভাল হবে না কিন্তু—তা ব'লে দিচ্ছি।

অভি। এই দেখ্ কেপি! [সূচীব্যূহ আঁকিয়া দেখাইলেন] একে বলে—সূচীব্যূহ। এই সূচীব্যূহ দিয়েই ঢোকা যায়। মনে ক'রে রাখিস্—তোর দাদাকে শিখিয়ে দিবি আবার। [হাস্য]

উত্তরা। [কৃত্রিম কোপে অভিমন্যুর বুকে আস্তে একটি কিল মারিলেন] কেমন? আর বল্‌বে?

অভি। কিল্ মারা হ'ল না ত, ও বুকে হাত বুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

উত্তরা। রাখ, গোলযোগ ক'রো না; আমি দেখ্‌ছি এখন। [ব্যূহচিত্রের

দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া] খুব সোজা অভি, আমি দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। সূচীব্যূহ ক'রে ত বেশ অনায়াসেই চক্রব্যূহ ভেদ করা যায়, এইটা আর কেউ জানে না; আমি ত দেখেই শিখে ফেলেছি।

অভি। [নিজের বক্ষ চাপ্‌ড়াইয়া] হুঁ—কার ছাত্র তুমি?

উত্তরা। তুমি ত ভারি শেখাও!

অভি। এখন কি দক্ষিণা দেবে আমায় বল?

উত্তরা। আচ্ছা—রাখ, ব্যস্ত হ'য়ো না। আগে আমি ধর্ম্মরাজকে এ কথা ব'লে আসি, তার পর দক্ষিণার ব্যবস্থা কর্‌ব এখন। তোমায় যদি ব্যূহভেদ কর্‌তে যেতে বলেন, তা' হ'লে যেতে পার্‌বে ত? [হাত ধরিয়া] যঁ্যা—বল বল, অভি আমার! বল বল লক্ষ্মী আমার! যেতে পার্‌বে? বাবা ও মামা শুন্‌লে তোমাকে কোলে ক'রে নাচ্‌বেন। কেমন—না?

অভি। তুমি কি কর্‌বে?

উত্তরা। কিছুই না। আমি যাই—আগে ব'লে আসি; ছুটে যাই। আমি না এলে তুমি যেন পালিয়ো না? পালাও ত, তা' হ'লে—[মুষ্টি দেখাইলেন] [প্রস্থান।

অভি। [স্বগত] কি সুন্দর আমাদের এই কিশোর জীবন! দুটি আনন্দের পুতুল আমরা, দিবানিশি সেই আনন্দের তরঙ্গেই নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছি। এই যে যুদ্ধ—এই যে হাহাকার, কিছুতেই যেন নিরানন্দ আসে না। পিতা যার ধনঞ্জয়, মাতা যার ভদ্রা, মাতুল যার শ্রীকৃষ্ণ, সখা যার লক্ষ্মণ, সখী যার আনন্দময়ী আদরিণী উত্তরা—এমন আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে?

গান।

আমার আনন্দরাণী আদরিণী উত্তরা রে!
আছে আমায় নিয়ে দিবানিশি কি আনন্দে ভরা রে॥

আমি তার হৃদয়মণি,

সে আমার হৃদয়খানি,

(মোরা দুখের মুখ ত দেখি নাই রে)

(আছি সুখসিন্ধু-নীরে ভাসি)

(মোরা যেন সোহাগের শুক্ শারি দুটি)

যেন জীবনে জীবনে জনমে মরণে

পাই আনন্দময় এ ধরা রে ॥

আনন্দে সহাস্যে উত্তরার পুনঃ প্রবেশ।

উত্তরা। [অভিমন্যুর হাত ধরিয়া] এস এস, কুমার! শীঘ্র এস; ধর্ম্মরাজ তোমায় এখনই ডাক্‌ছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—অন্য পার্শ্ব।

সংশপ্তক সৈন্যগণ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও পশ্চাতে কৃষ্ণের প্রবেশ, ক্রমে সংশপ্তকগণের পলায়ন।

অর্জ্জুন। হের, সখা!

বার বার সংশপ্তক করে পলায়ন।

শুনিয়াছি মহাবীর নারায়ণী সেনা,

কিন্তু পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় রণে—

এ কি রণনীতি?

কৃষ্ণ। তব শর কে পারে সহিতে?

এ মহীতে হেন বীর নাহি, পার্থ,

ব্যর্থ করি তব শরজাল

ক্ষণমাত্র পারে সে তিষ্ঠিতে।

অর্জ্জুন। নিয়ত আশঙ্কা কৃষ্ণ, ধর্ম্মরাজ তরে ;
করে রণ কুরুগণ সহ দুর্য্যোধন
সেনাপতি করি আচার্য্যেরে।
ভয় হয়—পরাজয় করি ধর্ম্মরাজে
ল'য়ে যায় পাছে দুর্য্যোধন !
কিন্তু নিরুপায়, হে কেশব !
সংশপ্তকে না করিয়া জয়,
কেমনে যাইব আমি আচার্য্যের রণে ?
ওই আসে পুনরায় নির্লজ্জের দল ;
এইবার বধিব নিশ্চয়।

[সংশপ্তকগণের প্রবেশ ও যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে সকলের পলায়ন, কৃষ্ণার্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন।]

বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

এবার কোন্ দিক্ পানে ছুটব।
কোন্ দিক্ থেকে বল না এবার,
শেষ মজাটাই লুটব ॥
(এবার) দুদিকেই বেশ চল্‌ছে,
দুদিকেই বেড়ে জম্‌ছে,
দেখ্‌ব যে দিক্ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে
সেইদিকে গিয়েই জুটব।

[প্রস্থান।

[অর্জ্জুন সহ যুদ্ধ করিতে করিতে পুনরায় সংশপ্তকগণের প্রবেশ ও যুধ্যমান অবস্থায় সকলে প্রস্থান করিল।]

পঞ্চম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

গীতা সম্মুখে রাখিয়া সুভদ্রা ধ্যানমগ্না হইয়া বসিয়া ছিলেন, কিঞ্চিৎ পরে রণসাজে সজ্জিত অভিমন্যু হাস্যমুখে প্রবেশ করিল।

অভি। [প্রবেশ পথ হইতে] মা! মা! আজ তোমার কি সুখের দিন—কি আনন্দের দিন! দেখ দেখ, তোমার অভি আজ সেনাপতি হ'য়ে আচার্য্যের চক্রব্যূহ ভেদ করতে যুদ্ধে যাচ্ছে। আশীর্ব্বাদ কর, মা!

সুভদ্রা। [ধ্যানভঙ্গে] বেশ সেজেছ, ও অভি! কে তোমাকে সাজিয়ে দিলে, অভি?

অভি। ধর্ম্মরাজ স্বয়ং—নিজের হাতে। আচার্য্য ধর্ম্মরাজকে বন্দী করবেন ব'লে চক্রব্যূহ সাজিয়েছেন। কৃষ্ণমামা আর পিতা সংশপ্তক যুদ্ধে চ'লে গেছেন। আর কেউ সে ব্যূহ ভেদ করতে জানেন না। আমি জানি—এ সংবাদ উত্তরা গিয়ে ধর্ম্মরাজকে দিয়ে এসেছে। তাই আমাকে ডেকে সেনাপতি ক'রে দিয়েছেন। কখন সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধ করি নি, মা; আজ কি আনন্দ হচ্ছে! এ কয়দিন যুদ্ধ করি নি ত, মা, রণক্ষেত্রে যেন খেলা ক'রে বেড়িয়েছে। আজ আর তা চলছে না; আজ আমি সেনাপতি। আচার্য্যের সঙ্গে যুঝ্তে হবে—আমি যদি ভাল ক'রে রণ-কৌশল দেখাতে পারি, তা' হ'লে আচার্য্য আমার উপর তুষ্ট হবেন না, মা? বীরদের মধ্যে খুব একটা নাম প'ড়ে যাবে—নয়, মা?

সুভদ্রা। নিশ্চয়ই, বাবা! তোমার একটা মস্ত নাম প'ড়ে যাবে। তুমি পার্থের পুত্র—কৃষ্ণের শিষ্য, তুমি কি সামান্য বীর?

অভি। আর তোমার গর্ভে জন্মেছি—সেটা বুঝি কিছু নয়? তোমার

কাছে গীতা শিখেছি—ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়—তা শিখেছি, এ সব কথা কিছুই তোমার মুখে নাই, মা ? নিজের কথা বল্বার সময়—মা ! তুমি যেন একেবারে বোবা। [হাস্য]

সুভদ্রা। মায়ের কথা ছেলেই বল্‌বে, মা আর কি বল্‌বে, রে অভি ?

অভি। তবে যাই, মা ! ধর্ম্মরাজ, মধ্যম পাণ্ডব সকলেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বড়-মা'র আশীর্ব্বাদ নিতে হবে—উত্তরাকে ব'লে যেতে হবে। সেই ত আজ আমার সেনাপতি হবার মূল, মা ; তাকে একবার এই সেনাপতি সাজটা দেখিয়ে যেতে হবে—সে কত আনন্দ পাবে!

সুভদ্রা। অভি ! বাবা ! আমার কোলে এসে একবার ব'স ত দেখি ?

অভি। ঐ আমি যা ভাব্‌ছিলাম, তাই তুমি ব'লে ফেলেছ, মা ! ভাব্‌ছিলাম, এই আনন্দের দিনে মায়ের কোলে একবার ব'সে যাব, তাই-ই তুমি ব'লে ফেলেছ। তুমি অন্তর্যামিনী দেবী না কি ? [কোলে বসিয়া কণ্ঠবেষ্টন করিয়া] বল না, মা ! তুমি আমার অন্তর্যামিনী দেবী মা কি না ?

সুভদ্রা। তুমি যা ব'লে ভাব, আমি তাই যে তোমার, বাবা ! [মুখ ধরিয়া] তুমি আমার কে—বল ত, অভি ?

অভি। বল্‌ব ? [হাসিয়া] আমি তোমার সব। তোমার দেহ আমি—দশ ইন্দ্রিয় আমি—হৃদয় আমি—মন আমি—প্রাণ আমি, সব আমি।

সুভদ্রা। [চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল] সত্যই ত, অভি ! সত্যই ত, বাবা ! তুমি আমার সব।

অভি। মা ! তোমাকে আজ ঠকিয়ে দিলাম কিন্তু। তুমি গীতা শোনা বার সময় বল না মা যে, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, এ সব, কিছুই নয়—কারও সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ নাই। পাখীরা যেমন রাত্রিকালে এসে এক

তরুতে আশ্রয় করে আবার প্রভাত হ'লেই যে যার দিকে উড়ে চ'লে যায়; সংসার-তরুতেও তেমনি সকলে এসে একসঙ্গে বাস করে, তার পর সময় হ'লেই যে যার দিকে চ'লে যায়। "কাকস্য পরিবেদনা"—হাঁ মা! তাই ব'লে থাকে নয়?

সুভদ্রা। সত্যই তাই, অভি! কেউ কারও নয়। এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কেউ আপনার নয়।

অভি। তবে ঠ'কে গেলে কিন্তু মা!

সুভদ্রা। কৃষ্ণ যে মায়ার কাজল আমাদের চক্ষুতে লেপন ক'রে দিয়েছেন। যতদিন তিনি সে কাজল মুছে না দেবেন, ততদিন মানুষের সে ভ্রমদৃষ্টি যাবে না।

অভি। কৃষ্ণ কেন তবে সে মায়ার কাজল মানুষের চোখে লেপন ক'রে দেন, মা?

সুভদ্রা। ঐ তাঁর আনন্দ—ঐ তাঁর খেলা, উত্তরা যেমন পুতুল নিয়ে খেলা করে না? কাউকে ছেলে করছে—কাউকে মেয়ে করছে—কাউকে আবার বিয়ে দিচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি এই সংসারকে তাঁর খেলার ঘর সাজিয়ে—জীবকে তাঁর পুতুল ক'রে উত্তরার মত খেলা করছেন।

অভি। উত্তরা আবার সেই পুতুল ভেঙে গেলে কত কাঁদে, মা!

সুভদ্রা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তা কাঁদেন না। ঐখানেই উত্তরার সঙ্গে তাঁর তফাৎ, অভি!

অভি। কেন কাঁদেন না, মা?

সুভদ্রা। শ্রীকৃষ্ণ জানেন—এ সব কিছুই না, শুদ্ধ খেলা, শুদ্ধ লীলা। তাই তাঁর কারও জন্মেও আনন্দ—মৃত্যুতেও আনন্দ। আনন্দময় তিনি—আনন্দ পাওয়াই তাঁর কাজ। আমরা অজ্ঞানে খেলা করি, তাই তিনি জ্ঞানে খেলা করেন, তাই ভগবান্।

অভি। যুদ্ধে যদি আমার কোন বিপদ্ ঘটে, তা' হ'লে তুমিও শ্রীকৃষ্ণের মত কেঁদো না, মা! আনন্দ ক'রো। করবে? কাঁদবে না—সত্যি ক'রে বল, মা? তা' হ'লে আমি খুবই মন দিয়ে যুদ্ধ করতে পারব, মা!

সুভদ্রা। যুদ্ধ করতে তোমার কোন ভয় হবে না, অভি? যদি কোন বিপদে প'ড়ে যাও—যদি বিপক্ষের মধ্যে প'ড়ে অস্ত্রশূন্য হ'য়ে পড়—বিপক্ষেরা যদি তোমায় ঘিরে ফেলে—এক সঙ্গে নিদ্দয়রূপে চারিদিক্ থেকে অস্ত্রাঘাত করে, তোমাকে সাহায্য করবার যদি সেখানে কেউ না থাকে, তা' হ'লে কি তোমার ভয় হবে, অভি?

অভি। না। তখন আমি কেবল চোখ বুজে কৃষ্ণকে ডাকব। তুমিই ত সেদিন বলেছ, মা! যে শেষের বন্ধু এক তিনি ছাড়া কেহই নাই। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুদিত চক্ষে গাহিলেন]

গান।

সেই শেষের বন্ধু কৃষ্ণ বই ত কেউ নাই।
যেন শেষের বেলায়, কৃষ্ণ তোমায় প্রাণভ'রে ডাকিতে পাই।
আর কেউত র'বে না, কেউ ত যাবে না,
শেষ সঙ্গী হ'য়ে,
মাগো, যেমন আছে, তেমান র'বে সব
ভবের খেলা ল'য়ে;
(সব যে ভুলে যায়, মা!)
(দুদিন পরে সব যে ভুলে যায় মা)
(কেবল দু'দিন বই ত কেউ কাঁদে না)
(এই দু'দিনের শোক দু'দিনেই লয়)
যেমন—"একবৃক্ষসমারূঢ়া নানা পক্ষী বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে দশদিগ্ যান্তি কা কস্য পরিবেদনা॥"

(এ বই ত কিছুই নয় মা)
(তুমিই আমায় শিখিয়েছিলে)
(প্রভাত হ'লেই উড়ে যায় সব)
(কাজ ফুরালে চ'লে যায় সব)
(সব চ'লে যায় মা)
(এই সংসার-তরুর বাসা হ'তে—)
মাগো, সে দিন যেন বিভোর হ'য়ে কৃষ্ণপ্রেম-গুণ গাই।
আজ, মহানন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় দাও মা রণে যাই ॥

সুভদ্রা। প্রাণের অভি! [বক্ষে চাপিয়া অশ্রু সম্বরণ করিয়া] আজ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ ক'রে তোমায় রণে বিদায় দিলাম। বিপদে প'ড়ে কখন ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়ো না, পিতৃগৌরব রক্ষা করতে ভুলো না, আর সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বিস্মৃত হ'য়ো না। এস, অভি! আর বিলম্ব ক'রো না।

অভি। [মাতৃ-পদধূলি লইয়া] এই আমার অক্ষয় কবচ হ'য়ে রইল, মা! যাই তবে, মা!

সুভদ্রা। এস অভি! তাঁর নাম করতে করতে মহানন্দে চ'লে যাও।

অভি। [সুরে] জয় হরে মুরারে—জয় হরে মুরারে!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

সুভদ্রা। [অভিমন্যু অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া] কৃষ্ণ! নারায়ণ! আমার যা কিছু সম্বল ছিল, আজ হৃদয় ভেঙে বুক খালি ক'রে তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ ক'রে দিলাম। আর কোন চিন্তা থাক্‌ল না, কোন ভাবনা থাক্‌ল না, কোন আশা রাখ্‌লাম না, কোন বন্ধন রইল না, সব শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল্‌লাম। যেন তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। জয় হরে মুরারে—হরে মুরারে!

বেগে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। ভদ্রা! ভদ্রা! কৈ তুই? কৈ তুই? [ভদ্রাকে দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিয়া] পেরেছিস্—পেরেছিস্, ভদ্রা? পেরেছিস্—আমি পারি নাই—আমি পালিয়ে এসেছি। প্রাণের অভি আমার কাছে বিদায় নিতে আস্‌ছে দেখে, অন্য পথে ছুটে পালিয়ে এসেছি! ভদ্রা! কি শক্তিশালিনী তুই—কি ধৈর্য্যময়ী তুই! দে, দেবি! আমাকে শক্তি দে—আমাকে ধৈর্য্য দে—আমি আমার পঞ্চশিশুকে অভির হাতে দিয়ে আসি।

সুভদ্রা। চল, দিদি! অভিকে আমার আশীর্ব্বাদ ক'রে দেবে চল।

[দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উত্তরার সজ্জিত গৃহ।

উত্তরার সখীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিলেন, উত্তরা হাস্যমুখে বসিয়া এক মনে মালা গাঁথিতেছিলেন।

সখীগণ।—

নৃত্যগীত।

আজু গাঁথলো মালা, রাজবালা,
আস্‌বে লো তোর চিকণকালা।
তুমি, বিনাসূতার হার, দিয়ো উপহার,
মোরা সাজিয়ে রেখেছি বরণডালা॥
তোর লো হৃদয়ের সোহাগের পাখী,
প্রেমের সাগরে ভেসে আছে সখি,
পরাণ-পিঞ্জরে সে যে পোষাপাখী,
হবে না সহিতে বিরহ-জ্বালা॥

প্রাণে প্রাণে সদা আছিস্ বাঁধা,
মনে মনে সদা আছিস্ গাঁথা,
সে যে প্রাণের বঁধু, সে যে প্রেমের মধু
পিও পিও শুধু ও রাজবালা ॥

১ম সখী। উত্তরে! তোমার ভাই এখনও ঐ মালা ছড়াটা গাঁথা হ'ল না? কুমার যে, এখনই আস্‌বে লো!

২য় সখী। আজ কি আর শীগ্‌গির হবে? আজ যে কুমার সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধে যাচ্ছে লো! সে আনন্দ যে উত্তরা চেপে রাখ্‌তে পারছে না। মালা কি আর সোজা মালা হবে?

উত্তরা। [ব্যস্ততা দেখাইয়া] না, সখি! এই হ'ল—আর দেরী নাই, কুমার আস্‌তে-আস্‌তেই ঠিক হ'য়ে যাবে।

১ম সখী। আজ কুমার যুদ্ধে বেরিয়ে গেলে কিন্তু সেই খেলাটা খেল্‌ব—কেমন, ভাই?

উত্তরা। আরও একটা নতুন খেলা হবে, সেটা এখনও তোদের দেখাই নি। সে ভারি মজার খেলা! আর—আর একটা যা আছে, হুঁ—সে সব চেয়ে মজার খেলা! সেটা খেল্‌ব কখন্ বল্ ত? কুমার যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে ফিরে এলে—ওঃ! সে যা কর্‌ব, তা মনে মনেই আছে।

২য় সখী। আজ উত্তরা কি অল্পে ছাড়্‌বে? শিবিরটাকে তোলপাড় ক'রে তুল্‌বে।

১ম সখী। বুঝিস্ না, হাঁদি! কুমার যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এলে, উত্তরার খেলার জন্য কত মজার সব রকম রকম জিনিষ নিয়ে আস্‌বে।

উত্তরা। না—আমি মানা ক'রে দিয়েছি—যুদ্ধ জিত্‌লে তাদের সব লুট ক'রে যেন কিছুই না আনে। ও সব আমার ভারি কষ্ট লাগে। একে তারা—আহা! যে কষ্টে প্রাণ দিচ্ছে, তাই ভাব্‌লেই প্রাণ কেঁদে ওঠে, তায় আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। ছিঃ!

হাস্যমুখে রণসাজে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। কিসে আজ এত ছিঃ দেওয়া হচ্ছে, উত্তরা আমার?

উত্তরা। কেন, অভি! তোমায় মানা ক'রে দিই নি—যে, যুদ্ধ থেকে তাদের কিছু এনো-টেনো না?

অভি। আমি আন্‌লে আজ দোষ হচ্ছে, কিন্তু বিরাটগৃহে যেদিন বাবা উত্তর গোগৃহে জয়লাভ ক'রে তাদের উষ্ণীষ—সাজ-সজ্জা কত কি এনে দিয়েছিলেন, সেদিন কিন্তু আর ও ছিঃ-টি ছিল না মুখে। [হাস্য]

উত্তরা। তখন কি আমি এত বড়টি ছিলাম? শোন্‌ত দেখি তোরা?

অভি। আজ বুঝি প্রকাণ্ড একটা আকাশ মাথায়ঠেকা বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছ?

উত্তরা। তা হই নি? বাঃ! ক'নের মা—জামা'য়ের শাশুড়ী! [লজ্জায় হাসিয়া ফেলিলেন]

অভি। দুঃখ যে, এখনও পুতুল খেলা গেল না।

উত্তরা। কখনও যাবে না—খুব খেল্‌ব—সারাদিন খেল্‌ব—সারা জনম খেল্‌ব। যুদ্ধ করা মোটেই শিখ্‌ব না।

অভি। এখন কিন্তু আমি আর একটি কথা বল্‌লেই ভ্যাক্ কাঁদুনীকে কাঁদিয়ে দিতে পারি।

উত্তরা। সে বিদ্যে খুবই আছে।

অভি। কোন্ বিদ্যেটা না আছে বল?

উত্তরা। অহঙ্কার দেখ! সব অহঙ্কার—সব দর্প—সব গর্ব্ব দেখা যাবে আজ রণে গেলে।

অভি। তা দেখিস্, ক্ষেপি! আজ কি ক'রে আসি।

উত্তরা। আচার্য্যের একটা বাণ খেলেই হয়েছে আর কি? ভাব্‌ছি

যে তখন আবার—উত্তরা দৌড়ে আয়, উত্তরা দৌড়ে আয়, আমার একটু জল খাইয়ে দিয়ে যা ব'লে চীৎকার না ক'রে ওঠ!

অভি। তেমনি ধারা আমায় পেয়েছ আর কি? এ অর্জ্জুনের পুত্র—গোবিন্দের শিষ্য—দেবী সুভদ্রার স্তন্যপুষ্ট—নাম অভিমন্যু বীরকুমার। আবার আজ পাণ্ডবের সেনাপতি। সমগ্র পাণ্ডব-বাহিনী আজ আমার ইঙ্গিতে মর্‌বে-বাঁচ্‌বে—অমনি সোজা কথা আর কি!

উত্তরা। [সানন্দে কৃত্রিমভাবে করযোড় করিয়া] তাই ত—তাই ত মা! একটা ভুলই ত হ'য়ে গেছে! তুমি ত আজ একজন দিগ্বিজয়ী মহাধুরন্ধর সেনাপতি। তা সেনাপতি মশাই! নমস্কার—নমস্কার! কিছু মনে কর্‌বেন না যেন? চরণে রাখ্‌বেন। [নমস্কার করন]

অভি। [কৃত্রিম গম্ভীর ভাবে] ঐ বুঝি তোমার সেনাপতিকে অভিবাদন করা হ'ল?

উত্তরা। [কৃত্রিম ভয়ে] আজ্ঞে—আজ্ঞে, তবে কিরূপ অভিবাদনটা কর্‌তে হবে, সেনাপতি মশাই?

অভি। অভিবাদন করাটাও জান না? এমন জংলা দেশের মেয়ে!

উত্তরা। [কৃত্রিম ক্রোধে] সাবধান!

অভি। বাপ্‌রে! কি দাপ! উত্তরা! একবার কুরুক্ষেত্রের সম্মুখে গিয়ে অমনি একটা সাবধান ব'লে দাঁড়াতে পার? তা' হ'লে আর আমাদের এ সব যুদ্ধ কর্‌তে হবে না। ঐ একটা সাবধান শুন্‌লেই কৌরবেরা মূর্চ্ছা গিয়ে পাতালে সেঁধিয়ে যাবে।

উত্তরা। ওদিকে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে যাবার চাড়্ ত কত? সেনাপতি সেজে শিবিরে শিবিরে বেড়িয়ে বেড়ালেই সব হ'ল আর কি? ভাগ্যি আমি গিয়ে ব'লে-ক'য়ে ধর্ম্মরাজের মত ক'রে এসেছিলাম, তবে ত সেনাপতি পদে বরণ হ'তে পেরেছ, মনে নাই? এমন অকৃতজ্ঞ তুমি?

অভি। [উচ্চৈঃস্বরে] ওগো! শুন্‌ছ সকলে তোমরা? আজ বিরাট-নন্দিনী শ্রীমতী ভ্যাক্‌কাদুনী উত্তরাসুন্দরী আমাকে সেনাপতি-পদ প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! দেখ, সখীরা! তোমরা আজ এই কথা ঘাটে-মাঠে-পথে যেখানে যাবে—যাকে পাবে—ব'লে বেড়াবে। আর আমিও যাবার সময় ঢ্যাড়্‌রা দিয়ে ব'লে যাব।

উত্তরা। ভারি দুষ্টু হয়েছ আজ! আচ্ছা—এস আগে ফিরে, তার পর এর সুদ সমেত আদায় কর্‌ব। মনে থাকে যেন—আমার নাম উত্তরা। তখন ভ্যাক্‌কাদুনী কে, দেখা যাবে।

নেপথ্যে ভীম।—বল সকলে জয় সেনাপতি বীরকুমার অভিমন্যুর জয়!

সকলে। জয় সেনাপতি বীরকুমার অভিমন্যুর জয়! [তিনবার]

উত্তরা। [সানন্দে] ঐ শোন—কি বলে?

অভি। আর দেরী কর্‌তে পার্‌ব না। [উত্তরার চিবুক ধরিয়া] তবে আসি, উত্তরে! তবে আসি, সোহাগিনি! তবে আসি, আদরিণি!

উত্তরা। [কণ্ঠালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া] তবে এস, কুমার! তবে এস, প্রাণাধিক! তবে এস, উত্তরার জীবন-সর্ব্বস্ব! একটা কথা ব'লে দি'—রাখ্‌বে ত? হেসে উড়িয়ে দেবে না ত?

অভি। না উত্তরে! আজ তুমি যা বল্‌বে, তাই কর্‌ব।

উত্তরা। তবে শোন—তোমার ভীতু উত্তরা কি বলে।

অভি। না, আজ আমার উত্তরা বীরাঙ্গনা, নতুবা আর কেউ হ'লে কি এমন ক'রে যুদ্ধে বিদায় দিতে পার্‌ত?

উত্তরা। দেখ,—লক্ষ্মণের সঙ্গে আজ আর তুমি যুদ্ধ ক'রো না।

অভি। রোজই ত করি, আজ মানা কর্‌ছ কেন, উত্তরা?

উত্তরা। আর দিন ত খেলা কর, আজ যে তুমি সত্যিযুদ্ধ কর্‌বে।

অভি। চেষ্টা করব এড়িয়ে যেতে; কিন্তু যদি দৈবক্রমে ঘ'টে যায়, তা' হ'লে ত এড়াতে পারব না, উত্তরা! আমি যে পাণ্ডব-বংশধর।

উত্তরা। [একটু বিষণ্ণ হইয়া] তবে আর কি বলব? সেই একটা আমার ত্রাস থেকে যাচ্ছে।

অভি। হয় ত আজ নাও ঘটতে পারে; কারণ—আজ আচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এঁরা সব যুদ্ধ করবেন কি না; তাদের মধ্যে লক্ষ্মণের না থাকাই সম্ভব। সে চিন্তা তোমার নাই, উত্তরা!

উত্তরা। [হাঁফ ছাড়িয়া] তা' হ'লেই বাঁচি! আর একটা কথা কিছুতেই ভুলো না যেন কিন্তু। আচার্য্য, কর্ণ এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করবে। শুনেছি ও পক্ষে শকুনি আছেন, তিনি নাকি ভারি দুষ্টু, তাঁকে খুব দেখে-শুনে চ'লো।

অভি। [সহাস্যে] আর কিছু আছে?

উত্তরা। আর কোন আহত সৈন্য বা পিপাসাতুর সৈন্যকে আয়ত্তে পেলেও যেন বধ ক'রো না। [কাতর মুখে] দেখ—আমার মাথার দিব্যি লাগে—এই কথা কয়টি উত্তরার রক্ষা ক'রো, লক্ষ্মী আমার! সোনা আমার!

নেপথ্যে—দামামা-ধ্বনি।

অভি। ঐ দামামা-সঙ্কেত, উত্তরা! আর সময় নাই—এখনই যাব। আমার দিকে চেয়ে তুমি হাসিমুখে দাঁড়াও, আমি দেখতে দেখতে যুদ্ধযাত্রা করি।

উত্তরা। তোমার দিকে অমন ক'রে চাইতে যেন লজ্জা করে—পারি না। এখন নাও, কুমার! আমার স্বহস্তে গাঁথা মালা গাছটী তোমায় উপহার দিচ্ছি—গলায় পর [মালাগাছটি কণ্ঠে দিতে গিয়া ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল ও সকলেই যেন একটু বিমর্ষ হইলেন] একি! ছিঁড়ল কেন? নিজের হাতে শক্ত ক'রে গেঁথেছি যে!

অভি। [সহাস্যে] কি হয়েছে তাতে? আর একগাছি বেশ ক'রে জয়মাল্য গেঁথে রেখো, উত্তরে. ফিরে এসে পরব। কিছু ভেবো না, দেখ্‌বে—কি আনন্দ নিয়ে আজ তোমার কাছে ফিরে আস্‌ব। যাই তবে?

[অভিমন্যু উত্তরার দিকে চাহিতে চাহিতে হাস্য-বিষাদ মুখে যাইতেছিলেন, উত্তরা সেইদিকে চাহিয়াছিল। সহসা তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্ত্তি রোহিণী আসিয়া উত্তরার কানে কানে কি বলিয়া গেল।]

উত্তরা। [শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া] ওগো! ওগো! কুমার! [মূর্চ্ছিত হইয়া অভিমন্যুর পদতলে পড়িলেন]

সখীগণ। কি হ'ল—কি হ'ল? [উত্তরাকে বাজন করন]

অভি। উত্তরা! উত্তরা! প্রাণের পুতুলী আমার! [উত্তরার মস্তকের কাছে বসিয়া পড়িলেন] হায়, কৃষ্ণ! একি করলে? এমন শুভযাত্রায় একি অমঙ্গল দেখালে? উত্তরা—উত্তরা! [ক্ষণপরে সংজ্ঞা পাইয়া উত্তরা সভয়-দৃষ্টিতে উঠিলেন, অভিমন্যু উত্তরাকে ধরিয়া পাশে দাঁড়াইলেন] এ কি! অমন ক'রে চারিদিকে চাইছ কেন, উত্তরা?

উত্তরা। তুমি আছ? কাছে আছ? চ'লে যেয়ো না যেন! আমার ভয়—আমার বড় ভয়! [সভয়-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া] সেই সেই ছায়া—সেই কায়াহীন ছায়ামূর্ত্তি নারী এসে আমার কানে কানে কি যেন ভীষণ কথা ব'লে গেল! কি যেন একটা বাজের আঘাতে আমার বুকটা ভেঙে দিয়ে গেল! কি ব'লে গেল! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়ে গেল! আমি যেন মুখে তা আন্‌তে পারছি না—মনে তা ভাব্‌তে পারছি না। [সরোদনে ভয়ে] অভি! অভি! তুমি আজ যুদ্ধে যেতে পাবে না—কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। [অভিমন্যুর স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন]

অভি। [উত্তরার মুখ তুলিয়া ধরিয়া] ও কিছুই না, উত্তরে! অমন হ'য়ে থাকে। বেশি ভালবাস্‌লে তাকে কোথায়ও বিদায় দেবার সময়ে অমন অনেকেরই মনে নানারূপ অমঙ্গল ডেকে নেয়। তারই কল্পিত ছায়া এসে সময়ে সময়ে চোখের ওপরেও পড়ে। তাতে কি ভয় করতে আছে? তুমি যে বীরাঙ্গনা উত্তরা আমার!

উত্তরা। যতই বল, কিছুতেই সে ভয় দূর হচ্ছে না। আমি নিজের চোখেই দেখেছি—নিজের কানেই শুনেছি। তখনও ত আমার তোমার জন্য কিছুমাত্র ভয় হয় নি, কুমার! এ নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গলের সূচনা! গাঁথা মালা গলায় পরতে ছিঁড়ে গেল, তার পর সেই ছায়ামূর্ত্তির ভয়ঙ্কর কথা শুনলাম! এ কিছুতেই যে আমার ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। প্রাণাধিক, হৃদয়-সর্ব্বস্ব আমার! ভয়ে যে আমার প্রাণ কাঁপ্‌ছে।

অভি। ভয় কি? কিছু ভয় নাই, উত্তরে আমার! বলছিই ত ও সব দুর্ব্বল মনের বিকার একটা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার সখীদের সঙ্গে পুতুল খেলা কর, দেখ্‌বে—আমি যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে পাণ্ডবদের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়-গৌরবে হাস্‌তে-হাস্‌তে এসে এমনি ক'রে তোমার পাশে দাঁড়াব। তুমি অমনি হেসে হেসে এমনি ক'রে আমার কণ্ঠে তোমার রচিত বিজয়মাল্য পরিয়ে দেবে। তার পর সারারাত্রি তোমার সঙ্গে যুদ্ধের গল্প করব। সে কত আনন্দ হবে, ভাব ত দেখি? সে কত মজা হবে বল ত, উত্তরা? তোমার প্রাণটাও তখন—কেমন একটা গরিমায়—কেমন একটা মহত্ত্বে—কেমন একটা বিজয়-গৌরবে ভ'রে উঠ্‌বে—বল ত, উত্তরা?

উত্তরা। তুমি বল্‌ছ, কিন্তু তোমার চোখ দুটি ঐ যে ছল্ ছল্ করছে। তোমার মুখের ভাবও বদ্‌লে গেছে। তুমি আজ যুদ্ধে যেয়ো না। আজকার দিনটা উত্তরার কথা রাখ। কাল আবার যেয়ো—আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেবো।

অভি। ছিঃ বালিকে! এই বুঝি তোমার বীরাঙ্গনার মত কথা হ'ল? যুদ্ধে না গেলে সকলে বল্‌বে কি? ধর্ম্মরাজ, মধ্যমপাণ্ডব ভাব্‌বেন কি? মা, বড়-মা মনে কর্‌বেন কি? পিতা আর মামা শুনে বল্‌বেন কি? তাতে যে তোমার আমার দুজনেরই মুখ লজ্জায় নুয়ে পড়্‌বে, উত্তরে!

উত্তরা। আমি এই অমঙ্গলের কথা—ধর্ম্মরাজ, মা এবং বড়-মা'র কাছে এখনই ব'লে আস্‌ছি। এ শুন্‌লে কেউ কিছু মনে কর্‌বেন না, বরং যেতেই মানা কর্‌বেন। কুমার! যাই আমি ব'লে আসিগে; তুমি এখানে দাঁড়াও। [অভিমন্যুর মুখের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন]

অভি। উত্তরে! দোহাই তোমার, অমন কাজও ক'রো না। আজ আচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে ধর্ম্মরাজকে বন্দী কর্‌বেন ব'লে যুদ্ধ কর্‌ছেন। পিতা অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যস্ত। আর কেউ এ ব্যূহ ভেদ কর্‌তে জানে না। আমি জানি—আমার উপর নির্ভর ক'রেই সকলেই আমার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও আর কখন সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধ করি নি। আজ সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধে যাব, জয়ী হ'য়ে সেই বিজয়-গৌরব এনে সকলকে দেখাব। এ হ'তে আর আমার গৌরবের কথা কি আছে, উত্তরা? আজ আমি সার্থক—আজ আমি ধন্য—আজ আমি কৃতার্থ। উত্তরে! প্রাণের পুতলি! আমার আনন্দরাশি! চির আদরিণি! আজ আমার সে আনন্দে বাধা দিয়ো না। আজ আমার এমন উৎসাহে নিরুৎসাহ ক'রো না। আমি যতই দেরী কর্‌ছি, ততই পাণ্ডব-সৈন্য বিধ্বস্ত হ'য়ে যাচ্ছে। মধ্যম পাণ্ডব কেবল আমার আশা দিয়ে সৈন্যগণকে নিরস্ত ক'রে রেখেছেন। যতই বিলম্ব করব, ততই আমাদের মহা সর্ব্বনাশ হবে। আমি যাই—আর স্থির হ'তে পার্‌ছি না। [যাইতে উদ্যত]

[তৎক্ষণাৎ উত্তরা জানু পাতিয়া অভিমন্যুর সম্মুখে বসিয়া কাতরকণ্ঠে গায়িলেন]

গান

উত্তরা।—হে হৃদয়-দেবতা,　　　　রাখ আজি কথা,
　　হৃদয়েতে ব্যথা　　　　দিয়ো না—দিয়ো না।
আমার　সাধের খেলাঘর,　　　　আজি প্রাণেশ্বর,
　　ভেঙে দিয়ে তুমি　　　　যেয়ো না—যেয়ো না
　　　　তোমা' পেয়ে আমি জগত ভুলেছি,
　　　　তোমা' পেয়ে নবীন সংসার পেতেছি,
আজি　ছাড়িতে তোমায়,　　　　প্রাণ নাহি চায়,
　　তোমা ছাড়া মোরে　　　　ক'রো না—ক'রো না।

অভি।—　　শোন লো উত্তরে প্রাণের পুতলী,
　　　　কেন কর হেন আকুলি-ব্যাকুলি,
　　(তুমি বীরাঙ্গনা, বীরকুমারী ভয় কেন লো এত)
　　　　(তুমি বীরের ধর্ম্ম সব জান ত)
　　　　(তুমি গীতা-ধর্ম্ম সব বোঝ ত)
　　আমার প্রাণের উত্তরা,　　　　রণে যাব ত্বরা,
　　যেতে বাধা আজি　　　　হ'য়ো না—হ'য়ো না ॥

উত্তরা।—　আমার মেটে নি যে দেখা, মেটে নি পিয়াসা,
　　　　মেটে নি যে মোর তোমার ভালবাসা ;

অভি।—　　　　(আবার সাধ মিটাব)
　　　　(রণে জয়ী হ'য়ে এসে সাধ মিটাব)
　　(আবার তোমায় হেসে হৃদয়ে ধ'রে সাধ মিটাব)

উত্তরা।—　কি যে বলিতে পারি না, বোঝাতে পারি না,
　　আমার হৃদয় মাঝে বাণ হেনো না—হেনো না ॥

।—　　তবে যাই—যাই—যাই লো উত্তরে,
　　　　বিদায় দাও প্রিয়ে, যাই লো সত্বরে,
　　　　　　(ওই ডাকছে আমায়)

(আয় রে অভি, আয় রে ব'লে ওই ডাক্‌ছে আমায়)
(আমায় ছেড়ে এবার দাও উত্তরে)

উত্তরা।—আমি বড় নিরুপায় ধরি দু'টি পায়,
যাই—যাই আর ব'লো না—ব'লো না ॥

নেপথ্যে ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে] কুমার! কুমার! শীঘ্র এস—শীঘ্র—

অভি। ঐ মধ্যম পাণ্ডবের আহ্বান! উত্তরে! উত্তরে! আর দেরী কর্‌তে পার্‌ছি না।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় কৌরবের জয়! জয় কৌরবের জয়!

অভি। [চঞ্চল হইয়া] ঐ—ঐ শত্রুগণের জয়ধ্বনি। উত্তরে! উত্তরে! আর পার্‌লাম না। [দ্রুত প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ সুভদ্রা আসিয়া উত্তরাকে বক্ষে ধরিলেন।

সুভদ্রা। ভয় কি—ভয় কি, মা আমার! অভি যে আমার শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্‌তে যাচ্ছে। এস, মা আমার!

উত্তরা। [সরোদনে] মা! মা! মা!

[উত্তরাকে ধরিয়া সুভদ্রা ও সখীগণের প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কৈ—অভি কৈ? কোথায় গেল? আজ অভিকে যুদ্ধে যেতে দেওয়া হবে না, দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। ভদ্রার গীতা আজ আর আমাকে সান্ত্বনা দিতে পার্‌লে না। সব ভুলে গেছি। ভদ্রা মা নয়—রাক্ষসী। ভদ্রা মা নয়—দানবী! ভদ্রা মা নয়—সে নিষ্ঠুরা নিয়তি! আমার অভিকে খেতে এসেছে। না—দেবো না, কিছুতেই অভিকে যুদ্ধে যেতে দেবো না, ফেরাতে হবে। সে আগম জানে, নিগম জানে না, বাছা আমার বেরুতে পার্‌বে না—বিপাকে মারা যাবে। না—পার্‌ব না—বজ্রাঘাত

সইতে পার্‌ব না। ভদ্রা, তুই পারিস্—পার্‌বি। আমি কিছুতেই পার্‌ব না, —আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি। চারিদিকে অমঙ্গল দেখ্‌ছি—কিসের যেন অস্ফুট হাহাকার শুন্‌ছি। যাই—যাই ছুটে যাই। অভি! অভি!

[বেগে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বূ্যহ-দ্বার।

বেগে গীতকণ্ঠে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

ওই আস্‌ছে সিংহীর ছা-টা।
ব্যাধগুলো সব ছুট্‌ছে পিছু, দেবে ব'লে ঘা-টা ॥
ও যেমন-তেমন নয়,
তখন লাগ্‌বে প্রাণে ভয়,
গর্জ্জে উঠে তাগ্‌ ক'রে কর্‌বে যখন হাঁ-টা ॥

[বেগে প্রস্থান।

সত্বর জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। ঐ পার্থ পুত্র অভিমন্যু উল্কার মত দীপ্ততেজে ছুটে আস্‌ছে। দাঁড়াই—বূ্যহদ্বার রোধ ক'রে দাঁড়াই।

বেগে সারথি সহ নিষ্কাসিত অসিহস্তে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। বূ্যহদ্বার রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে, সিন্ধুরাজ! আপনি?

জয়। হাঁ।

অভি।— তবে ছাড়ুন দ্বার, বূ্যহমধ্যে প্রবেশ কর্‌ব।

জয়। অন্য দিনের মত আব্‌দার আজ আর চল্‌বে না, কুমার! ফিরে যাও।

অভি। ফিরে যাব না। অস্ত্র ধরুন—যুদ্ধ দিন।

জয়। [স্বগত] তেজস্বিনী ভাষা, অথচ কানে অমৃত বর্ষণ করছে।

অভি। চুপ্‌ ক'রে কেন, সিন্ধুরাজ? যুদ্ধ দিন্‌। বূ্যহমধ্যে যাব—বিলম্ব সইছে না।

জয়। ব'লেইছি ত কুমার! আজ আব্‌দার বা অভিনয় চল্‌বে না, আজ যুদ্ধ করতে হবে। পার্‌বে না, ফিরে যাও; তোমাদের মধ্যম পাণ্ডবকে পাঠিয়ে দাও গে। ধর্ম্মরাজ বুঝি আজ আচার্য্যের ভয়ে অন্দরে পাঞ্চালীর অঞ্চল বূ্যহে আশ্রয় নিয়েছেন? ভীমসেন একবার তাড়া খেয়ে একেবারে বুঝি নিরুদ্দেশ? নতুবা তুমি এ চক্রবূ্যহ মধ্যে প্রবেশ করতে আস্‌বে কেন?

অভি। এমন নীচভাষা একটা দেশের রাজার মুখে? ছিঃ! যাক্‌, অস্ত্র নিষ্কাসিত করুন।

জয়। তোমার মত শিশুর সঙ্গে অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ করতে যে নিতান্তই লজ্জা বোধ হয়, কুমার!

অভি। তা' হ'লে পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ান্‌, নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করি।

জয়। ছাড়্‌বে ব'লে কি বৃথা দাঁড়িয়ে আছে, জয়দ্রথ?

অভি। আশ্চর্য্য!

জয়। [স্বগত] মিষ্ট কথাগুলি শুনতে বেশ লাগ্‌ছে।

অভি। বড় বিপদেই ফেল্‌লেন আপনি দেখ্‌ছি! নিন্‌—অস্ত্র নিন্‌ আমি অসি ধ'রেই দাঁড়িয়ে আছি।

জয়। তা' হ'লে কিছুতেই ফির্‌ছ না?

অভি। ফির্‌ব তখন—জয়ী হ'য়ে। আসুন। [অসি উত্তোলন]

জয়। তবে এস, কুমার!

[উভয়ের যুদ্ধ চলিতে লাগিল]

সহসা বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। [জয়দ্রথের কর্ণে জনান্তিকে] ব্যূহের ভেতর যেন এ ঢুকতে পারে, নৈলে কায়দা হবে না—বুঝেছ ? আসি। [বেগে প্রস্থান।

[যুধ্যমান অভিমন্যুর সারথি সহ ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ।]

জয়। প্রলয়ের ক্ষিপ্তগ্রহকে বাধা দিতে পারলাম না। কি লজ্জা !

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। [সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক্ লক্ষ্য করিয়া স্বগত] কৈ—দেখ্ছি না ত ! তবে কি ব্যূহমধ্যে ঢুক্‌তে পেরেছে ? নিশ্চয়ই। তা' হ'লে এইবার আমিও ঢুকি।

জয়। কি হে বৃকোদর ! এতক্ষণ কোথায়—কোন্ গর্ত্তে লুকিয়ে নিজের পুত্রটীকে শিবিরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে, ভাইয়ের কোমল শিশুটিকে আজ সিংহের বিবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন ? অর্জ্জুন বুঝি শিবিরে ছিল না—তাই এই স্বার্থপরতা ?

ভীম। এইবার সেই শৃগাল-বিবরে মত্ত করি ভীমসেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রবেশ ক'রে শৃগাল দল দলিত কর্‌বে। সাবধান ! [গদা প্রহার]

জয়। [নিজ গদার দ্বারা বাধা দিয়া] এইবার প্রবেশ কর ?

[উভয়ের গদাযুদ্ধ চলিতে লাগিল]

ভীম। [যুদ্ধ করিতে করিতে] কৈ—কোন সাড়াই ত পাচ্ছি না। তবে কি কুমার কোনরূপ বিপদে পড়্‌ল ?

অভি। [নেপথ্যে] জয় শ্রীকৃষ্ণের জয় !

ভীম। ঐ—ঐ অভিমন্যুর জয়ধ্বনি ! [উচ্চৈঃস্বরে] যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি, রে, অভি—যাচ্ছি !

জয়। এই যেতে দিচ্ছি—দেখ্ না ?

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের বেগে প্রস্থান।

বেগে গীতকণ্ঠে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার পুনঃ প্রবেশ।

উভয়ে।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

ও বাপ রে কি দাপ,
বড় বড় বীরেদের সব লাগিয়ে দিচ্ছে ঝাঁপ,
ঘুর্‌ছে যেন কুমোরের চাক্, যুঝ্‌ছে কেমন ধাঁ—টা।
ঐ আস্‌ছে সিংহীর ছা—টা।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

চক্রব্যূহ-মধ্যস্থল।

ব্যস্তভাবে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। কি দীপ্তি! কি তেজ! কি বীরত্ব! বিস্মিত হয়েছি! যা কোন দিন দেখি নাই, তাই আজ অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুতে দেখেছি! এ কয়দিন তৃণাচ্ছাদিত বহ্নিকে চিন্‌তে পারি নাই, আজ তার জ্বলন্তমূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছি। ঠিক যেন একটা দীপ্ত শিখার মত—একটা দিগ্দাহের মত—একটা মৃত্যুর মূর্ত্তিমতী ধ্বংসকারিণী শক্তির মত—একটা দিক্-চক্রবাল হ'তে স্খলিত কেন্দ্রচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মত—একটা মন্মথ-মথনকারী ত্র্যম্বকের ত্রিনয়নোত্থিত কৃশাণু শিখার মত বালক অভিমন্যু আজ কৌরববাহিনী ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। দেবাসুরের মন্থন-দণ্ডের ন্যায় অভিমন্যু আজ কৌরব-সাগর মথিত ক'রে দিচ্ছে। বীরত্ব-গর্ব্বে—শূরত্ব-গরিমায়—ক্ষত্রিয়-মহিমায় আজ বীরেন্দ্রগণকে যথার্থই মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে। যারা প্রকৃত শত্রু, তারাও প্রশংসা না ক'রে প্যার্‌ছে না। আমি দূর থেকে তার মধুরোজ্জ্বল ভীমকান্ত মূর্ত্তিখানি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। সেই অস্ফুটন্ত কুসুম-কোরকের মধুর সৌরভে বিভোর

হয়েছিলাম। সেই হাস্যমুখ অথচ বীরত্বব্যঞ্জক ভ্রূকুটি কুটিল উল্লাসদৃষ্টি দেখে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল—একবার ঐ বীরত্ব-মণ্ডিত মহিমময় প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যটিকে বক্ষে ধ'রে আসি, হৃদয়ে রেখে প্রাণের তৃষানল নির্ব্বাণ ক'রে আসি, আর একবার প্রাণ খুলে ব'লে আসি যে, সে আমার কে—আর আমি তার কে। কিন্তু হা রাক্ষসী কুন্তি! হা সর্ব্বনাশিনী জননি! আজ তোমার জন্যই কর্ণকে এই তুষানলে জ্বল্‌তে হচ্ছে। কালসাপিনি! সেইদিন দংশন কর্‌লি না কেন? সেইদিন গলা টিপে আমাকে মেরে ফেল্‌লি না কেন? আজ আমি আমার সহোদর পুত্র—বীরচূড়ামণিকে ত বাবা ব'লে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে পার্‌লাম না! আজ তার বীরত্বের সহিত রণ-নৈপুণ্য দেখে, ছুটে গিয়ে তাকে ত স্নেহাশিস্ দিয়ে আস্‌তে পার্‌লাম না! রাক্ষসি! আমার জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছিস্—আমাকে দ'গ্ধে মেরেছিস্—আমাকে পাপে লিপ্ত করিয়েছিস্—আমাকে মহাপাপী দুর্য্যোধনের নরক-পথের প্রদর্শক ক'রে ছেড়েছিস্! উঃ! অসহ্য—অসহ্য! ইচ্ছা হয়—ধরিত্রি! তুমি দ্বিধা হও—আমি তোমাতে প্রবেশ করি। ঐ যে, আমার আনন্দ-দুলাল অভিমন্যু হাস্‌তে-হাস্‌তে, নাচ্‌তে-নাচ্‌তে এইদিকেই আস্‌ছে।

হাস্যমুখে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। কৈ—আজ যে আর আমাকে আপনি কাছে ডেকে অপরদিনের মত আদর কর্‌ছেন না, অঙ্গপতি?

কর্ণ। আজ ত তুমি খেলা করতে এস নি, কুমার! আজ যে তুমি পাণ্ডবদের সেনাপতি হ'য়ে এসেছ।

অভি। সেনাপতিকে বুঝি আদর কর্‌তে নাই?

কর্ণ। আদর ক'রে কি তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ করা যায়?

অভি। তা কেন যাবে না? ক্ষত্রিয়দের ত ঐরূপ হ'য়েই থাকে—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মও ত তাই। কর্ত্তব্য মনে ক'রে ন্যায়যুদ্ধ করবে, তার আর আপন পর কি?

কর্ণ। [স্বগত] অভিমন্যু! আমিও ক্ষত্রিয়—আমিও যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

অভি। আসুন তবে, অঙ্গপতি! আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করি। কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি—আজ আমি খেলা করব না—যুদ্ধ করব। আপনিও আজ মায়া-মমতা ছেড়ে ঠিক কর্ণের মত যুদ্ধ করুন, তা না হ'লে আমার আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তৃপ্তি হবে না।

কর্ণ। [বিস্ময়ে স্বগত] কি তেজঃপূর্ণ মধুর বাক্য! কি প্রতিভা-মণ্ডিত মুখে অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক বচন-চাতুর্য্য!

অভি। কৈ, অঙ্গপতি! চুপ্‌ ক'রে থাক্‌লেন যে? বালক ব'লে উপেক্ষা কর্‌ছেন? আচ্ছা—এই কথা থাক্‌ল যে, আমি যদি বীরের মত রণ-কৌশল না দেখাতে পারি, তা' হ'লে আপনি আর আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না।

কর্ণ। [হাসিয়া] এস বালক! যুদ্ধ কর।

[উভয়ের যুদ্ধ চলিতে লাগিল]

অভি। [যুদ্ধ করিতে করিতে] অঙ্গপতি! মন দিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছেন না কিন্তু।

কর্ণ আচ্ছা, এইবার। [ঘোরতর যুদ্ধ]

[কর্ণের পলায়ন

অভি। কি আনন্দ কর্ণসহ রণে!
ওই বুঝি আসিছেন
পিতৃ-গুরু দ্রোণাচার্য্য আমার সকাশে।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

অভি। [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

দ্রোণ। [স্বগত] আশীর্ব্বাদ করি—পিতৃ-গৌরব লাভ কর। [প্রকাশ্যে] ভয় হয়েছে নাকি, কুমার! নতুবা রণক্ষেত্রে এসে অস্ত্র বিনিময়ের পরিবর্ত্তে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে কেন? তুমি এই সাহস নিয়ে পাণ্ডবের সেনাপতি হ'য়ে এসেছ?

অভি। [ঈষৎ হাস্য করিয়া] জান্‌তাম—পিতৃদেবও, রণস্থলে আপনি উপস্থিত থাক্‌লে প্রথমতঃ শরের দ্বারা আপনাকে প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে থাকেন। আমিও আজ রণাঙ্গনে সেই পিতৃ-গুরুকে সম্মুখীন দেখে প্রণাম ক'রে ধন্য হয়েছি। তবে পিতা শরের দ্বারা প্রণাম করেন, আমি তা করি নাই। কারণ—ভদ্রা মা আমাকে এই ভাবেই প্রণাম করতে ব'লে দিয়েছেন। মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যই অস্ত্র ব্যবহার করি নাই। আর আপনি আচার্য্য, আপনি ত আপনার শিষ্য-পুত্রকে বিশেষরূপেই জানেন। রণক্ষেত্রে আমি ভীত হয়েছি কি না, শিষ্য-পুত্রের সে পরীক্ষা ত আপনি এখনই গ্রহণ করতে পারেন। আর কোন শক্তিই যদি আমার না থাকে, তবে অর্জ্জুন পিতা—ভদ্রা মাতা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মাতুল, এই গর্ব্বে—এই দর্পেই প্রথমতঃ অর্জ্জুনপুত্র ত্রিলোকে কাউকে শঙ্কা করে না। দ্বিতীয়তঃ—পরীক্ষাক্ষেত্র সম্মুখে উপস্থিত। বালক ব'লে উপেক্ষা না ক'রে, আচার্য্য! আজ শিষ্য-পুত্রের পরীক্ষা গ্রহণ কর্‌লেই সে কৃতার্থ হ'তে পারে।

দ্রোণ। [স্বগত] পরীক্ষা করছিলাম! যথার্থই সিংহ-শিশু তুমি কুমার! যথার্থই অর্জ্জুন-পুত্র তুমি অভিমন্যু!

অভি। মহাবীর কর্ণও কিন্তু আমাকে উপেক্ষা করেন নাই।

দ্রোণ। আমিও করব না—এস। অসিযুদ্ধ করবে না শর-কৌশল দেখাবে, কুমার?

অভি। আপনি যা অনুমতি করবেন, তাতেই প্রস্তুত আছি।

দ্রোণ। আচ্ছা—প্রথমতঃ অসি-যুদ্ধই কর, কুমার! শীঘ্র ধর অসি।

অভি। এই ধরেছি—আসুন।

[উভয়ের অসি-যুদ্ধ চলিতে লাগিল]

দ্রোণ। [যুদ্ধ করিতে করিতে] সাবধান, বালক!

অভি। কোন চিন্তা নাই।

দ্রোণ। [স্বগত] উঃ! অসহ্য বালকের ঘন ঘন অসি প্রহার! আর বুঝি স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না।

[পলায়ন।

অভি। আচার্য্য! আচার্য্য! দাঁড়ান্—দাঁড়ান্। পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করব। [পশ্চাদ্ধাবন।

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। কিবা ভয়ঙ্কর—কিবা ভয়ঙ্কর
করে রণ অর্জ্জুন-কুমার!
বন্-বন্ চক্রাকারে ভ্রাম্যমান শিশু
শন্-শন্ ঘোরে অসি বিদ্যুৎ ঝলকি'!
নাচে মত্ত রণরঙ্গে
শবরাশি দলি' পদতলে।
বিষম হুঙ্কার—অস্ত্রের ঝঙ্কার!
টং—টং কোদণ্ড-টঙ্কার!
ঢং—ঢং ঘণ্টাধ্বনি রথের উপরে।
উঠিছে—পড়িছে শিশু চক্ষুর নিমেষে

কভু শূন্যে—মহাশূন্যে হয় অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ কভু হাসিতে হাসিতে—নাচিতে-নাচিতে
মূর্ত্তিমান্ সম্মুখ-সমরে।
অদ্ভুত বীরত্ব! অদ্ভুত শূরত্ব!
দেখি নাই—দেখে নাহি কেহ।
মনে হয় পার্থ-কৃষ্ণ
এক সঙ্গে একমূর্ত্তি ধরি'
অভিমন্যু রূপে আজ কুরুক্ষেত্র-রণে।
সার্থক—সার্থক, পার্থ! হেন পুত্র পেয়ে।

দ্রোণাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ।

দ্রোণ	দেখ নাই, দুর্য্যোধন!
করে রণ—কি ভীষণ
সিংহ-শিশু অর্জ্জুন-কুমার!
এইমাত্র করিলাম রণ তার সনে।
দুর্য্যোধন! দেখিলাম চাহি তারে,
যেন প্রলয়-স্ফুলিঙ্গ সম ছুটেছে সমরে।
মনে হ'ল, দুর্য্যোধন!
কপিলের ক্রুদ্ধ নেত্র-বহ্নি
ধ্বংসিয়া সগরবংশ না হ'য়ে নির্ব্বাণ,
ভস্মিবারে কৌরববাহিনী—
অভিমন্যু রূপে পশি কুরুক্ষেত্রমাঝে,
জ্বলিয়া উঠিল যেন দাউ দাউ রবে।
দুর্য্যোধন! না পারিনু তিষ্ঠিতে সে রণে,
ভঙ্গ দিয়ে আসিয়াছি লজ্জিত বদনে।

দুর্যো। [মনোভাব গোপন রাখিয়া বিরক্ত ভাবে] আচার্য্য! চমৎকার! চমৎকার! আমি আজ আচার্য্যের মুখে শিষ্য-পুত্র অভিমন্যুর গুণগাথা শুন্‌তে আসি নি এখানে। সামান্য শিশু-হস্তে পরাজিত আচার্য্যের নির্লজ্জ বাক্যচ্ছটা শুন্‌তে আসি নি এখানে। আমি এসেছি এখানে কৌরব-সেনাপতি ভারতের অদ্বিতীয় বীর দ্রোণাচার্য্যের রণজয় বার্ত্তা সগৌরবে গ্রহণ কর্‌তে। আমি এসেছি এখানে অর্জ্জুনশূন্য রণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ আচার্য্যের পাণ্ডব বিধ্বংসের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ দেখ্‌তে।

দ্রোণ। দাম্ভিক দুর্য্যোধন! ব্যঙ্গ-তিরস্কার ক'রো না। রণক্ষেত্রে গিয়ে সেই শিশুর সঙ্গে একবার অস্ত্র-চর্চ্চা ক'রে এস, তা' হ'লেই বুঝ্‌বে কি সে দুর্ব্বার শক্তি! কি সে অচিন্তনীয়—অভাবনীয় রণ-কৌশল! কি সেই বীরত্বের মহাঝঞ্ঝা! দেখ্‌লে তুমিও বিস্মিত হবে—তুমিও স্তম্ভিত হবে। দেখ্‌লে তোমারও মনে হবে—সে এই মর্ত্তের নয়, সে সেই স্বর্গের নয়, নূতন উচ্চারিত একটি দেব-আশীর্ব্বাদ! বাণীর বীণা-বেণু-বাদিত নব-রাগিণী গাথা একটি মধুর সঙ্গীত! নবসিন্ধুমথিত একটি নব পারিজাত-গুচ্ছ! সমস্ত মন্দাকিনীর সুধা সঞ্চিত একটি নবীন অমিয় মূর্ত্তি! তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের বজ্র; ধূর্জ্জটীর নেত্র-বহ্নি—নারায়ণের সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই নয়নানন্দ মণিখানি ঘেরা রয়েছে। মধুরে-উজ্জ্বলে, কোমলে-কঠোরে কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! দেখ নাই—দুর্য্যোধন, একবার দেখে এস।

দুর্য্যো। বৃদ্ধ হ'লে যে তারা একেবারে চক্ষুলজ্জাশূন্য হ'য়ে ওঠে, তা পূর্ব্বে জান্‌তাম না। লজ্জা হচ্ছে না আপনার—আমার কাছে শত্রু-পুত্রের গুণকীর্ত্তন করতে? লজ্জা হচ্ছে না আপনার—দুর্য্যোধনের কাছে নিজের পৃষ্ঠভঙ্গদানের নির্লজ্জতা ব্যাখ্যা কর্‌তে? কেমন ক'রে এই সব অবান্তর কাহিনী আমার কাছে এতক্ষণ মধুরতর কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করছেন? ছিঃ! আমি বুঝ্‌লাম—বহুদিন অন্ন প্রদান ক'রে, বহুকাল

আশ্রয় প্রদান ক'রে পাণ্ডবদের একটি উপযুক্ত স্তাবক সৃষ্টি ক'রে তুলেছি। বহুকাল অন্ন প্রদানের ফলে একটি বৃদ্ধ পাণ্ডব-ভক্ত প্রস্তুত করেছি

দ্রোণ। ঠিক বলেছ, দুর্য্যোধন! আমি সত্যই একটি অন্নদাস। শুদ্ধ তাও নই—তোমার একটি ক্রীতদাস। এস কর্ণ! এস—দুঃশাসন, এস—সৌবল, এস—জয়দ্রথ, এস—শুনে যাও—দ্রোণাচার্য্য আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছে, সে দুর্য্যোধনের ক্রীতদাস—অন্নদাস, অথচ অকৃতজ্ঞ পাণ্ডব-ভক্ত—পাণ্ডব-স্তাবক—ঘোরতর কৃতঘ্ন। সে ব্রাহ্মণ নয়—ব্রহ্মবীর্য্য তাতে নাই—ক্ষত্রিয়পাদলেহী কুক্কুর। আর কি বল্‌তে চাও—দুর্য্যোধন? আর কি শোনাতে চাও, সম্রাট্‌? আমি পারি নাই—নিজ প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারি নাই। বালকের রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এসেছি। ক্রীতদাসের আবার লজ্জা কি? অন্নদাস বৃত্তিভোগীর আবার লজ্জা কি? সে লজ্জা আমার নাই।

দুর্য্যো। [পদধারণ করিয়া] বর্ত্তমান অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন, আচার্য্য! আজ অভিমন্যু-করে আপনাকে পরাজিত দেখে আমার সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা চূর্ণ হ'য়ে গেছে। আমার মস্তিষ্ক আজ সম্পূর্ণ বিকৃত, আমাকে ক্ষমা করুন। ধৈর্য্যের আধার ব্রাহ্মণ! আমাকে ক্ষমা করুন। অভিমন্যুর করে আজ কৌরব-গৌরব রক্ষা করুন।

দ্রোণ। [হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া] ওঠ, মহারাজ! এ বৃদ্ধ আজ তার সমস্ত তেজ—সমস্ত শক্তি—সমস্ত সামর্থ্য একত্র পুঞ্জীভূত ক'রে দ্বিতীয় বার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বে—তোমাকে তুষ্ট কর্‌তে পারি কি না। চল্‌লাম তবে, মহারাজ! ঝঞ্ঝার মত উড়ে যাব—বিদ্যুতের মত ছুটে যবে—দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠ্‌ব। ধধূপের মত একটা মহাজ্বালা উদ্গীরণ ক'রে, আজ অভিমন্যুকে ভস্ম ক'রে দিয়ে চ'লে যাব।

[বেগে প্রস্থান।

দুর্য্যো। এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উত্তেজিত করতে এক আমিই জানি। এই শমীবৃক্ষকে জ্বালিয়ে তুলতে এক আমিই। যাই—আজ আচার্য্যের বিশ্ব-ধ্বংসী বীরমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি গে।

[প্রস্থান।

বেগে দুঃশাসন সহ যুদ্ধ করিতে করিতে
অভিমন্যুর প্রবেশ ও প্রস্থান।
বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

ওই দেখ্ মৃত্যুর মাদল বাজ্‌ছে ;
তাথৈ তাথৈ থিয়া—থিয়া—থিয়া—
ডাকিনী-যোগিনী নাচ্‌ছে ॥
রুধিরের সিন্ধু উঠিছে গর্জ্জিয়ে,
কি মৃত্যুর শিঙ্গা উঠিছে ধ্বনিয়ে,
হৈ—হৈ—হৈ—রৈ—রৈ—রৈ—
ওই প্রমথের দল সাজ্‌ছে ॥

[প্রস্থান।

ধনুর্যুদ্ধ করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্য সহ
অভিমন্যুর প্রবেশ ও যুদ্ধ।

দ্রোণ। [যুদ্ধ করিতে করিতে] সাবধান, রক্ষা নাই—রক্ষা নাই আজ।

অভি। [যুদ্ধ করিতে করিতে] ভীত নহে মৃত্যু-ভয়ে কভু ভদ্রার কুমার।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বিদ্যাধর সহ ভীত ত্রস্ত দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা। বাপ্—বাপ্! একেবারে কাঁপ্ লাগিয়ে দিয়েছে ছোঁড়াটা! কোথা থেকে শিখ্লে বল ত, বিদ্যাধর?

বিদ্যা। ওদের দিকে আর শেখাবার লোক কে আছে বল?

দুঃশা। আচার্য্যকে আজ ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।

বিদ্যা। কেবল আচার্য্য কেন, ঘোল আজ অনেককেই খেতে হচ্ছে। একবার যাও না, বন্ধু!

দুঃশা। ছিঃ—শিশুর সঙ্গে? গায়ে থুথু দেবে যে লোকে!

বিদ্যা। ভীমটা কিন্তু ব্যূহ মধ্যে ঢুকতে পারে নাই, সখা!

দুঃশা। বাইরে থেকে গর্জ্জাচ্ছে।

বিদ্যা। একেবারেই পার্লে না। গলায় দড়ি দিলে না কেন যে, তাই ভাব্ছি।

দুঃশা। কি পার্লে না, বন্ধু?

বিদ্যা। তোমার সেই রক্তপান? রক্ত খাবে—তার পর সেই রক্তে দ্রৌপদীর চুল বেঁধে দেবে, এত বড় আশায় ছাই প'ড়ে গেল! তবে বোধ হয়, একবার শেষ চেষ্টা না ক'রে ছাড়্ছে না।

দুঃশা। থাক্ থাক্ তোমার ও কথা। এখন এস, চল—দেখি গে দাদা কোথায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

বূহদ্বারের সম্মুখ।

উদ্বিগ্ন মনে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কোন ক্রমেই জয়দ্রথকে অতিক্রম ক'রে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম না। একাকী কুমার অভিমন্যু অগণন শত্রু মধ্যে না জানি কি ভাবে বিচরণ কর্‌ছে! মাঝে মাঝে তার জয়োল্লাস-ধ্বনি কৌরবের হাহাকার ধ্বনির সঙ্গে কর্ণে প্রবেশ কর্‌ছে। কিন্তু কতক্ষণ পারবে? অসীম অনন্ত সমুদ্রের মহাবেলার ন্যায় কৌরব-বাহিনী বেষ্টিত ব্যূহমধ্যে, উত্তাল সাগর-তরঙ্গে ভাসমান ক্ষুদ্র পোতের ন্যায় কতক্ষণ সে বালক স্থির থাক্‌তে পার্‌বে? হয় ত বা এক-একবার রণশ্রান্ত হ'য়ে বিশ্রামের অবসর নেবার জন্য ব্যূহদ্বার-পথে আমার প্রবেশ প্রত্যাশা ক'রে, তখনই নিরাশ হ'য়ে পড়্‌ছে। হয় ত বা অগণিত কৌরব-পশুর পাশব আক্রমণে নিতান্ত অসহ্য বোধ ক'রে আমাকে কাতরকণ্ঠে সাহায্য করতে ডাক্‌ছে। যাই—এবার চক্রব্যূহের অন্য পার্শ্ব আক্রমণ ক'রে দেখি গে, যদি প্রবেশের উপায় করতে পারি। একেবারে ঝড়ের মত গিয়ে পড়্‌ব—প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত গিয়ে পড়্‌ব—বাসবের শত বজ্রের মহাসঙ্ঘাতের মত গিয়ে পড়্‌ব। দেখি—পারি কি না।

[বেগে প্রস্থান।

পরক্ষণেই জয়দ্রথ সহ গদাযুদ্ধ করিতে করিতে

ভীমের পুনঃ প্রবেশ।

ভীম। জয়দ্রথ! আজ তুই মৃত্যু অপেক্ষাও কঠোর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিস্। কি শত ঐরাবত-শক্তি তোর বাহুতে আশ্রয় করেছে

যে, ভীমকেও পরাস্ত করলি? যে ভীমের একটি গদা প্রহারে শত শত মহাগিরি চূর্ণ হ'য়ে যায়, সেই ভীম আজ তোর কাছে নিতান্ত নিস্তেজ।

জয়। নাও, ব্যূহমধ্যে একবার প্রবেশ কর, বৃকোদর!

ভীম। আচ্ছা—শেষ চেষ্টা এই। [উভয়ের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ]

[নিষ্ক্রান্ত]

দশম দৃশ্য।

ব্যূহ-মধ্য।

অভিমন্যু একাকী বিচরণ করিতেছিলেন।

অভি। এক-এক ক'রে আচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলেই পলায়ন করেছে, আর কাউকে দেখ্‌ছি না। চক্রব্যূহ যেন নীরব—নিস্পন্দ চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় প্রাণহীন ভাবে অবস্থিত। ভদ্রা মা! দেখে যাও—তোমার আশীর্ব্বাদ আজ আমাকে অক্ষয় কবচের ন্যায় কেমন ক'রে অজেয় ক'রে রেখেছে। উত্তরে! আস্‌বার সময় বৃথা অমঙ্গল দেখে অস্থির হয়েছিলে, এখন দেখে যাও—তোমার অভি—তোমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব কি ভাবে আজ অমিতবিক্রমে সিংহ-শিশুর ন্যায় এই কৌরব-কাননে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। মধ্যম পাণ্ডব ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করতে না পেরে হয় ত কতই দুশ্চিন্তা করছেন! কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে, তাঁর অভিমন্যু আজ কি নির্ভীক হৃদয়ে মহাযুদ্ধে মহামহারথিগণকে বারবার বিধ্বস্ত ক'রে বিজয়-গৌরবে, বিজয়-দর্পে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে।

সহসা ছায়ামূর্ত্তি রোহিণী আসিয়া অদূরে স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন।

[চমকিয়া] কে তুমি কায়াহীন ছায়া-মূর্ত্তি ? পার ত উত্তর দাও—কেন এ সময়ে আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছ ? কেনই বা তুমি আজ উত্তরাকে কাঁদিয়ে এসেছ ? বল—বল ? নতুবা এই তীক্ষ্ণ শরে—[শর যোজনা করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ছায়া-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল] কি আশ্চর্য্য ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশে মিশে গেল ! কে এ ? আরও কয়দিন দেখেছিলাম, কিন্তু উত্তরাকে সে কথা প্রকাশ করি নাই। কিন্তু যখনই দেখি, তার পরেই কি এক উদাসভাব এসে আমাকে অধিকার করে—কিছুই ভাল লাগে না, কোথায় যেন উড়ে যেতে ইচ্ছা করে। সে কোথায়—জানি না—বুঝি না—চিনি না ; অথচ যেন সে স্থানটি কত পরিচিত—কত জানা-শোনা—কত আপনার। অথচ যেন সেই স্থানটি আমার চিরমধুর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা—কত চিরস্মৃতির মধ্যে একটা মধুর বিস্মৃতি দিয়ে মাখা ! কে যেন সেখানে আমার আছে ! সে কে—তা বুঝি না, কিন্তু এই হৃদয়ের গুপ্ত অন্তস্তলেও যেন তার বাসা—একাঙ্গ—অভেদাত্মা—অভিন্নহৃদয় হ'য়েই যেন দু'টিতে আমরা চিরদিন আছি। এ কি স্বপ্ন ! এ কি প্রহেলিকা ! এ কি কল্পিত কবিতা ! ঐ যে লক্ষ্মণ আস্‌ছে।

ধীরে ধীরে রণসাজে সজ্জিত লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সকলে শ্রান্ত হ'য়ে বুঝি তোমাকে পাঠালেন, লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। কেউ পাঠায় নি, অভি ! আমি নিজেই এসেছি।

অভি। আজ কিন্তু খেলা নয়—তা জান ?

লক্ষ্মণ। তা জানি, আজ তুমি সেনাপতি। তাই দেখ্‌তে এলাম—

সেনাপতি হ'লে তোমাকে কেমন মানায়, আর কেমন ক'রে সেনাপতির মত যুদ্ধ কর।

অভি। তা' হ'লে দূর থেকে দেখ্‌লে ত পার্‌তে, লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। তার মানে, অভি ?

অভি। তার মানে অনেক। অত ব্যাখ্যা কর্‌বার স্থান ত এ রণক্ষেত্র নয়, ভাই! সে উত্তরার খেলাঘরে।

লক্ষ্মণ। এখানে যা কর্‌তে এসেছ, তবে তাই কর, অভি!

অভি। প্রস্তুত আছ ? পার্‌বে ? ভয় কর্‌বে না ?

লক্ষ্মণ। তুমি পার্‌বে ? তুমি ভয় কর্‌বে না ?

অভি। আমি ভয় কর্‌ব কি না—কর্‌ছি কি না, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ ? একাকী মাত্র ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেছি—একে একে সকল মহারথীদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছি। তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে—দেখেছ বোধ হয় ? আর ঐ দেখ—চক্রব্যূহের চারিপার্শ্বে কিরূপ শবের প্রাচীর গেঁথে দিয়েছি! [হাস্য]

লক্ষ্মণ। সেই শব-প্রাচীর নির্ম্মাতা বীরের সঙ্গেই বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

অভি। আচ্ছা। পার্‌বে তুমি, সাহস আছে তোমার।

লক্ষ্মণ। এতদিন কি তবে মিছেই পাণ্ডব-সেনাপতি অভিমন্যুর কাছে রণশিক্ষার হাতে খড়ি দিয়ে কাট্‌ল ?

অভি। লক্ষ্মণ! ভাই! এতক্ষণ রঙ্গ কর্‌ছিলাম। আমি কি তোমার সাহস, বল-বীর্য্য জানি না, ভাই ? এক সঙ্গে—এক প্রাণে—একবৃন্তে এতদিন দু'টিতে গাঁথা থাক্‌লাম, তাতে কি কারও কাউকে চিন্‌তে, জান্‌তে বাকী থাকে, রে লক্ষ্মণ ? তবে একটা মহাসমস্যা আছে কিন্তু।

লক্ষ্মণ। [হাস্যমুখে] কি, অভি ?

অভি। উত্তরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আজ কিন্তু ভাই, আমায় মানা ক'রে দিয়েছে ; তার উপায় কি ?

লক্ষ্মণ। পাছে তোমার হাতে আমি মারা যাই, এই ভয় বুঝি উত্তরার ?

অভি। [সহাস্যে] এ ছাড়া আর কি ? যুদ্ধে আস্‌বার সময় সে যদি ব্যাপার দেখ্‌তে ! তার পর আবার কি এক ছায়ামূর্ত্তি দেখে একেবারে

লক্ষ্মণ। না, অভি ! তুমি যতটা ভীরু ব'লে তাকে মনে কর, তা কিন্তু সে নয়।

অভি। তা জানি, তবে বড় সরল—বড় কোমল—বড়—মধুর !

লক্ষ্মণ। সে সারল্য—সে কোমলতা—সে মাধুর্য্য যেন এ সংসারের নয়। এ সংসারে যেন তেমনটি খুঁজে পাওয়া যায় না, অভি ! সে যেন একখানি কবিতাময়ী—সঙ্গীতময়ী ছবি ! সে যেন একরাশি হাসির গুচ্ছ ! সে যেন একরাশি জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য ! সে যেন কি, তা ঠিক বল্‌তে পারি না, অভি !

অভি। [সহাস্যে] এটা রণস্থল, লক্ষ্মণ ! এ সে উত্তরার কবিতাকুঞ্জ নয়, ভুলে যাচ্ছ কিন্তু।

লক্ষ্মণ। হাঁ অভি, সত্যসত্যই তার কথা মনে হ'লে সব ভুলে যাই।

অভি। যাক্—তার পর ?

লক্ষ্মণ। তার পর যুদ্ধ।

অভি। তার পর ?

লক্ষ্মণ। হয় মৃত্যু, না হয় জয়।

অভি। এ দুটোর একটা আমাদের মধ্যে আজ নির্দ্ধারিত, তা মনে রাখ্‌ছ ত ?

লক্ষ্মণ। ভুলে গেলে তুমি মনে ক'রে দিয়ো।

অভি। কে মর্‌বে, কে বাঁচ্‌বে, স্থির নাই কিন্তু।

লক্ষ্মণ। না—নাই। [হাসিলেন]

অভি.। একজন যাবেই।

লক্ষ্মণ। হাঁ—তাই—কি বল্‌ছ ?

অভি। না—আর কিছু না, এস তবে লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। তুমি কি জিত্‌বে ব'লেই আমাকে অত ভয় দেখাতে চাচ্ছ, অভি ?

অভি। আমি জিত্‌ব, সে কথা ত বলি নি, লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। না বল্‌লেও আমি জানি যে।

অভি। জেনে-শুনে ত মৃত্যুর কাছে কেউ আসে না, ভাই !

লক্ষ্মণ। বীর যে, সে আসে; ক্ষত্রিয় যে, সে আসে; কুমার অভিমন্যুর বন্ধু যে, সে আসে।

অভি। কিন্তু জয়লাভ কর্‌ব ; এ কথা মনে রাখা চাই-ই ; নতুবা প্রকৃত যুদ্ধ করা যায় না।

লক্ষ্মণ। আর একদিন তুমি আমায় এ কথা শিখিয়েছিলে, অভি, মনে আছে ?

অভি। তবে সব চেয়ে বড় কথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে এই যে, আমরা হিংসাশূন্য—শত্রুতাশূন্য। কেবল ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য আর শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য কর্‌তে প্রাণপণে তাই পালন কর্‌ব। তাতে আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দোব। খুব বেশি ক'রে মনে রাখ্‌তে হবে, লক্ষ্মণ, যা আমরা নিজেরা কর্‌ব বা কর্‌ছি ব'লে অহঙ্কার কর্‌ছি, সে সবই শ্রীকৃষ্ণ করাচ্ছেন, আমরা কিছুই নই। এই চক্ষু মুদে প্রাণের সঙ্গে একবার বল্‌ত ভাই,—[উভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া] এখন এস, বলি।

উভয়ে। [একসঙ্গে] ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

অভি। এস, লক্ষ্মণ! আর না। [অসি নিষ্কাসিত করিলেন]

লক্ষ্মণ। এই—এস, অভি!

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। [সানন্দ মুখে স্বগত] এ কেমন হ'ল? দুজনে অত ভাব, অথচ যুদ্ধ? খেলা করছে না ত? দেখ্‌তে হ'ল—ব্যাপারটা কি গিয়ে দাঁড়ায়।

[প্রস্থান।

পুনরায় ধনুর্যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের প্রবেশ; দূরে শকুনি পূর্ব্বাবস্থায় দেখিতেছিলেন।

অভি। লক্ষ্মণ! এইবার সতর্ক হও।

লক্ষ্মণ। এত সহজে পারছ না, অভি!

অভি। বড় শক্তও হবে না। [ধনুতে শরযোজনা করিয়া হাত কাঁপিতে লাগিল]

লক্ষ্মণ। ওকি, অভি! তোমার এখনও হাত কাঁপ্‌ছে? ছিঃ! এখনও মায়া? তুমিই না একটু আগে আমাকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিচ্ছিলে? তুমিই না ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিলে? তুমিই না অর্জ্জুন পুত্র—গোবিন্দের শিষ্য—ভদ্রা মা'র শিক্ষায় শিক্ষিত—বীর? তার পর আজ আবার পাণ্ডব-সেনাপতি। খুব দায়িত্ব বোধ ত তোমার দেখ্‌ছি! শর তুলে তূণের মধ্যে রাখ—আগে মন বাঁধ—হৃদয়কে গড়, তার পর যুদ্ধ কর। নতুবা আজ এ অভিনয় দেখাবার যুদ্ধ আমাদের নয়। আজ তুমিও যে 'কর্ত্তব্য নিয়ে যুদ্ধে

এসেছ, আমিও সেই কর্ত্তব্য নিয়ে যুদ্ধে এসেছি। নতুবা মায়া দেখাবার—স্নেহ দেখাবার—ভালবাসা দেখাবার—প্রয়োজন যদি হ'ত, তা' হ'লে এখানে এ সাজে—এভাবে আমরা আস্তাম না, অভি! সে স্থান ত তুমি কিছু আগেই নির্দ্দেশ ক'রে বলেছিলে—উত্তরার খেলাঘরে। এখানকার সম্বন্ধ অস্ত্র-বিনিময়ে—এখানকার সম্ভাষণ বীরত্বে-বীরত্বে—শৌর্য্যে-শৌর্য্যে। এখানকার অভিভাষণ পরস্পরের রণ-কৌশলে। তা ত তুমি আমা হ'তেও অধিক জান্‌তে ব'লে গর্ব্ব ক'রে এসেছ, ভাই! যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, তার জন্ম আগে ভেবে ম'লে কি হবে, অভি?

অভি। বড় সময়ে জাগিয়ে দিয়েছ, লক্ষ্মণ! বড় সময়ে সতর্ক ক'রে দিয়েছ, ভাই! সত্যই আমার দুর্ব্বলতা এসেছিল—সত্যই তোমার স্নেহ আমাকে শরচালনায় বাধা দিচ্ছিল—সত্যই আমি কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেল্‌ছিলাম। বুঝ্‌লাম, লক্ষ্মণ! বুঝ্‌লাম ভাই, গীতামর্ম্মানুসারে আমরা গঠিত হই নাই, শুধু শিখেছি—কতকগুলি তার কথা আবৃত্তি কর্‌তে। বুঝ্‌লাম, লক্ষ্মণ! ক্ষত্রিয়ত্ব—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এ সব ছেলেখেলা নয়—এ সব জ্ঞান উত্তরার পুতুল-ঘরে থেকে শেখা হয় না। উঃ! আমি কি কর্‌ছি! পাণ্ডবের সমস্ত দায়িত্ব—সমস্ত আশা-ভরসা নিয়ে আজ তোমার সঙ্গে শিশু-খেলা কর্‌তে বসেছি! আচ্ছা—লক্ষ্মণ, এইবার অভিমন্যু দেখ—এইবার পাণ্ডব-সেনাপতি দেখ—এইবার যুদ্ধ দেখ। ভুলে যাও তুমি অভিকে, ভুলে যাই আমি তোমাকে! এস তবে!

লক্ষ্মণ। এস বীর! আমিও তাই চাই।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শকুনি। [স্বগত] এতক্ষণে বুঝ্‌লাম—এরা ভাবের ঘরে চুরি কর্‌তে আসে নাই—যুদ্ধই এদের আজ লক্ষ্য। তা' হ'লে দেখ্‌ছি—দুর্য্যোধনের পুত্রের তালিকা হ'তে একটি নাম আজ কর্ত্তন ক'রে রাখ্‌তে হ'ল!

আচ্ছা—নীচের দিক্ দিয়েই চলুক না? গোড়া থেকেই সুরু হ'ক্। যাই—দেখি গে, আজ শকুনি একটা দেখ্বার জিনিষ পেয়েছে।

[প্রস্থান।

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। ভীষণ—ভীষণ রণ লক্ষ্মণের সনে!
কিন্তু পারিবে কি কুমার আমার?
কোনরূপে পারে যদি,
তা' হ'লে কি পুত্র-জয় বিজয় গৌরবে
দুর্য্যোধন উঠিবে নাচিয়া?
[নেপথ্যের দিকে চাহিয়া]
ওই—ওই করে রণ সিংহ-শিশুদ্বয়।
কেহ পড়ে ভূমিতলে—কেহ বক্ষে তার,
ওই পুনঃ অসির ঘূর্ণন—
কি চমৎকার হস্তের কৌশল!
ওই—ওই অসি দৃঢ়করে লক্ষ্মণ এবার
বসাইবে অভিমন্যু-বুকে।
ওই—ওই গর্জ্জিয়া লক্ষ্মণ বীর
দেয় বুঝি বসাইয়া!
আচ্ছা—আচ্ছা বাখানি, লক্ষ্মণ!
[সহসা হতাশভাবে]
একি হ'ল! একি হ'ল?
না বিঁধিতে লক্ষ্মণের অসি,
তখনি কাটিল অভি চক্ষুর নিমেষে!
জ্বলিয়া উঠিল ওই বীর শিশুদ্বয়,

পরস্পরে ঘাত-প্রতিঘাত
চলিছে নিয়ত।
রক্তস্রোতে শিশুদ্বয় যাইতেছে ভাসি।
যাই—যাই অন্য সৈন্যে করি গে প্রেরণ।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে গীতকণ্ঠে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার পুনঃ প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

এবার দুটো বাঘের বাচ্ছা,
তারা যুদ্ধ করছে আচ্ছা,
ভয় পাচ্ছে না—ভয় খাচ্ছে না—
দুটোই মজা মারছে ॥
ওই মৃত্যুর মাদল বাজছে।

[প্রস্থান।

[আহত লক্ষ্মণকে ধরিয়া সারথি ও অভিমন্যু ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। লক্ষ্মণ বামহস্ত দ্বারা অভিমন্যুর কণ্ঠ ধরিয়াছিল ও তাহার বক্ষঃ হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছিল]

অভি। [উপবেশন করিয়া নিজ অঙ্কে লক্ষ্মণকে অর্দ্ধশায়িত ভাবে রাখিয়া একদৃষ্টে সজলচক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া] লক্ষ্মণ! ভাই!

লক্ষ্মণ। কি, অভি?

অভি। বড় কষ্ট হচ্ছে?

লক্ষ্মণ। হ'ক্—তবুও তোমার কোলে মাথা রেখে শান্তি পাচ্ছি।

অভি। এই ত আমাদের সব শেষ হ'য়ে গেল, লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। শেষ ত হয় না, অভি! তুমিই ত সেইদিন বলেছিলে, এ যে আত্মায় আত্মায় গাঁথা, এ ত ছেঁড়ে না। বলেছিলে—এ যে আত্মায় আত্মায় ভালবাসা, এ ত ফুরাবে না। বলেছিলে—

অভি। আজ যে সে কথা ভুলে যাচ্ছি, রে ভাই! আজ যে সে সান্ত্বনা আস্‌ছে না প্রাণে। আজ যে আমার হৃদয়খানি একেবারে ভেঙে পড়েছে, লক্ষ্মণ! হৃদয়ের সবটুকু যে আজ হারিয়ে ফেলে যাচ্ছি, ভাই! জীবনের সবটুকু যে আজ কুরুক্ষেত্রের মাঝে রেখে যাচ্ছি, রে প্রাণাধিক! অনেক দিন থেকে যে আমরা দু'টিতে এক বৃন্তে ফুটেছিলাম, প্রিয়তম! তার একটি খ'সে পড়্‌ল—একটি গাঁথা রইল। [রোদন]

লক্ষ্মণ। ছিঃ, অভি! তুমি কাঁদ্‌ছ, ভাই? এ সময়ে কেঁদো না—এ সময়ে কাঁদ্‌তে নাই—এ সময়ে ধৈর্য্য হারাতে নাই। বীর যে তুমি, অভি! তবে সে বীরধর্ম্ম পালন ক'রে দুঃখ কেন, ভাই? আমি যাচ্ছি—আমার কর্ম্ম ফুরিয়েছে, তা'তে তোমার কাঁদ্‌বার কথা ত নাই, অভি! শ্রীকৃষ্ণের কাজ ক'রে যাচ্ছি, তার জন্য আনন্দ কর, অভি! আনন্দ কর। একটু জল! জল আছে এখানে, অভি?

অভি। আছে—দিচ্ছি। [সারথিকে ইঙ্গিত করিলেন, সারথি জল আনিয়া অভিমন্যুর হাতে দিল] এই জল খাও, লক্ষ্মণ! [জলপান করাইলেন]

লক্ষ্মণ। আঃ, গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে যেন বাঁচ্‌লাম! আমাকে একবার পাশ ফিরিয়ে দাও ত, অভি! আমি তোমার মুখখানা ভাল ক'রে দেখি। বড় ভাল লাগে, অভি—বড় ভাল লাগে! জগতে এমনধারা আর কিছু ত ভাল লাগে না, ভাই!

[অভিমন্যু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, লক্ষ্মণ একদৃষ্টে অভিমন্যুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ও দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল]

অভি। কাঁদ্‌ছ, ভাই! কাঁদ, প্রাণ ভ'রে কাঁদ। [চক্ষু মুছাইয়া দিয়া] আর এ ভাবে তোমার অভির গলা ধ'রে তার বুকে শুয়ে কাঁদ্‌তে পাবে না। এই তোমার ইহ-জন্মের সুখ-দুঃখের চির অবসান, ভাই! কাঁদ্‌বার জন্ম আমিই থাক্‌লাম। আর তোমার বড় সাধের—বড় আদরের উত্তরা রইল, লক্ষ্মণ! হোঃ! [রোদন]

লক্ষ্মণ। উত্তরা? উত্তরা? বড় ভালবাস্‌ত—বড় ভালবাস্‌তাম। তাকে আজ বড় আঘাত দিয়ে গেলাম, অভি! সে যে ননী দিয়ে গড়া—স্নেহ দিয়ে মাখা—ভালবাসা দিয়ে ভরা! আনন্দের রাণী! সে ত কখন শোকের কান্না কাঁদে নি, অভি! তাকে যেরূপে পার, সান্ত্বনা দিয়ে রেখো। আর তাকে ব'লো, অভি! ব'লো ভাই! লক্ষ্মণ তার কর্ত্তব্য পালন ক'রে বীরের ন্যায় হাস্‌তে হাস্‌তে মরেছে। ভদ্রা মাকেও ঐ কথা ব'লো। আর আমার মাকে? না—কিছু না, ভাই! তোমাকে দেখি—প্রাণ ভ'রে দেখি।

অভি। [ললাটে হাত বুলাইয়া] তোমার মায়ের কাছে যাবে, লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। [বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া] হাঁ—আর গিয়েছি! জল দাও।

অভি। [জল দিলেন, জল পড়িয়া গেল] জল ত খেলে না—প'ড়ে গেল যে, ভাই! একি! একি! অমন কর্‌ছ কেন, লক্ষ্মণ? কি যেন বল্‌বে, বল্‌তে পার্‌ছ না যেন!

লক্ষ্মণ। [জড়িত স্বরে] মা! মা! বড় অভাগিনী! না না গীতা—শ্রীকৃষ্ণ—ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা! হবে—হবে—হবে—

অভি। লক্ষ্মণ! ভাই! কৃষ্ণনাম কর। শেষের বন্ধু তাঁকেই মনে মনে ডাক।

লক্ষ্মণ। [জড়িত স্বরে] গাও—গাও, অভি! হরে—মু—রা—রে—

অভি। [সরোদন স্বরে] হরে মুরারে—হরে মুরারে—হরে মুরারে।

[লক্ষ্মণ শুনিতে শুনিতে প্রাণত্যাগ করিল]

অভি। [সরোদনে] লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! কথা কও, ভাই! আর একবার 'অভি' ব'লে ডাক, ভাই! যেয়ো না তুমি—থাক্‌তে পার্‌ব না—নিয়ে যাও তোমার অভিকে। [লক্ষ্মণের মৃতদেহের উপর মস্তক রাখিলেন]

অদূরে বিবেক গায়িলেন।

বিবেক।—

গান।

এই ত জীবের পরিণাম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে উড়ে গেল
ছেড়ে সাধের সংসার-ধাম॥
কোথা গেল মাখামাখি সে দু'টি প্রাণের টান্,
কোথা গেল বল দেখি রে, সেই দুই প্রাণ—এক প্রাণ,
এত ভালবাসার শেষে দেখ্‌রে একবারেই বিরাম॥
এক বোঁটাতে দুটি ফুল ওই ছিল রে ফুটে,
একটি যে তার বোঁটা ছিঁড়ে ভুঁয়ে পড়্‌ল লুটে,
ওরে সব গেল দেখ্ রইল কেবল তাঁর
চিরকীর্ত্তি-গাথা নাম।

[প্রস্থান

ধীরে ধীরে শকুনি আসিয়া অভিমন্যুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

শকুনি। আর কেন ও মড়ার বুকের ওপর প'ড়ে থাকা? সব ফুরিয়ে গেছে। এখন দাও ত, লক্ষ্মী দাদাটি আমার! লক্ষ্মণের দেহটি ছেড়ে দাও—মহারাজের বুক শীতল করি গে।

অভি। [সজল চক্ষে শকুনির দিকে চাহিলেন]

শকুনি। ওঠ—গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ। ওদিক্ থেকে ঝড়ের মত বেগে সব ছুটে আস্‌ছে। অস্ত্র-শস্ত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক হ'য়ে দাঁড়াও।

অভি। এই নাও তবে, গান্ধাররাজ! তোমাদের নয়নানন্দকে নাও। [লক্ষ্মণকে দিলেন] যাও, ভাই! যেখানে বীরত্বের পুরস্কার দেবার জন্য বীরাঙ্গনাগণ জয়মাল্য নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছে, সেই আনন্দময় শান্তিধামে চ'লে যাও, ভাই!

শকুনি। এ ভাল কথা, এইবার নিজেও যাবার জন্য প্রস্তুত হও গে, বেশি দেরি বোধ হয়, আর করতে হবে না।

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা। আয়—আয়, শৃগালশিশু! তোকে শেষ ক'রে আজ লক্ষ্মণের শোকানল নির্ব্বাণ করি। [অসি উত্তোলন]

অভি। আসুন—আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। [অসি উত্তোলন]

[দুঃশাসনকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া প্রস্থান।

শকুনি। কি করব, লক্ষ্মণ! কান্না ত পায় না। কাঁদ্‌তে গেলে তোমার পিতার কীর্ত্তির কথা মনে প'ড়ে যায়। এইরূপে উনশতটি পুত্রকে হত্যা ক'রে দুর্য্যোধন আমার পিতাকে দগ্ধ করেছিল। আজ তার একটু নমুনা পাক্—আজ তার একটু আস্বাদ নিক্। [লক্ষ্মণের বক্ষোরক্ত লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে] কতকটা শান্তি হচ্ছে! কতকটা তৃপ্তি হচ্ছে! কবে সবগুলির বক্ষোরক্ত এমনি ক'রে নিংড়ে—সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌ব? [ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া] পিতা! পিতা! আজ এই অমৃতধারা পান ক'রে কথঞ্চিৎ পিপাসা দূর কর! আর আশীর্ব্বাদ কর—যেন এইরূপে দুর্য্যোধনের শতভ্রাতার রুধির দিয়ে তোমার অনন্ত পিপাসার শান্তি ক'রে দিয়ে যেতে পারি। যাই—এখন এ শবটাকে কাঁধে ক'রে দুর্য্যোধনের কাছে নিয়ে যাই। দেখে কেমন ক'রে জ্ব'লে ওঠে, তাই দেখ্‌তে হবে। [শব স্কন্ধে করিলেন]

সহসা নিষ্কাসিত অসি হস্তে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। কৈ—কৈ, সেই বালক?

শকুনি। দুঃশাসনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে ঐদিকে ছুটেছে। [কৃত্রিম রোদন সহ] কিন্তু দেখ—দেখ একবার, দুর্য্যোধন! একবার দাদার আমার শেষ চাঁদ মুখখানি দেখে যাও।

দুর্য্যো। না—দেখ্‌ব না—দেখ্‌তে চাই না। আগে প্রতিহিংসা—তার পর দেখা। [গমনোদ্যত]

শকুনি। [লক্ষ্মণের মৃতদেহ সম্মুখে ধরিয়া] একবারটি বুকে ধ'রে গেলে না, বাবা?

দুর্য্যো। [তৎক্ষণাৎ সক্রোধে ফিরিয়া] দূর হও, ধূর্ত্ত! [অসি প্রদর্শন]

[বেগে প্রস্থান।

শকুনি। আমার যা কাজ, তা হয়েছে। যাও—এইবার পুত্রশোকের আগুনে জ্ব'লে উঠে অভিমন্যুকে শেষ ক'রে দাও গে। তা না হ'লে অলস অর্জ্জুন জ্ব'লে উঠ্‌ছে না—কৃষ্ণের চাল্‌ ঠিক হচ্ছে না—আমারও আশা পূর্ণ হচ্ছে না। কেবল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই আমার কাজ। যাই—এটাকে নিয়ে কৌশলে দুর্য্যোধনের সম্মুখে ফেলে দিয়ে আসি। দেখুক্‌—আর জ্বলুক্‌—আর পুড়ে খাক হ'য়ে যাক্‌।

[লক্ষ্মণের শব লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির—উত্তরার কক্ষ।

কক্ষ-ভিত্তি-গাত্রে অভিমন্যুর একখানি উজ্জ্বল চিত্রপট লম্বিত ছিল এবং ভূতলে একপার্শ্বে উত্তরার ধনুঃশর ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি সজ্জিত ছিল। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তি রোহিণী প্রবেশ করিলেন।

রোহিণী। [ভিত্তি-গাত্রস্থিত ছবিখানি লইয়া, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিয়া স্বগত] এই চিহ্নটুকুও আজ মুছে নেবো, মর্ত্তে তার কোন চিহ্নই থাক্‌তে দেবো না। ঈর্ষায় সইতে পার্‌ব না। উত্তরার কথা ভাব্‌লে দুঃখ হয়। বালিকা হয় ত এই ছবিখানি দেখে—এই ছবিখানি বুকে ক'রে কথঞ্চিৎ বুকের দারুণ অনল নির্ব্বাণ কর্‌তে পার্‌ত ; কিন্তু কি কর্‌ব ? আমি যে পারি না। আমি—আমার প্রাণেশের কোন চিহ্নই আমা ছাড়া হ'য়ে থাকে, এ আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। তাই আজ এই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে গোপনে এসে আমার প্রাণেশের প্রতিকৃতিখানি চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। [আকাশের দিকে চাহিয়া] ঐ এক—দুই—তিনটি তারা মাত্র উঠেছে ! ওই আরও উঠ্‌ছে। সকলেই বেশ উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, হাস্যময় ! কিন্তু ঐ যে আমার মূর্ত্তি রোহিণী তারাটি, সৈ কেবল ম্লান—অস্ফুট—দীপ্তিহীন ! আর একটু পরেই আজ ঐ রোহিণী তারাটি কেমন উজ্জ্বল-হাস্যময় হ'য়ে উঠ্‌বে। যাই—রণস্থলে যাই। আর দেরি নয়—সেখানে সপ্তরথীতে প্রাণেশকে ঘিরে ফেলেছে। আর দেরি নাই—এইবার—

সহসা উত্তরা প্রবেশ করিলেন।

[তাঁহাকে দেখিয়া রোহিণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ছবিখানি ভূতলে পড়িয়া গেল।]

উত্তরা। [ছবিখানি পড়িতে দেখিয়া] এ কি! অভির ছবিখানি হঠাৎ আপনি ভূঁয়ে প'ড়ে গেল কেন? [বিস্মিতভাবে চারিদিক্ দেখিয়া] কৈ? কেউ ত নয়! তবে কি—[ছবিখানি তুলিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ রোহিণী সেই ছবিখানি কাড়িয়া লইতে টানিয়া ধরিলেন] এ কি! কে টেনে ধর্‌লে! কৈ—কে তুমি? কেন আমার প্রাণেশ্বরের ছবিখানি টেনে ধরেছ? ওগো মিনতি করি—ছেড়ে দাও। ও যে আমার বড় সাধের জিনিষ—প্রাণের জিনিষ!

রোহিণী। [কাছে আসিয়া] আমি তোমার সতীন। হিঃ! হিঃ! হিঃ! [হাস্য]

উত্তরা। কেউ নাই, তবুও কথা কয়! এ কি?

[ইত্যবসরে রোহিণী ছবিখানি কাড়িয়া লইলেন, উত্তরা লইবার জন্য যেমন কাছে যায়, অমনি রোহিণী অন্যদিকে সরিয়া যায়, এইরূপ কিছুক্ষণ চলিল]

উত্তরা। ছবি দেখ্‌ছি—অথচ মানুষ দেখ্‌ছি না, ছবিও নিতে পার্‌ছি না। ও গো! কোন্ দেবতা তুমি আমার উপর এই উপদ্রব করছ? আমি ত কোন অপরাধ করি নি, তবে কেন আজ আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? প্রাণেশের বিদায় কালে যে সর্ব্বনাশের কথা বলেছিলে, সেও কি তুমি? সেই থেকে আমার প্রাণ-মন বড় অস্থির—বড় চঞ্চল। প্রাণেশ আমার একাকী ব্যূহমধ্যে পড়েছে, এ সংবাদ পেয়ে অবধি পাগলের মত বেড়াচ্ছি। ওগো! তুমি আমায় দয়া কর—দয়া কর। আমার ছবিখানি আমায় দাও। [ধরিতে গেলেন ও রোহিণী সরিয়া গেল; স্বগত] এবার যেন একটু দেখ্‌তে

পেয়েছি। তড়িতের মত যেন একটা নারী-মূর্ত্তির আভাস দেখ্‌তে পেয়েছি। [প্রকাশ্যে ক্রোধে] তবে দেবে না? দেবে না? দেবতা হ'য়ে এমন নিষ্ঠুর তুমি? আচ্ছা—তবে, দেবতা! এই মর্ত্তের বালিকার তেজ দেখ। [ধনুর্ব্বাণ লইয়া শর যোজনা করিলেন] এখনও বল্‌ছি—ছবি আমায় দাও? দিলে না? তবে সহ্য কর। [শরত্যাগ, কিন্তু শর সেই ছায়া-মূর্ত্তিকে বিদ্ধ না করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল]

রোহিণী। হিঃ—হিঃ—হিঃ! [হাস্য]

উত্তরা। আচ্ছা—আবার। [এইরূপে বারংবার শরত্যাগ ও বারংবার পূর্ব্ববৎ পতন] আশ্চর্য্য ত! শর বিদ্যুদ্বেগে ছুটছে—লক্ষ্যের উপর পড়্‌ছে, অথচ লক্ষ্যকে বিঁধ্‌তে পার্‌ছে না। যেন বাতাসের মধ্যে থেকে প'ড়ে যাচ্ছে। এখন যেন মূর্ত্তিও অনেকটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর দিব্যমূর্ত্তি! অথচ হৃদয় এত ক'ঠোর কেন?

রোহিণী। সত্যই আমি অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি! আমার রক্ত, মাংস গঠিত শরীর নাই, কাজেই তোমার শর আমাকে বিঁধ্‌ছে না, উত্তরা!

উত্তরা। এত মধুর কথা তোমার? তবুও আমার উপর বিদ্বেষ কেন?

রোহিণী। তুই যে আমার সতীন। আমার প্রাণেশ্বরকে তুই কেড়ে এনে নিজে ভোগ কর্‌ছিস্। তাঁর কোন চিহ্নই আজ এখানে রাখ্‌তে দোব না—বুঝ্‌বি তবে আমার জ্বালাটা।

উত্তরা। [স্বগত] আবার রুক্ষ ভাষা? [প্রকাশ্যে] কেন আমার উপর এ অত্যাচার কর্‌ছ? আমি বালিকা, এখনও আমি সংসার চিনি নি, স্বামী চিনি নি, আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না। ওগো! আমি বড় আদরিণী—বড় সোহাগিনী, আমার সে আদর—সে সোহাগটুকু কেড়ে নিয়ো না। আমি যে আজ ঐ ছবিখানি বুকে ক'রে কাটিয়েছি। দাও-দেবি! আমার ছবিখানি দাও।

রোহিণী। [কোমল স্বরে] উত্তরে! সত্যই 'আজ আমি তোর সে সোহাগ আদরটুকু কেড়ে নিতে এসেছি। ভগিনি! আজ ষোড়শবর্ষ আমি বড় কষ্ট পেয়েছি, উত্তরা! তুমি আমার সব সুখ—সব শান্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছ, উত্তরা! ভগিনি, আমি অনেক জ্বলেছি—অনেক পুড়েছি—অনেক দিন থেকে স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্তে এসে আমার প্রাণেশ্বরের পাশে পাশে ঘুরছি; কিন্তু প্রাণেশ আমায় চিন্‌তে পারেন নি—বুঝ্‌তে পারেন নি। বল দেখি ভগিনি! নারীর পক্ষে এ কতখানি কষ্ট! কিন্তু,আজ আমার সে দুঃখের নিশা অবসান হয়েছে। তাই আজ আমার প্রাণেশকে নিতে এসেছি, নিয়ে যাব। তাঁর চিহ্নটিও এ মর্ত্তে রাখ্‌তে দেবো না ব'লে তাঁর ছবিখানিও কেড়ে নিয়েছি। এ আর তুমি পাবে না, বোন্! কিছুতেই দোব না—মিছে তুমি কাতরতা জানাচ্ছ!

উত্তরা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] ওগো! ও সব তুমি কি বল্‌ছ, দেবি? তোমার প্রাণেশ কে? কাকে তুমি নিতে এসেছ—বল—বল—

রোহিণী। আর শুনে কাজ নাই। কিছুতেই যেন বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না—ন্যাকা আর কি! ও চালাকি আর খাট্‌ছে না—ছবি পাচ্ছ না।

উত্তরা। আবার ব্যঙ্গ কর্‌ছ? ওঃ তুমি কি? তুমি কখন মিষ্ট কথা বল্‌ছ, কখন কটু কথা বল্‌ছ—কখন আবার ব্যঙ্গ কর্‌ছ। তোমার ভাবই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

রোহিণী। [সক্রোধে] বুঝ্‌বে আর ছাই! তোর সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছি, এইবার চল্‌লাম। বুঝ্‌তে পার্‌বি—প্রতিশোধ কাকে বলে। [যাইতে উদ্যত]

উত্তরা। [ব্যস্ত হইয়া] যেয়ো না—যেয়ো না, আমায় ছবি না দিয়ে যেয়ো না। [ছবি ধরিতে যাইল]

রোহিণী। [ধাক্কা মারিয়া] মর্ অভাগিনি! জ্ব'লে-পুড়ে মর্।

উত্তরা। [ধাক্কা খাইয়া চীৎকারপূর্ব্বক] ওঃ! [মূর্চ্ছা]

রোহিণী। যাই—পালাই, নতুবা এ দৃশ্য দেখা যায় না। [গমনোদ্যতা ও কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া দাঁড়াইলেন] একি! আপনি এখন এখানে? সংশপ্তক যুদ্ধ কি হ'য়ে গেল?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আমি এখানেও আছি—অর্জ্জুনের রথেও আছি তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? কিন্তু তুমি এখানে কেন বল ;—এই বালিকার উপর উৎপাত-উপদ্রব করতে এসেছ, রোহিণি?

রোহিণী। কেন করতে এসেছি, তা কি আপনি জানেন না? আমাকে এই ষোড়শ বর্ষ ধ'রে কি কষ্ট দিয়েছে আপনার উত্তরা, বলুন ত? আজ তার প্রতিশোধ নিয়ে গেলাম।

কৃষ্ণ। তাতে উত্তরার দোষ কি, রোহিণি? তোমারই অন্যায়ে—তোমারই পাপে গর্গ মুনির অভিশাপে শশধরকে এই মর্ত্ত্যে এসে অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। সে দোষ কি এই বালিকার?

রোহিণী। আমি আমার প্রাণেশের কোন চিহ্নই মর্ত্ত্যে থাকতে দোব না; তাই এই প্রাণেশের ছবিখানি নিয়ে যাচ্ছি—এ দোব না।

কৃষ্ণ। আশ্চর্য্য, রোহিণি! তুমি দেবী হ'য়েও মোহবশে জানতে পারছ না যে, উত্তরা কে? তুমি আর উত্তরা ত ভিন্ন নও, রোহিণি! গর্গশাপে চন্দ্রলোক হ'তে তোমার স্বামী চন্দ্রদেব মর্ত্ত্যে এসে ভিন্নমূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করলে, তোমারই বাসনা তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসে এই ধরাতলে উত্তরা-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আছে। রোহিণি! তুমি মোহবশে নিজের উপরে নিজে হিংসা করছ।

রোহিণী। য়্যাঁ! বলেন কি?

কৃষ্ণ। একদিন তোমার এ মোহ ঘুচে যাবে, রোহিণি! তখন বুঝতে

পারবে যে, আপনাকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তুমি এইরূপ লীলাভিনয় করছ কি না। তার পর—আরও দেখবে—আরও বুঝবে যে, অভিমন্যু, উত্তরা, রোহিণী এই তিনে এক আবার একে তিন কি না। রোহিণি, এই রসের অভিনয়েই জগৎ চলছে।

রোহিণী। বলুন—বলুন এ রসের উৎসই বা কোথায়, আর এই অভিনয়ের নাট্যাচার্য্যই বা কে ?

কৃষ্ণ। এ রসের উৎস আমার নাট্যকুশলা অভিনেত্রী প্রকৃতি আর নাট্যাচার্য্য স্বয়ং আমি।

রোহিণী। তুমি—তুমি—তুমি ?

কৃষ্ণ। হাঁ—আমি—আমি। কিন্তু সে আমি আমার এই মূর্ত্তি-আমি নয়। আমি যে 'আমি' শব্দ বললাম, সেই আমিকে জানতে চেষ্টা কর, রোহিণি, তা' হ'লে আর এরূপ নিজে নিজে জ্ব'লে-পুড়ে মরতে হবে না। সে আমি যে, আমার ভিতরেও বাস করছে, আবার তোমার ভিতরেও বাস করছে। যে জানতে পারে, ধন্য হয়; আর যে জানতে পারে না, সে এইরূপ শোকে দুঃখে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে।

রোহিণী। এত উচ্চ কথা আমার এখন বোঝবার শক্তি নাই, আর সে ইচ্ছাও নাই। আমাকে যেতে দিন।

কৃষ্ণ। তোমরা দেবলোকবাসিনী, তোমাদের সে ইচ্ছা হবে না, তা জানি, রোহিণি! তোমাদের হৃদয় কেবল নিজ-নিজ ভোগ-সুখে উন্মত্ত। এই মর্ত্তবাসীর ন্যায় দেবদুর্লভ হৃদয় তোমরা কোথায় পাবে? এই শোক-দুঃখ দিয়ে তৈরি সুচারু হৃদয়ই আমার আসন। সেইজন্যই মর্ত্তবাসীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও বেশি। যাক্, রোহিণি! তুমি এখন ঐ মূর্চ্ছিতা বালিকার একমাত্র প্রবোধের স্থল অভিমন্যুর চিত্রখানি রেখে যাও।

[বিষণ্ণমুখে ছবিখানি উত্তরার পার্শ্বে রাখিয়া রোহিণীর প্রস্থান].

দ্রুতপদে সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। তুমি, দাদা? আমি হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে আস্‌ছি। ব্যাপার কি, দাদা?

কৃষ্ণ। ঐ দেখ। উত্তরা বোধ হয়, কোন রকম ভয় পেয়ে মূর্চ্ছিতা হয়েছে। তুমি এ সময়ে এসে ভালই করেছ, ভদ্রা! আমি বড় ব্যস্ত আছি—তুমি দেখ।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। [উত্তরাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে] কৃষ্ণ! দেখা হ'ল আর চ'লে গেলে? কিছুই বল্‌লে না? যা ভালবাস, তাই কর, কৃষ্ণ! কিছুই জান্‌বার বা বল্‌বার নাই আমার। আহা! এত কোমলতা দিয়ে গড়া তুমি, উত্তরা! কেমন ক'রে যে সে বজ্রাঘাত সহ্য কর্‌বে, তাই ভাব্‌ছি। উত্তরা! মা আমার! ওঠ।

উত্তরা। [সংজ্ঞা পাইয়া] মা! মা! মা!

সুভদ্রা। এই যে, আমি কাছে ব'সে আছি, মা!

উত্তরা। [সজল চক্ষে উঠিতে লাগিলেন, ভদ্রা চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, পরে ভদ্রার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সরোদনে গাহিলেন]

গান।

ওমা! দেখ গো আমার মন কেমন করে।
আমার কেঁদে ওঠে প্রাণ, হারিয়েছি জ্ঞান
আজ মা আমার অভির তরে॥
কায়াহীন কে মা ছায়ামূর্ত্তি ধ'রে,
অগোচরে আমার প্রবেশিয়ে ঘরে,
অভির ছবিখানি নিয়েছে মা হ'রে,
আমার জীবনের রবি নিবায়ে করে॥

কি জানি রণে মা, কি বিপদ্ ঘটেছে,
কি জানি মা আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে,
আমার প্রাণের অভি, সাধের প্রাণের ছবি
আজ দারুণ বিধি তায় বুঝি মা হরে ॥

সুভদ্রা। কেন কাঁদ্‌ছ, মা? কেন ভাব্‌ছ, মা? অভি যে তোমার সেনাপতি হ'য়ে পাণ্ডব-গৌরব রক্ষা কর্‌তে যুদ্ধে গেছে। অভি যে আমার গোবিন্দের পাদপদ্মে উৎসর্গ করা ফুল, সে ফুলের জন্য কাঁদ্‌বার কি ভাব্‌বার ত কিছুই নাই, মা! তুমি ত তা জান্‌তে—উত্তরা, তুমি যে আমার অভির সঙ্গে এক মন্ত্রে দীক্ষিতা—কৃষ্ণ-সেবিকা। তবে কেন আজ অধীর হ'য়ে পড়্‌ছ, মা? বীরাঙ্গনা ত বীর স্বামীর জন্য কখন কাঁদে না!

উত্তরা। এতদিন ত আমিও কাঁদি নাই, মা! আজ যে, আমাকে আমার ভাগ্য-বিধাতা এসে কাঁদিয়ে দিয়েছে, মা! আজ এক ছায়ামূর্ত্তি রাক্ষসী এসে অভির ছবিখানি চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আরও যে কি সর্ব্বনাশের কথা ব'লে গেছে মা, সে কথা মুখে আনা যায় না—ভাব্‌তে পারা যায় না, মা!

সুভদ্রা। কৈ, উত্তরে! তোমার অভির ছবি ত কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যায় নি, এই যে প'ড়ে আছে।

উত্তরা। [ছবিখান বুকে লইয়া] তাই ত, মা! এ যে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমি যে অনেকক্ষণ সেই ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে এই ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। হ্যাঁ! তবে কি সে সব কিছুই না,? মিথ্যা একটা স্বপ্ন দেখ্‌লাম? কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, মা!

সুভদ্রা। স্বপ্ন কোন্‌টা নয়, মা? সেও স্বপ্ন—এও স্বপ্ন—তুমি আমি এ সবই স্বপ্ন! শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নের সংসারে আমরা সব স্বপ্ন হ'য়ে তাঁর

লীলাভিনয় প্রকাশ করছি মাত্র। মানব-জীবনটাই একটা মহাস্বপ্ন। যেদিন মানুষের এ মধুর স্বপ্ন ভেঙে যাবে, তখন আর মানুষ—মানুষ থাকবে না। তাঁর সেই চির-জাগরণের রাজ্যে চ'লে যাবে। যেখানে স্বপ্ন নাই—তন্দ্রা নাই—মায়া নাই—মোহ নাই—আমি নাই—আমিত্ব নাই, সব সেখানে তুমি—তুমি, উত্তরে! সে জাগরণের জন্য এস আমরা প্রস্তুত হই। সেই রাজ্যে যাবার জন্য এস—আমরা সব ভুলে—সব ফেলে—সব ছেড়ে, পতি-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির মোহ কেটে তাঁর শরণাগত হই। সেই একেতেই সেখানে সব পাব, সেই এক কৃষ্ণেই তখন অর্জ্জুন পাব, অভিমন্যু পাব—সমস্ত পাণ্ডব পাব—এমন কি নিখিল বিশ্বরাজ্য পাব; তবে আর কি চিন্তা আমাদের? উত্তরে! মা! এস আমার সঙ্গে, তোমাকে আজ গীতার একাদশ অধ্যায় শোনাই গে, তা' হ'লে সব অবসাদ, সব অশান্তি দূর হ'য়ে যাবে।

[উত্তরাকে লইয়া প্রস্থান

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। [উন্মাদিনীর ন্যায়] কি শুনলাম! কি শুনলাম! ব্যূহ-মধ্যে বাছাকে নাকি আমার সপ্তরথীতে ঘিরে ফেলেছে। অভি নাকি আমার পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ-শিশুর ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যাধগণের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করছে! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আজ কি ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর এঁরা সব নিদ্রিত? দুধের শিশুকে পশুদের গহ্বরে ফেলে দিয়ে এঁরা কি সকলে আজ রণশ্রান্তি দূর করছেন? কি কাপুরুষতা! কি নির্লজ্জতা! ইচ্ছা হচ্ছে—আমিই আজ তীক্ষ্ণ অসি ধ'রে—কৌরব-পশুদল দলিত করতে করতে অভির কাছে এখনই ছুটে যাই। কৈ—উত্তরা কৈ? সে কি এ কথা শুনতে পেয়েছে? ভদ্রা রাক্ষসী মা! দানবী মা! তার সেজন্য কিছুই চিন্তা নাই; কিন্তু আমি কি করি উপায়? ছুটে যাব, না

কি কর্‌ব? ওঃ! অভি আমার না জানি কি বিপদের মধ্যেই পড়েছে! চার্‌দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে—তার সেখানে কেউ নাই। সত্যই বুঝ্‌লাম—আজ তার কেউ নাই—কেউ নাই। স্বার্থপর জগতে আজ তার কেউ নাই।

নেপথ্যে।—জয় কৌরবের জয়!

দ্রৌপদী। ঐ—ঐ কি বজ্রধ্বনি! কি বজ্রধ্বনি! কোথায় যাব? কি কর্‌ব? হায়! হায়! হায়!

[বেগে প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

চক্রব্যূহের মধ্যবর্ত্তী—পার্শ্ব।

বিষণ্ণমুখে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও হাস্যমুখে শকুনি ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দ্রোণ। দেখ, রাধেয়! দেখ, দুঃশাসন, শকুনি! দ্রোণাচার্য্য আজ কি না কর্‌লে! ভারত সম্রাট্ দুর্য্যোধনের উত্তেজনা বাক্যে বিদ্ধ হ'য়ে আজ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য—গুরু দ্রোণাচার্য্য—সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য—কৌরব-সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য সপ্তরথী সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নীচ ব্যাধের ন্যায়—হিংস্র পশুর ন্যায়—নিষ্ঠুর রাক্ষসের ন্যায় একটা শিশুকে কেমন ক'রে বার বার ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিচ্ছে? জগতে কোন ব্রাহ্মণ—কোন অস্ত্রগুরু যা করে নাই, আজ বৃত্তিভোগী দ্রোণাচার্য্য তাই কর্‌ছে! এ হ'তে আর কি চাও, দুঃশাসন? এ হ'তে আর কি চাও, শকুনি?

দুঃশা। এখনও সবটা ত শেষ হয় নি, এখনও যে—শত্রু-শিশু বেঁচে রয়েছে। এখনও যে সেই এই চারিবার—এই মহামহারথী সপ্তরথীকে বিতাড়িত করেছে; তবে আর করলেন কি, আচার্য্য! শত্রু শেষ ক'রে দেন, তার পর ব'সে নীরবে পাণ্ডবের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌বেন।

দ্রোণ। হীনমতি দুঃশাসন! তোমাকে আর কি বল্‌ব?

দুঃশা। আমাকে আর কিছু বল্‌তে হবে না, এখন চলুন—আবার ঝড়ের মত পড়া যাক্ গে।

দ্রোণ। আমি আর পার্‌ব না। যতক্ষণ পেরেছি—করে'ছি, আর পারব না। এতক্ষণ বিবেককে দূর ক'রে—লজ্জা ঘৃণা ত্যাগ ক'রে—মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে—গুরুত্ব পদদলিত ক'রে যা করেছি—যথেষ্ট করেছি, আর পার্‌ব না।

শাণিত তরবারি উত্তোলন করিয়া ক্রুদ্ধ এবং
শোকোন্মত্ত দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। না পার্‌লে হত্যা কর্‌ব, এক সঙ্গে আজ এই সপ্ত শৃগালকে হত্যা কর্‌ব। এতদূর সাহস নিস্তেজ অন্নদাস ব্রাহ্মণের? এতদূর সাহস ক্রীতদাস দ্রোণাচার্য্যের? এতদিন অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রে এসেছি, আজ আর কর্‌ব না। এ কে জান? এর নাম ভারত-সম্রাট্ দুর্য্যোধন। এর নাম পাণ্ডববংশ ধ্বংসকারী কাল ধূমকেতু রাজা দুর্য্যোধন। পার্‌বে না? পার্‌তেই হবে। দেখি—কেমন ক'রে না পার, ব্রাহ্মণ! তোমাকেই অগ্রসর হ'তে হবে। নতুবা দুর্য্যোধনের এই শাণিত তরবারি কথনই আজি ব্রহ্ম-রক্ত পানে নিরস্ত থাক্‌বে না।

দ্রোণ। [ম্লান-হাস্যে] দুর্য্যোধন! তোমার তরবারিকে কিছু-মাত্র ভয় করি না, কিন্তু তোমার নুনকে ভয় করি। তা না হ'লে,

দুর্য্যোধন! থাক্ আজ—আজ তুমি পুত্রশোকে উন্মত্ত, তোমার কথায় আজ আমি কোন প্রতিবাদ করব না।

দুর্যো। একি কর্ণ! তুমিও বিষণ্ণ-মূর্ত্তি! তুমিও শিথিল হস্ত? আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! কিন্তু মল্লক্রীড়ার দিন সেই সূত-পুত্রকে এই দুর্য্যোধনই অঙ্গপতি কর্ণ ক'রে দিয়েছিল। আজ ভুলে যাচ্ছ, কর্ণ? কিন্তু সেদিন দীননেত্রে এই দুর্য্যোধনের প্রসাদ লাভের জন্য তার দিকে চেয়েছিলে। আর সে দিন নাই—কেমন? বলিহারি কৃতজ্ঞতা!

শকুনি। [স্বগত] ব্যাপার গুরুতর! এখন দেখি শ্রীমান্ এখন কি ভাবে উত্তর দেন্?

কর্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! এখনও তৃপ্ত হও নাই? এখনও এই কর্ণের কৃতজ্ঞতা পাও নাই? পাপ অক্ষক্রীড়ার পরামর্শ দিয়েও কি পরিতৃপ্ত করাতে পারি নি? একবস্ত্রা পাঞ্চালীর প্রতি পাপ-অত্যাচারের পোষকতা কি করি নি? বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস-উত্তীর্ণ পাণ্ডবগণকে ন্যায্য রাজ্য প্রত্যর্পণের প্রতিবন্ধকতা সাধন কি আমিই করি নাই? তার পর—আজ এই মহাপাপ—যা কেউ কখন করে নি বা শোনে নাই, যা হ'তে বীরের আর কলঙ্কের কথা হ'তে পারে না, যে কলঙ্ক আমাদের এই পশুযুদ্ধের পর ভারত-ইতিহাসকে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত ক'রে রাখ্‌বে, তাও কি আজ নিঃশব্দে অনুমোদন ক'রে সেই কার্য্যে লিপ্ত হই নি? দুর্য্যোধন! আরও আশা কর? এখনও তোমার দুরাশাকে নিরস্ত কর্‌তে পার্‌ছ না? কি আর বল্‌ব!

শকুনি। [স্বগত] দেখি—কূটনীতি-বিশারদ দুর্য্যোধন জ্ব'লে ওঠে, না শান্তভাবে চলে?

দুঃশা। [স্বগত] অঙ্গপতিও আজ এই ভাবে কথা বল্‌ছেন? কি আশ্চর্য্য, কিছুই বুঝ্‌লাম না!

দুর্যো। যাক্—সময় নাই, সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। এ সব দীর্ঘ-বক্তৃতায় দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের উত্তর দেবার সময় এখন আমার নাই। এখন আমার শেষ জিজ্ঞাস্য—আপনারা এখনই মিলিতশক্তিতে অভিমন্যুকে পুনরায় আক্রমণ করতে যাবেন কি না? বলুন—স্পষ্টাক্ষরে বলুন। দুর্যোধন তাতে বিন্দুমাত্রও ভীত বা চিন্তিত নয়। দুর্যোধন নিজের বাহুবল না দেখে কেবল পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে এ যুদ্ধে ব্রতী হয় নাই—এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

কর্ণ। আচার্য্য! আমারই অনুরোধ—চলুন, যখন নরকে ডুবেছি, তখন এর শেষ কতদূরে দেখে আসি। অল্পের জন্য আর মহাকলঙ্ককে অপূর্ণ রাখি কেন?

দ্রোণ। হাঁ, রাধেয়! তোমার কথাই ঠিক! চল—আজ নিষ্ঠুরতার চরম ক'রে দিয়ে আসি। পশুত্বের শেষ সীমা দেখিয়ে আসি। ভারতের ইতিহাস হ'তে যাতে এই সপ্তরথীর অক্ষয় কলঙ্ক-কাহিনী লুপ্ত হ'তে না পারে, তাই ক'রে দিয়ে আসি। যাতে আমাদের নাম শুনলে জগতের মানুষ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে সেখান থেকে দূরে স'রে যায়—চল কর্ণ! আজ তাই ক'রে দিয়ে আসি। ভয় নাই, দুর্যোধন! কোন ভয় নাই। এখনও পশুত্ব হারাই নাই, সমভাবেই আছে। চল্লাম—আমরা হবে। চল, বীরগণ! বিপুল উদ্যমে শিশু-সংহার করতে।

[দুর্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুর্যো। এই ত আমি চাই। আজ আমি পুত্রশোক চেপে রেখেছি—অর্জ্জুনকে পুত্রহীন করব ব'লে। দুর্যোধন পুত্রশোকে চূর্ণ হবে না—ভ্রাতৃশোকে চূর্ণ হবে না—সমস্ত কৌরব-শোকেও চূর্ণ হবে না। দুর্যোধন চূর্ণ হবে সেইদিন—যদি কখন সে পাণ্ডব-হস্তে পরাজিত হয়।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে বিপদ্ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ।

উভয়ে।—

নৃত্যগীত।

এবার ভারি শক্ত।
পারছে না আর এলিয়ে গেছে
বুঝি গায়ে নাইক রক্ত॥
চারদিক্ হ'তে ব্যাধের দলে ঘিরে ফেলেছে,
পিঞ্জরে পোরা সিংহীর ছাঁটা এবার মরেছে,
নৈলে পরে দেখ্‌তো সবাই, ওটা রণে কেমন পোক্ত॥

[প্রস্থান

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্রের-অপর পার্শ্ব।

গীতকণ্ঠে ভৈরব-ভৈরবীগণের প্রবেশ।

সকলে।-

গান।

ভীষণ যুদ্ধ পৃথিবী শুদ্ধ
হইছে ধ্বংস-স্তূপাকার।
বিকট হাস্য প্রকট লাস্য
লাগিছে বিশ্বে চমৎকার॥
মাভৈঃ—মাভৈঃ প্রমথের দল,
হাঁকে-ডাকে—নাচে-হাসে খল খল,
রক্ত-গঙ্গা ভীম তরঙ্গা
ছুটিছে যুদ্ধে অনিবার॥

[প্রস্থান।

সহসা ব্যস্তভাবে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। সখা! সখা! এস—এস, সংশপ্তকগণ যুদ্ধে প্রস্তুত।

কৃষ্ণ। চল—চল।

অর্জ্জুন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও নারায়ণী সেনা পরাজয় করতে পারলাম না। ইচ্ছা ছিল, অতি শীঘ্রই আজ সংশপ্তকগণকে পরাজিত ক'রে ওদিকে আচার্য্যদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আজ ধর্ম্মরাজের জন্য বড়ই চিন্তা হচ্চে—পাছে কোন অত্যাহিত ঘটে। এস, কৃষ্ণ! সত্বর এস। [উভয়ের কিয়দ্দূর গমন ও অভিমন্যুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল]

অভি। [নেপথ্য হইতে] পিতা! পিতা! কোথায় তুমি?

অর্জ্জুন। [শুনিয়া সহসা চমকিয়া দাঁড়াইলেন] সখা! সখা! শুনছ—শুনছ?

কৃষ্ণ। কৈ না,—কি সখা?

অর্জ্জুন। যেন অতি দূর থেকে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণস্বর আমার কর্ণে এইমাত্র প্রবেশ করলে! সে যেন অভিমন্যুর কণ্ঠস্বর!

কৃষ্ণ। কিছু না—মনের ভাব। ওদিকে মন রয়েছে কি না। চল-চল, শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ গে।

অর্জ্জুন। তাই বোধ হয় হবে, চল তবে। [কিয়দ্দূর গমন ও পূর্ব্ববৎ শুনিলেন]

অভি। [নেপথ্য হইতে] পিতা! পিতা! কোথা তুমি? রক্ষা কর।

[অর্জ্জুন পুনরায় চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ঠিক যে সময়ে অভিমন্যু বলিতেছিল, সেই সময়েই কৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করিলেন। অভিমন্যুর ক্ষীণস্বর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মিশাইয়া গেল, অর্জ্জুন ভাল শুনিতে পাইলেন না]

অর্জ্জুন। ঐ আবার, কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। কৈ? আমি ত কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

অর্জ্জুন। তোমার শঙ্খধ্বনিতে সবটা শোনা গেল না; কিন্তু একটা কাতর আহ্বান যে, তার আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ! সখা! এই দেখ—আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়েছে। কি জানি, আজ কি অনর্থ যেন ঘটে! বাসুদেব! আমার মনঃপ্রাণ বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল! ইচ্ছা হচ্ছে—এখনই পাণ্ডব-শিবিরে ছুটে যাই।

কৃষ্ণ। এরূপ অযথা আতঙ্ক—অযথা ত্রাস নারীগণেরই হওয়া স্বাভাবিক; তোমার ত নয়, সখা! চল—এখন যুদ্ধের দিকে মন দাও।

অর্জ্জুন। নারায়ণ! তুমিই জান সব। চল—তীব্রবেগে ছুটে যাই।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

চক্রব্যূহ—মধ্যস্থল।

বেগে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। ব্যাধবৃত্তি ব্যাধগণ! এইবার সহ্য কর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সপ্তরথীদলকে দ্বার পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া দিয়া অবসন্নভাবে ভগ্নরথে বসিলেন এবং হাঁপাইতে লাগিলেন। সারথি পার্শ্বে ছিলেন।]

ওঃ! বড় ভয়ঙ্কর! আর যেন পারছি না—মাথা ঘুরছে! বুঝি পারলাম না—বিজয়-গৌরব নিয়ে উত্তরাকে আনন্দ দিতে আর বুঝি পারলাম না। নির্লজ্জের দল—কাপুরুষের দল বার বার আস্‌ছে আর বারবার পালাচ্ছে, এদিকে তূণ শরশূন্য হ'য়ে এসেছে; পাণ্ডবেরও দেখা

নাই। পিতা আর কৃষ্ণও এলেন না। লক্ষ্মণ! আর বুঝি তোমাকে একা থাক্‌তে হ'ল না, তোমার অভি যাচ্ছে। [এক লম্ফে উঠিয়া] ঐ—ঐ আবার পঙ্গপালের মত এসে পড়েছে, এস—এস, কাপুরুষের দল! এস—এস বীর-কলঙ্কের দল! শেষ নিঃশ্বাস পতন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করব।

[তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দ্বার পর্য্যন্ত সপ্তরথীকে তাড়াইয়া দিতেছিলেন, আবার আসিতেছিলেন ও আবার যাইতেছিলেন]

দুঃশা। এইবার, বীরগণ! আসুন—একসঙ্গে ঘিরে ফেলে—চক্রের ন্যায় ঘিরে ফেলে যুদ্ধ করি।

দ্রোণ। যা বল্‌বে, তাই করব। দেখি, অন্ন-ঋণ পরিশোধ হয় কি না? এস সকলে। [চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া সকলের যুদ্ধ] এইবার অভিমন্যু! তোমার তরবারি গেল।

অভি। [অসি ভঙ্গ হইল দেখিয়া ধনুঃশর লইয়া] এখনও ধনুর্ব্বাণ আছে। এস দেখি, কাপুরুষ ব্যাধের দল! [যুদ্ধ]

কর্ণ। এইবার অভিমন্যু! তোমার ধনুঃ গেল, তুমি নিরস্ত্র হ'লে।

অভি। [ধনুঃ কাটা গেল দেখিয়া চক্র লইলেন] এখনও এই চক্র আছে। এস, নির্লজ্জগণ!

[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্ত্তি রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। আর কত দেরি? আর কত দেরি? সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয়! সন্ধ্যা-তারার সঙ্গে সঙ্গে যে, তোমাকে নিয়ে ফুট্‌তে হবে, শশধর! এস—এস, প্রাণেশ্বর! আর দেরি ক'রো না। [বলিতে বলিতে প্রস্থান।

[তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেবরে টলিতে টলিতে সারথি সহ অভিমন্যুর প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে সপ্তরথী প্রবেশ করিলেন।]

অভি। এই যে, আবার? [চক্র লইয়া উঠিলেন এবং সপ্তরথী-বেষ্টিত হইয়া পুনরায় উঠিয়া-পড়িয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন]

[ব্যূহদ্বারে ভীম ও জয়দ্রথের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।]

অভি। আরে—আরে সপ্ত পশুগণ! এই কি রণনীতি? এই কি বীরত্ব? আচার্য্য! তুমি না অস্ত্রগুরু? অঙ্গপতি! তুমি না পার্থ-প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর? ছিঃ—ছিঃ! মুখ দেখাবে কেমন ক'রে?

দুঃশা। উদ্ধত বাচাল শিশু! ক্ষান্ত হ'—ক্ষান্ত হ'। ঐ—ঐ তোর শেষ সম্বল চক্র গেল।

অভি। [চক্র পতিত হইতে দেখিয়া] কোথায় এ সময়, মধ্যম পাণ্ডব! একবার এসে আমাকে কিছু অস্ত্র দিয়ে যাও, আর কিছু চাই না।

ভীম। [ব্যূহদ্বার হইতে] ঐ—ঐ কুমার অভির কাতর আহ্বান! অস্ত্রহীন হয়েছে—সপ্ত পশুতে ঘিরে ফেলেছে। কি করি? কি করি? জয়দ্রথ! পশু!

অভি। [করুণ চীৎকার করিয়া] মধ্যম পাণ্ডব! মধ্যম পাণ্ডব! একবার একখানি অস্ত্র এনে দাও!

ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে] অভিমন্যু! বাপ্ আমার! আমি যে কিছুতেই যেতে পার্‌ছি না, বৎস!

অভি। [উচ্চৈঃস্বরে] কোথায় পিতা, কোথায় কৃষ্ণ! একবার এসে দেখে যাও—আজ অন্যায় সমরে সপ্তরথী মিলে আমাকে মেরে ফেল্‌লে। আমি অস্ত্রশূন্য, আমাকে একখানি অস্ত্র দেবারও কেউ কি এখানে নাই?

দুঃশা। ডাক্—এইবার শেষ ডাক্ ডেকে নে।

অভি। আচ্ছা—এই ভগ্ন চক্র আছে, এই আমার শেষ অস্ত্র। আয় নারকীর দল! আয়। [যুদ্ধারম্ভ]

ভীম। হায়—হায়! আজ তার কেউ নাই রে, আজ তার কেউ

নাই! আমরা এতগুলি পাণ্ডব বেঁচে থাক্‌তে আজ তার কেউ নাই! কি করেছি? ও-হো-হো! কেন ব্যূহ মধ্যে বাবাকে আমার যেতে দিলাম?

অভি। [যুদ্ধ করিতে করিতে] মধ্যম পাণ্ডব! মধ্যম পাণ্ডব! অস্ত্র—অস্ত্র। একখানি—একখানি মাত্র অস্ত্র।

ভীম। [অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির ভাবে উন্মত্তের ন্যায় দুই হাতে গদা ধরিয়া] তবে আয়, পশু! এই প্রচণ্ড গদা প্রহারে দেখি তোকে চূর্ণ কর্‌তে পারি কি না? [গদাঘাত করিতে উদ্যত]

জয়। কি হ'ল, ভীম? কি হ'ল মহিষ? মনে আছে—কাম্যবনের কথা? আজ তার প্রতিশোধ।

অভি। গেল—গেল—শেষ সম্বল চক্রও গেল। এইবার হস্ত আছে। [যুদ্ধ]

ভীম। [গদা ভূতলে রাখিয়া করযোড়ে] জয়দ্রথ! জয়দ্রথ! ভীম আজ তোমার কাছে করযোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর্‌ছে—একবারটি আমাকে ঐ ব্যূহমধ্যে যেতে দাও। আমি গদা তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি—আমি শূন্যহস্তে যাব। কাউকে কিছু বল্‌ব না,—কেবল জয়দ্রথ! আমার অভিকে গিয়ে বুকে ক'রে নিয়ে ছুটে আস্‌ব। এই প্রার্থনা, সিন্ধুরাজ! এই প্রার্থনা।

জয়। বৃথা প্রার্থনা, জয়দ্রথ অত তরল নয়।

অভি। [হস্ত দ্বারা উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছিলেন] ও-হো-হো! তুমি না অস্ত্রগুরু, আচার্য্য! আর তুমি না অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর কর্ণ? ছিঃ—ছিঃ! ঘৃণায় এ বালকেরও ধিক্কার আস্‌ছে। এ অন্যায়ের ফল—এ পাপের ফল নিশ্চয়ই পাবে। আমার পিতা অর্জ্জুন এসে যখন তোমাদের এই ঘৃণিত রণের কথা শুন্‌বেন, তখন সেই পার্থ দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠে তোমাদের দগ্ধ কর্‌বেন। কখনই তাঁর হস্তে তোমাদের নিস্তার থাক্‌বে না।

দ্রোণ। শ্রবণ! বধির হও—বধির হও। দুর্য্যোধন! এখনও কি হয় নি? দেখে যাও, অন্ধ! কেমন ক'রে এই অস্ত্রশূন্য বালককে পাখীর ছানার মত—ব্যাধের দল আমরা, ক্ষত-বিক্ষত করছি।

কর্ণ। না—না, ভুলে যাচ্ছেন, আচার্য্য! এখনও নরকের শেষটুকু বাকী আছে। এখনও অনুতাপের সময় আসে নি আমাদের।

দ্রোণ। হাঁ—ঠিক বলেছ—আবার ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা ত এখন চণ্ডাল-মূর্ত্তি ব্যাধ। তবে দ্বিগুণ উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ কর—যাতে ঐ শিশুকে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দ'লে—পিষে রেণু-রেণু ক'রে দিতে পারা যায়; নতুবা এ দ্বন্দ্বের শান্তি নাই।

[সকলের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ও হস্ত দ্বারা অভিমন্যুর বাধা প্রদান]

অভি। আর পারলাম না। মধ্যম পাণ্ডব! ম'লাম—ম'লাম।

ভীম। [এক-একবার ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, কখন বা দ্বারমুখে মুখ লম্বিত করিতেছিলেন, কখন বা উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এইভাবে সহসা অভিমন্যুর কাতর আহ্বান শুনিয়া জয়দ্রথের দুটিপদ জড়াইয়া ধরিলেন] দুই পা জড়িয়ে ধরেছি, জয়দ্রথ! রক্ষা কর—রক্ষা কর। একবারটি মুহূর্ত্তের জন্য, আমায় ব্যূহদ্বার ছেড়ে দাও—তার জন্য তুমি যা চাইবে—দোব। ভীমের প্রাণ নিতে চাও—দোব, আবার দ্বাদশবর্ষ বনে যেতে বল—যাব। দাও—দাও, জয়দ্রথ! দাও—দাও, সিন্ধুরাজ! অভিমন্যুকে ভিক্ষা দাও। সে আমাকে বারবার কাতর আহ্বান করছে, আমি যেতে পারছি না। তুমি একটু দয়া কর—একটু কৃপা কর। এত নির্দ্দয় হ'য়ো না—এত নিষ্ঠুর হ'য়ো না—এত কঠোর হ'য়ো না।

অভি। ওঃ! ওঃ! আর যে, পারি না। [টলিতে লাগিলেন]

ভীম। ঐ—ঐ আবার তার কাতর কণ্ঠ! দাও—দাও, জয়দ্রথ! ছেড়ে দাও। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, জয়দ্রথ!

জয়। এটা উন্মাদের স্থান নয়, বৃকোদর! রণক্ষেত্র।

ভীম। কি—কিছুতেই শুন্‌বি না? পিশাচ! রাক্ষস! পশু! কিছুতেই শুন্‌লি না? তবে আয়—শেষ চেষ্টা ক'রে যাই।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দুঃশা। কি কর্‌ছেন আপনারা? এখনও ঐ নিরস্ত্র অর্দ্ধমৃত শিশুটাকে ভূতল-শায়ী কর্‌তে পার্‌লেন না?

দ্রোণ। [উত্তেজিত ভাবে] এইবার, ব্রহ্মণ্যদেব! দূর হও—জগৎ! চক্ষু ঢাক—ব্রহ্মাণ্ড! অন্ধ হও।

কর্ণ। দিনকর! যাও—কৌরব-কলঙ্ক মুখে মেখে জন্মের মত অস্ত যাও! আর এ ভারত-আকাশে মুখ দেখিয়ো না।

অভি। [টলিতে টলিতে] পিতা! পিতা! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

সপ্তরথী। আর রক্ষা নাই, বালক!

[সকলের একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত ও অভিমন্যুর ভূতলে পতন। শকুনি, দুঃশাসন ভিন্ন সকলে "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন ও অবনত মস্তকে চক্ষু ঢাকিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান করিলেন. শকুনির গাত্রে দুঃশাসন আহ্লাদে ঢলিয়া পড়িলেন।]

শকুনি। এখনও বোধ হয় বেঁচে আছে! ভারি তুখোর কিন্তু—ভিরকুটী ক'রেও প'ড়ে থাক্‌তে পারে, দুঃশাসন!

দুঃশা। আর একটা তলোয়ারের খোঁচা মেরে দেখ্‌ব নাকি?

অভি। [শায়িতাবস্থায়] সারথি! আমাকে ধ'রে তোল। উঃ!

[সারথি ধীরে ধীরে অভিমন্যুকে তুলিয়া ভগ্নরথের উপরে বসাইলেন, অভিমন্যু অর্দ্ধশায়িত প্রায় নিতান্ত দুর্ব্বলের মত রহিলেন। সারথি জল দিলেন, জলপান করিলেন এবং দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল।]

নিঃশব্দে ছায়ামূর্ত্তি রোহিণী আসিয়া অভিমন্যুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক-
দৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অভি। [উদাসভাবে এপাশ ওপাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন] আর দেরি নাই—এখনই হয় ত যেতে হবে। কোথায় যাব? সে কোথায়? কত দূরে? কে আছে আমার সেখানে? সেখানে ত ভদ্রা মা পাব না—উত্তরা পাব না, তবে থাক্‌ব কি ক'রে? এমন প্রাতঃসূর্য্য সেখানেও কি উঠ্‌বে? এমন মধুর বাতাস সেখানেও কি বইবে? এমন মধুর প্রকৃতি সেখানেও কি এমন প্রাণভরা শান্তি দিতে পার্‌বে? ভারত! তুমি আমার এমন জন্মভূমি—যার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছি, তেমন জন্মভূমি কি সেখানে পাব? হায়! কে বল্‌তে পারে—সে কোথায়? কেউ জানে না—কেউ বল্‌তে পারে না, সে কোথায়? ওঃ! বড় পিপাসা—জল! [সারথি জল পান করাইলেন] আঃ! [কিয়ৎক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে] কে ও? শুভ্র তুষারহার ধবলা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি কে ও? ঐ যে হাসিমুখে শুভ্রমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমাকে যেন হস্ত-সঙ্কেতে ডাক্‌ছে! না, আমি যাব না। আমি—আমার এমন সোনার ভারত ছেড়ে ও চন্দ্রলোকে যাব না। এখানে যে আমার আনন্দ-রাণী উত্তরা আমার জন্য জয়মাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে আস্‌ব ব'লে—ব'লে এসেছি, আমাকে ছাড়া থাক্‌তে পার্‌বে না, সে যে বালিকা—সে যে আমার হৃদয়াকাশের হাস্যময়ী উষারাণী—সে যে আমার জীবন-কুঞ্জের মধুময়ী বাসন্তী রাণী! সে যে আমার সব—আমি যে তার সব। সে যে আমি আর আমি যে সে। কোন দিন ত পৃথগ্‌ ছিলাম না। তবে সেখানে যাব কেন? যাও, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি! আমি যাব না। তুমি স্বর্গবাসিনী; আমার উত্তরার মত তোমার হৃদয় নাই—প্রাণ নাই—প্রেম নাই। আমি যাব

না, তবুও আস্‌ছ? জোর ক'রে নিয়ে যাবে? য়্যা! আমি অসহায় ব'লে? আমি মুমূর্ষু ব'লে? [ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে] ঐ নিলে—নিলে—নিলে! [উঠিতে যাইতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সারথি ধরিয়া বসাইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, অভিমন্যু মাথাটি এক পাশে হেলাইয়া বসিয়াছিলেন। পিপাসা—জল! [সারথি জল পান করাইলেন] মা! চল্‌লাম। বড়-মা! চল্‌লাম। পিতা! চল্‌লাম। আর উত্তরা! আমার হাস্যময়ী আদরিণী উত্তরা! [যন্ত্রণা প্রকাশ] পিতা যখন এসে উপস্থিত হবেন, তখন তাঁকে ব'লো যে, তাঁর অভিমন্যুর পৃষ্ঠ অক্ষত আছে—একটিও অস্ত্রের চিহ্ন নাই। উঃ! যাই—আর কিছু বল্‌বার নাই। কৃষ্ণ! নারায়ণ! শেষের বন্ধু! হৃদয় মধ্যে একবার এস। আজ নয়ন ভ'রে তোমাকে দেখি আর গাই—[সুরে] জয় হরে মুরারে—হরে মুরারে! হরে মুরারে! [চক্ষু মুদিয়া রহিলেন]

গদাহস্তে ব্যস্ত দোষণের প্রবেশ।

দোষণ। [আসিতে আসিতে] অভি দাদা! অভি দাদা! তোমাকে নাকি সপ্তরথীরা সব ঘিরে ফেলে মেরেছে? [কাছে গিয়া] আহা-হা! একেবারে যে ক্ষত-বিক্ষত করেছে! এমন ক'রেও কেউ মারে!

অভি। [অঙ্গুলি দ্বারা ঊর্দ্ধদেশ দেখাইয়া সুরে] হরে মুরারে! হরে মুরারে!

দোষণ। বড় কষ্ট হচ্ছে—নয়? চাইতে পারছ না—নয়? লক্ষ্মণ-দাদাও গেল—তুমিও চল্‌লে? [কৃত্রিম করুণস্বরে] তোমাদের হারিয়ে এই দোষণ কেমন ক'রে থাক্‌বে, ভাই?

অভি। [বিষাদ হাসি হাসিয়া] দোষণ! আর এখন শোক দুঃখ নাই, ভাই! আমি এখন ঐ আনন্দের রাজ্যে আনন্দময়ের কাছে চ'লে যাচ্ছি।

এ সময়ে দুঃখ ক'রো না, দোষণ! এ সময়ে শোক ক'রো না, ভাই! কেবল প্রাণ খুলে বল—[সুরে] হরে মুরারে!

দোষণ। [সহসা পশ্চাতে গিয়া ক্রুদ্ধভাবে গদা উঠাইয়া] এই বল্‌ছি, রে অভিমন্যু! এই বল্‌ছি রে—[বলিতে বলিতে সবলে ঘন ঘন মস্তকে গদা প্রহার]

অভি। [উচ্চ চীৎকারে] ওঃ! ওঃ!! ওঃ!!! [ভূতলে পতন ও মৃত্যু]

[সারথি চক্ষু ঢাকিয়া অভিমন্যুর কাছে বসিলেন, রোহিণী বুকের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে হাস্যমুখে দেখিতে লাগিলেন। শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন সকলে "ছিঃ! ছিঃ!" বলিয়া নতমুখে প্রস্থান করিলেন]

শকুনি, দুঃশা। জয় কৌরবের জয়! জয় কৌরবের জয়!

[দোষণের প্রস্থান।

দুঃশা। [শকুনির কণ্ঠ ধরিয়া সানন্দে] মামা! মামা! কিবা স্ফূর্ত্তি! আজ কিবা স্ফূর্ত্তি! বিম্বাধর এ সময় কোথা থাক্‌ল? এমন মজাটা দেখ্‌লে না?

শকুনি। স্ফূর্ত্তির আজ কি হয়েছে, দুঃশাসন! স্ফূর্ত্তি কর্‌ব সেই দিন—যেদিন তোমাদের সবগুলিকে—থাক্—চল দুঃশাসন, শিবিরে যাই।

[দুঃশাসন সহ সানন্দে প্রস্থান।

রোহিণী। [হাস্যমুখে] এস, প্রাণেশ্বর! এস, শশধর! এস, পূজিত! এস, অর্চ্চিত! এস, বন্দিত! এস বাঞ্ছিত! ঐ যে—তোমার জন্য চন্দ্রলোকের পুষ্পদ্বার মুক্ত রয়েছে—দিগঙ্গনাগণ মঙ্গল-মাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গান।

এস   সুন্দর চির কিশোর হে শশধর !
            এই বিরহ-বিধুর প্রাণে।
এস   হাসিয়া বিশ্ব মোহিয়া দৃশ্য
            যাক্ ভাসিয়া মিলন-মধুর তানে ॥
আমি   তোমারি লাগিয়া সব হেয়াগিয়া
            রয়েছি হেথায় বসিয়া,
কত   মাস গেল,   কত বর্ষ এল,
            কত নিশি গেল কাঁদিয়া ;
আজি   এস হে প্রিয় ! জীবনের অমিয় !
            আনন্দে ভাসিয়ো এ দুখ-নিশা অবসানে ॥

[অভিমন্যুর স্কন্ধদেহ বক্ষে চাপিয়া লইয়া প্রস্থান ।

নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে শকুনি সহ দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। [একদৃষ্টে অভিমন্যুকে দেখিতেছিলেন]

শকুনি। দেখ, বাবা ! ভাল ক'রে দেখ—দেখে পুত্রশোক নিবারণ কর।

দুর্য্যো। আমি পুত্রশোক দূর করতে আসি নি, মাতুল ! আমি এসেছি দেখ্‌তে যে, অভিমন্যু বধ ভীষ্মের শরশয্যাকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পেরেছে কি না।

শকুনি। খুব—খুব, এ তা হ'তে অনেক উপরে। সে কেবল শিখণ্ডীকে মাত্র সম্মুখে রেখে কৌশলে ভীষ্মকে অস্ত্রহীন ক'রে একা অর্জ্জুন শরবর্ষণ করেছিল, আর এ একেবারে পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলে—চারদিক্ থেকে অস্ত্রহীন অভিমন্যুর নাকে—মুখে—চোখে, যে যেখানে পেরেছে, সে সেইখানে অস্ত্র চালিয়েছে। দেখ্‌ছ না—একেবারে সজারু ক'রে ছেড়েছে ? এ তা হ'তে অনেক উপরে, বাবা ! সেজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না।

দুর্য্যো। তা' হ'লে আজ জগৎ বুঝতে পেরেছে যে, দুর্য্যোধনের প্রতিঘাত কি ভীষণ! কত ভয়ঙ্কর!

শকুনি। হাঁ—আর জানতে বাকী থাকে কি?

দুর্য্যো। [স্বগত] এইবার তা' হ'লে অর্জ্জুন জ্ব'লে উঠবে। তাকে নির্ব্বাণ করতে আচার্য্য আর কর্ণকে প্রস্তুত করতে হবে। যাই—আসুন, মাতুল! [প্রস্থান।

শকুনি। তুমি যাও বাবা, ফিরোও গে। আমি একটু পরে যাচ্ছি। [স্বগত] এইবার গা-ঢাকা দিয়ে অর্জ্জুন এসে কি করে, কি বলে শুনতে হবে। [ক্রুদ্ধভাবে] দুর্য্যোধন! আর বেশি দেরি লাগবে না। শীঘ্রই তোমাদের শত ভ্রাতার বিরাট চিতা এক সঙ্গে জ্ব'লে উঠবে। পিতা! আর সামান্য দিন—সামান্য দিন। দেখতে পাবে—তোমার শকুনি যা ক'রে গেল—যা দেখিয়ে গেল, তা আর কেউ কখন পারবে না। একেবারে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। এই প্রথম এই—শেষ।

নেপথ্যে ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে] অভিমন্যু! বাপ্! এসেছি—এইবার এসেছি।

শকুনি। পালাই।

[প্রস্থান।

[ভীম রক্তাক্ত দেহে উন্মত্তপ্রায় অস্থির ভাবে বেগে আসিয়া অভিমন্যুকে দেখিয়াই চমকিত—ক্রুদ্ধ—জ্ঞানশূন্য হইয়া অভিমন্যুর মুখ দেখিতে লাগিলেন ও জ্বলন্ত রক্ত চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সারথি কাঁদিয়া উঠিল।]

ভীম। অভিমন্যু! বাপ্! দুলাল আমার! একবার উত্তর দাও; যে তোমাকে আজ মৃত্যুর গহ্বরে পাঠিয়েছিল, সেই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ভীম এসে তোমাকে ডাকছে। যে তোমাকে আজ পাখীর ছানার মত নিষ্ঠুর ব্যাধদের

হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই মূর্খ কাপুরুষ ভীম এসে তোমাকে ডাকৃছে। বড় রাগ ক'রে—বড় অভিমান ক'রে অভিমানী দুলাল আমার! উত্তর দিচ্ছ না? কথা ক'চ্ছ না? ওঠ—ওঠ, বাপ্! ওঠ—ওঠ, বীর! এই যে অস্ত্র নিয়ে এসেছি। উঠে দাঁড়াও, বীর! ভ্রুকুটি ক'রে দাঁড়াও একবার, দেখে শৃগালের দল সব মূর্চ্ছা যাক্। পাণ্ডবকুল-গৌরব! পাণ্ডবের গৌরব রক্ষা কর। এখনও ত কৌরবকুল নির্ম্মূল হয় নি? এখনও ত কৃষ্ণের ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নি? এখনও ত অভাগিনী পাঞ্চালীর মুক্তবেণী বন্ধন হয় নি? [গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে] না—ঘুমাও—ঘুমাও, দুলাল আমার! ঘুমাও। যুদ্ধ ক'রে বড় শ্রান্ত হয়েছ—বড় ক্লান্ত হয়েছ, ঘুমাও। কিন্তু এখানে না। এখানে শোণিতের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, এখানে নয়—চল, শিবিরে নিয়ে যাই। ভদ্রাদেবীর কোলে ঘুমিয়ো। সে কোল ভিন্ন ত তোমার ঘুম হবে না, অভি! সেখানে উত্তরা আছে—বাতাস করবে। এস দুলাল আমার! সেখানে নিয়ে যাই। [অভিমন্যুকে স্কন্ধে তুলিলেন]

নেপথ্যে অর্জ্জুন। সখা! সখা! শীঘ্র—শীঘ্র, আমার অভিমন্যুকে দেখ্‌ব।

ভীম। না—না—দেখ্‌তে দোব না। আমার দুলালচাঁদকে অর্জ্জুন আর কৃষ্ণকে দেখ্‌তে দোব না—কিছুতেই না। যদি দেখ্‌তে আসে, তবে এই গদা দিয়ে তাদের মাথা দু'টো ভেঙে দোব। আজ আমার অভির এই দেহ স্কন্ধে ক'রে, সতীদেহ-স্কন্ধে শিবের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন কর্‌ব, আর জগৎকে দেখিয়ে বেড়াব, এই দেখ গো এই দেখ—নিষ্ঠুর পাণ্ডবেরা তাদের এই একটি ননীর পুতুলকে কেমন ক'রে মেরে ফেলেছে!

নেপথ্যে অর্জ্জুন। [নিকটে আসিয়া] আরও শীঘ্র, কৃষ্ণ! আরও শীঘ্র!

ভীম। ঐ ডাকাত দু'টো আস্‌ছে—লুটে নিয়ে যাবে। এখনি নিয়ে দৌড়ে পালাই। ঐ—ঐ—ঐ! এলো—এলো—এলো!

[অভিমন্যুর শবস্কন্ধে উন্মত্তবৎ প্রস্থান। পশ্চাৎ সারথির প্রস্থান।

শোককাতর অর্জ্জুনকে ধরিয়া কৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কই, কৃষ্ণ! অভিমন্যু কই?
চক্রব্যূহ নীরব—নির্জ্জন!
কোথা তবে একাকী কুমার
সপ্তরথী সহ করিছে সমর?
কোথা তারে একাকী পাইয়া
ঘিরিয়াছে শৃগালের দল?
কহ, কৃষ্ণ! নীরব থেকো না,
কহ একবার কোন্ দিকে তারা?
কোন্ দিকে যাব—কোন্ দিকে পাব?
কোন্ দিক্ জ্বালাইব?
কোন্ দিক্ পোড়াইব?
কোন্ দিক্ বজ্রশরানলে
ভস্মস্তূপ করিব, কেশব?
কোন্ দিক্—কোন্ বিশ্ব করি উৎপাটন
রেণু রেণু ক'রে দেবে একটি শাবকে?
সুপ্ত সিংহ জেগেছে এবার,
নির্ব্বাপিত কালানল জ্বলেছে এবার,
প্রলয়ের মহাবজ্র গর্জ্জেছে এবার,
জ্বালাবে—পোড়াবে—ভস্মিবে ত্রিলোক,
দলিবে—চূর্ণিবে—পিষিবে সংসার;
এস কৃষ্ণ বিদ্যুৎ গতিতে,
ব্রহ্মাণ্ড সংহার—আজি ব্রহ্মাণ্ড সংহার!

[কৃষ্ণ সহ বেগে প্রস্থান।

অন্য দিক্ দিয়া অভিমন্যুর দেহস্কন্ধে ভীতভাবে
উন্মত্ত প্রায় ভীমের পুনঃ প্রবেশ।

ভীম। ঐ—ঐ আস্‌ছে, আমার অভিকে—আমার দুলালকে আমার বক্ষ হ'তে কেড়ে নিতে আস্‌ছে! কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখ্‌ব? এমন জায়গায় অভিকে আমার লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে, যাতে অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ সন্ধান কর্‌তে না পারে। [চমকিয়া] ঐ—ঐ এসে পড়্‌ল বুঝি এই-খানে? এই শবের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় লুকিয়ে রাখি। তা' হ'লে আর কোন ভয় থাক্‌বে না। [অভিমন্যুর দেহ ভূতলে রাখিয়া] অভি! এইখানে চুপ্ ক'রে ঘুমিয়ে থাক, এখানে কেউ আস্‌তে পার্‌বে না। এ যে চক্রব্যূহ! এখানে পাণ্ডবেরা প্রবেশের পথ জানে না। বেশ হয়েছে! [হাততালি দিয়া] বেশ! বেশ!! বেশ!!! থাক্ তুই এইখানে, আমি এই গদা নিয়ে চার্‌দিকে পাহারা দিয়ে বেড়াই। দেখি—কেমন ক'রে তোকে এখান থেকে কে চুরি ক'রে নেয়! যে আস্‌বে—কারও রক্ষা নাই। ধর্ম্মরাজ আসে—মাথা ভেঙে দোব! অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ আসে—টুঁটি দু'টো টিপে বের্ ক'রে দোব! ব্যস! আর কি? তুই একটু ঘুমিয়ে নে। আমি এই গদা নিয়ে দ্বারের কাছে দাঁড়ালাম। [গদা লইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া] না—ও দিক্‌টা একবার দেখে আসি। [অন্যদিকে গমন] না—ঐ দিক্‌টা। [অন্য-দিকে গেলেন, এইরূপে গদা লইয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে বলিলেন] সাবধান, অর্জ্জুন! সাবধান, কৃষ্ণ!

[সুভদ্রা শান্ত-মূর্ত্তিতে ধীরে ধীরে "হরে মুরারে—হরে মুরারে" বলিতে বলিতে আসিয়া অভিমন্যুর মস্তকটি কোলে করিয়া বসিয়া ধ্যাননেত্রে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন ও মধ্যে মধ্যে খুব ধীরকণ্ঠে "হরে মুরারে—হরে মুরারে" বলিতেছিলেন।]

ভীম। [লম্ফ দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া] ঐ—ঐ আস্‌ছে! দাঁড়া তবে? [গদা উত্তোলন করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন] চুপ্, চুপ্! একটিও কথা কেউ ক'স্ নে। অভিকে লুকিয়ে রেখেছি। দুর্য্যোধন জানতে পার্‌লে তার সপ্তরথী দিয়ে আবার অভিকে ঘিরে ফেল্‌বে—আমি রক্ষা করতে পার্‌ব না। ভীষণ রাক্ষস জয়দ্রথ আজ যমের মত দাঁড়িয়ে আছে। খুব সাবধান! কেউ নিঃশ্বাসটি ফেলো না। দেখে আসি একবার অভিকে। [ছুটিয়া নিকটে আসিয়া ভদ্রাকে দেখিয়া] কে তুমি, মা? সাক্ষাৎ গায়ত্রীর মত—সাক্ষাৎ সাবিত্রীর মত সমস্ত ব্রহ্মতেজ দিয়ে আমার অভিকে ঘিরে রেখেছ, কে তুমি, মা? থাক—থাক, মা! থাক। ঐরূপ ক'রে সমস্ত তেজ—সমস্ত জ্যোতি দিয়ে আমার অভিকে ঘিরে ব'সে থাক। তা' হ'লে আমার আর কোন ভয় থাক্‌বে না। যাই—আর একবার দ্বারটা দেখে আসি। [তথাকরণ]

সুভদ্রা। হরে মুরারে! হরে মুরারে!

ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে] সাবধান, দুর্য্যোধন! সাবধান, আচার্য্য! সাবধান, কর্ণ! এগিয়ো না, স্বয়ং বৃকোদর এখানে জাগ্রত দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কৌরব কুলের কাল-ধূমকেতু মহাবীর ভীম দাঁড়িয়ে আছে। এখানে দুঃশাসনের রুধির পান কর্‌বার জন্য লেলিহান রসনা বের ক'রে ভীমশার্দ্দূল দাঁড়িয়ে আছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! [হাস্য] পালিয়েছে—একটি হুঙ্কারে সব গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে মাথা লুকিয়েছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! কি তামাসা! কি আনন্দ! এস—এস, দ্রৌপদি! এস—এস, পাঞ্চালি! তোমার বেণীবন্ধন ক'রে দিই। এই যে এই দেখ—দুঃশাসনের টাট্‌কা রুধির এখনও উষ্ণ রয়েছে। [আনন্দে কর-তালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ]

অদূরে উন্মাদিনী উত্তরার পুতুল কোলে করিয়া প্রবেশ।

উত্তরা। [ঊর্দ্ধমুখে চাহিতে চাহিতে] ঐ না সেই রোহিণী? ঐ যে তারার মালা প'রে তারার মাঝে ফুটে আছে? আমার দিকে চাইছে আর মিট্ মিট্ ক'রে হাস্ছে। ছবি কেড়ে নিতে এসেছিল—পারে নি। অভিকে কেড়ে নিতে এসেছিল—পারে নি। আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছিল—তা পারে নি। তুই আকাশের তারা, তুই কেন ছায়ামূর্ত্তিতে এসে আমার সঙ্গে কলহ বাধাস্? আমার পাশে এসে বসিস্? কেন? আমার অভি তোর কে? তার উপর তোর অত টান্ কেন? ছিঃ! দেবী তুই, তুই মানুষের উপর হিংসা করিস্ কেন? যা—এখন স'রে যা; আমার চোখের ওপর থেকে স'রে যা। এখনই কুমার আস্‌বে—তোকে দেখ্‌লে লজ্জা পাবে। যা—স'রে যা!

ভীম। ঐ যে—ও আমার পাগ্‌লী মা উত্তরা নয়? কেন—অমন ভাবে আস্‌ছে কেন? সে হাসি কোথা গেল মায়ের? দুই চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কেন মায়ের? [কাছে গিয়া] কি হয়েছে মা তোর? গায়ের অলঙ্কার খুলে ফেলেছিস্—সিঁথির সিঁদূর মুছে ফেলেছিস্—যোগিনী সেজেছিস্—সর্ব্বাঙ্গে ধূলো মেখেছিস্, কি হয়েছে মা তোর?

উত্তরা। আমার? আমার? আমার ত কিছু হয় নি, মধ্যম পাণ্ডব! আমি অভির জন্য শিবির-দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছি। সে যে আজ সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হ'য়ে আস্‌ছে। সমস্ত সপ্তরথীকে পরাজয় ক'রে—লক্ষ্মণের গলা ধ'রে দুটীতে কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে শিবিরে আস্‌ছে। তাই আজ এমন উজ্জ্বল বেশ প'রে দাঁড়িয়ে আছি, মধ্যম পাণ্ডব! তাই এমন সুন্দর সাজে সেজে অভির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, মধ্যম পাণ্ডব! কেমন—ভাল দেখাচ্ছে না?

ভীম। [সোচ্ছ্বাসে করুণস্বরে] অভি! অভি রে! ও রে বাপ্ আমার! দেখ্, তোর জন্য উত্তরা কি সাজে সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরা। [জিভ্ কাটিয়া] ছিঃ! অমন কথা বলো না, ওতে অভির আমার অকল্যাণ হবে।

ভীম। [ক্ষণেক দেখিয়া] কে এ? এ ত আমার উত্তরা রাণী নয়? সে পুতুলের বিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। সে যে, হাসির একটা তরঙ্গের মধ্যে পাণ্ডব শিবিরে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। এ—সে হবে কেন? তার মুখ এমন কালি দিয়ে মাখা থাক্‌বে কেন? য়্যাঁ! তবে কে এ?

উত্তরা। কি বলছ আপন মনে? একা ফিরে এলে কেন, মধ্যম পাণ্ডব? অভিকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লে না? তোমার সঙ্গেই যে অভি রণে গিয়েছিল। ব্যূহমধ্যে যে—তুমিই তাকেই পাঠিয়েছিলে—ব্যাধের হাতে প'ড়ে তোমাকেই যে ডেকেছিল; তবে তাকে একলা রেখে তুমি ফিরে এলে কেন? কেন—সে কি ভাল ক'রে যুদ্ধ কর্‌তে পারে নি ব'লে তুমি তার উপর রাগ করেছ?

ভীম। সত্যই আমি, বালিকে! তোর জীবনসর্ব্বস্বকে আমিই সেই সিংহের বিবরে পাঠিয়েছিলাম। আমিই আজ সেই আমাদের আনন্দ-দুলালকে চক্রব্যূহ মধ্যে জন্মের মত রেখে এসেছি। আর কেউ নয়, সে আমি—সে আমি। সে রাক্ষস আমিই, রে বালিকে! সে পিশাচ আমিই, রে উত্তরে! [হাত ধরিয়া টানিয়া] আয়, দেখ্‌বি আয়—জন্মের মত দেখ্‌বি আয়—সে ফুটন্ত পদ্মটিকে কেমন ক'রে শুকিয়ে ফেলেছি। [অভির নিকটে গিয়া] এই দেখ্—দেখ্, উত্তরা! তোর অভিকে দেখ্—তোর সর্ব্বস্বকে দেখ্। [রোদন]

উত্তরা। [অভিকে দেখিয়া চীৎকারপূর্ব্বক]. ওঃ! মাগো! [অভির পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা]

ভীম। [ঘোরতর উন্মত্ত ভাবে নাচিতে নাচিতে] বাস্! ব্যস্! তা ধিনি কিটি-নাক্—তা ধিনি কিটি নাক্! হাঃ—হাঃ—হাঃ! [হাস্য] তা ধিনি কিটি নাক্—তা ধিনি কিটি নাক্। বাজা—জোরে বাজা। অভি যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এসেছে। উত্তরা রাণী তার কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়ে বরণ ক'রে ঘরে নিচ্ছে। বাজা—বাজা—খুব জোরে বাজা। অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ ছুটে আসুক্। [করতালি ও নৃত্য]

তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ সহ উদ্যত অসি করে
অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কৈ—কৈ—পুত্রহন্তা কৈ? কার বুকে বসাব?

ভীম। [গদা লইয়া] আয়, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ! আজ ভীমের হাতে রক্ষা নাই। [গদা প্রহারোদ্যত]

[তৎক্ষণাৎ তড়িতের ন্যায় কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের অসি ধরিলেন ও যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী ছুটিয়া আসিয়া দুই জনে ভীমকে জড়াইয়া ধরিলেন। দূর হইতে গুঁড়ি মারিয়া শকুনি দেখিতেছিলেন।]

যুধি। বৃকোদর! ভাই! চেয়ে দেখ—ও কে! সদ্য পুত্রশোকের অনন্ত অনলে দগ্ধ হতভাগ্য অর্জ্জুন। যার হৃদয় আমরা ভীষণ বজ্রাঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়েছি—যাকে আমরা আজ পুত্রহারা ক'রে দিয়েছি। অভিমন্যুর মত পুত্র যাকে আজ জন্মের মত ছেড়ে চ'লে গেছে, এমন শোক-কাতর জীবন্মৃত অর্জ্জুনকে আজ সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে গদা প্রহার করতে উদ্যত হয়েছ? ছিঃ! শান্ত হও, ভাই! যদি অভিমন্যুর এ মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী বা দোষী হয়, তবে সে আমি। আমিই পূর্ব্বাপর চিন্তা না ক'রে কুমারকে এই চক্রব্যূহ মধ্যে যেতে অনুমতি দিয়েছি। সে যে আগম

জান্‌ত, কিন্তু নিগম জান্‌ত না, এ কথা জেনেও যখন আমি কুমারকে ব্যূহ প্রবেশে বাধা দিই নাই, তখন এ অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ আমাকেই কর্‌তে হবে।

ভীম। [সরোদনে সোচ্ছ্বাসে অর্জ্জুনকে বুকে ধরিয়া] অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! ভাই আমার আয়—আজ এই ভাবে দুই ভা'য়ে এই ভীষণ মহাশ্মশান থেকে কোন নিবিড় মহাবনে গিয়ে প'ড়ে থাকি গে। এইভাবে দুই ভা'য়ে বুকের জ্বলন্ত অনলে একসঙ্গে দগ্ধ হ'তে-হ'তে—চল্‌, ভাই! ঐ যমুনার জলে ঝাঁপ্‌ দিয়ে পড়ি গে। নতুবা পার্‌ব না—কুমার অভিমন্যুর শোক কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ব না।

অর্জ্জুন। একবার অভির মুখখানি আমাকে তোমরা দেখাও, মধ্যম দাদা! একবার তাকে বুকে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌ব। [রোদন]

ভীম। [অভিকে দেখাইয়া] ঐ যে—ঐ যে, অর্জ্জুন! ঐ দেখ—প্রাণের প্রাণ অভিমন্যু আমাদের, একটী রক্তজবার মত—ঐ যে ভীষ্মের শরশয্যায় প'ড়ে আছে। পৃষ্ঠদেশে একটি শরের চিহ্নও বাবার আমার দেখ্‌তে পাবে না। এমন যুদ্ধ—এমন ভীষণ যুদ্ধ কেউ কখনও দেখে নি, অর্জ্জুন! বালকের সে কি তেজ! কি হুঙ্কার! সপ্তবার সপ্তরথীকে শৃগালের ন্যায় বিতাড়িত করেছে। যেন আনন্দের দুলাল আমার, নাচ্‌তে নাচ্‌তে—হাস্‌তে হাস্‌তে এই সপ্ত-পশুবেষ্টিত হ'য়েও একাকী যুদ্ধ করেছে—ও-হো-হো! সে কি দৃশ্য! সে দৃশ্য দেখ্‌লে মনে হয় না যে, সে এই মর্ত্তের অভিমন্যু! যেন স্বয়ং দেবকুমার কার্ত্তিকেয় মহাশক্তি হস্তে তারকাসুরকে নিহত কর্‌তে ছুটেছে!

কৃষ্ণ। কি বীরত্ব—শোন, অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। পাণ্ডব-শিবিরে এত বীর থাক্‌তে—এত যোদ্ধা থাক্‌তে—স্বয়ং বৃকোদর থাক্‌তে একজনও তার সাহায্য কর্‌তে পার্‌লেন না?

ভীম। যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নাই। সাক্ষাৎ কৃতান্তের মত নিষ্ঠুর জয়দ্রথকে কিছুতেই ব্যূহদ্বার হ'তে সরাতে পারি নাই। সেই কাম্যবনে দ্রৌপদী-হরণের জন্য জয়দ্রথ আমাদের হস্তে লাঞ্ছিত হ'য়ে আমাদের পরাজয় কামনায় কঠোর তপস্যা দ্বারা শিব-সাধনা করে। দেবাদিদেব শঙ্কর জয়দ্রথকে এক অর্জ্জুন ব্যতীত আর সকল পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে, এইরূপ বর দিয়েছিলেন; তাই প্রাণপণ চেষ্টাতেও শিববরে বলীয়ান নগণ্য জয়দ্রথকে পরাস্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত হয়েছিল। শেষে নিরুপায় হ'য়ে সেই নিষ্ঠুর জয়দ্রথের হাতে ধরেছি—পায়ে পড়েছি, তবুও অর্জ্জুন! সেই ভীষণ হিংস্র পশুকে গলাতে পারি নাই। নিরুপায় নিজের মস্তকে শত শত গদা প্রহার করেছি, ক্রোধে-ক্ষোভে নিজের অঙ্গ থেকে নিজে কাম্ড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়েছি—তবুও পারি নাই। কি ভীষণ সেই জয়দ্রথ, পার্থ!

অর্জ্জুন। হায় সখে! তুমি যদি আজ আমাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে সংশপ্তক যুদ্ধে ব্যাপৃত না করতে, তা' হ'লে কি সে নরাধম জয়দ্রথ—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৈ—সে জয়দ্রথ কৈ? দেখাও একবার।

কৃষ্ণ। আগে বীরপুত্রের বীরত্ব-গাথা শোন, অর্জ্জুন! যা কখন শোন নাই, আজ তাই শোন। পুত্রের এই অক্ষয়-কীর্ত্তির কথা শুনে ধন্য হও।

অর্জ্জুন। বল, আর্য্য! তার পর?

ভীম। তার পর সেই সিংহ-শিশু অমিত বিক্রমে—তীব্রবেগে জীবন্ত তেজে জ্ব'লে উঠে কৌরব পশুগুলোকে দলে দলে ভূমিসাৎ করতে লাগল। যেন মহাঝড়ে কদলী-তরু সকল সমভূম হ'য়ে যেতে লাগল। ঐ দেখ, অর্জ্জুন! সেই ভীষণ যুদ্ধের জ্বলন্ত সাক্ষ্য—ঐ সব চারিদিকে পর্ব্বতাকার শবরাশির উচ্চ প্রাচীর।

কৃষ্ণ। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছি; সখা! দেখ দেখ চারিদিকে তীক্ষ্ণ

অসি দিয়ে পুত্র তোমার রক্তাক্ষরে কি অমর-কীর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে রেখেছে।

অর্জ্জুন। [দেখিয়া] এত শক্তি ছিল তার কোমল হস্তে, সখা? এত তেজ লুকান ছিল—তার সেই কোমল শিশু-হৃদয়ে?

ভীম। তার পর, অর্জ্জুন! দ্রোণ—কর্ণ—কৃপ—অশ্বত্থামা প্রভৃতি সপ্তরথীকে দুলাল আমার বার বার ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে! তার সে বিক্রম—তার সে তেজ—তার সে পরাক্রম দ্রোণ সহ্য করতে পারে নাই—কর্ণ পারে নাই—অশ্বত্থামা পারে নাই। সকলেই সেই বালকের রণে বারংবার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে। তার পর—অর্জ্জুন! কৌরবের সে অন্যায়—সে অধর্ম্ম—সে দানবী ক্রীড়া—সে রাক্ষসী লীলা স্মরণ করতেও ঘৃণায়—লজ্জায় রসনা নির্ব্বাক্ হ'য়ে যায়—ভাষা শব্দহীন হ'য়ে যায়—শব্দ অর্থহীন হ'য়ে যায়। ওহোহো! অর্জ্জুন! সে দৃশ্য—সে বীভৎস দৃশ্য এক-একবার বূহদ্বার হ'তে লক্ষ দিয়ে দেখেছি, আর যাতনায় ছট্‌ফট্ ক'রে উঠেছি, আর জয়দ্রথের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছি। ওঃ কি সেই—

অর্জ্জুন। বল—বল, বৃকোদর! বল—বল, মধ্যম পাণ্ডব! পশুদের শেষ পাশব-আক্রমণের শেষ চেষ্টা কিরূপ বীভৎসতা দিয়ে ঘেরা, বল বল—আর্য্য! শুনব।

ভীম। পারবি নে, অর্জ্জুন! পারবি নে; পিতা হ'য়ে পারবি নে। আমার মত পাষাণ—আমার মত বজ্রও বিদীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে নাই।

অর্জ্জুন। তবুও শুনব। হৃদয় বজ্র ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি বল—বল?

ভীম। তার পর সেই পাপ দুর্য্যোধনের উত্তেজনায় উত্তেজিত সপ্ত-শৃগাল একত্র হ'য়ে—দলবদ্ধ নৃশংস ব্যাধের ন্যায় এক সঙ্গে—

অর্জ্জুন। কি—এক সঙ্গে? [ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন]

ভীম। হাঁ, এক সঙ্গে অস্ত্রহীন অবস্থায় সেই পিশাচ—সেই ক্রূর—সেই নিষাদের দল—ও হো-হো! অর্জ্জুন! সে কি ভীষণ মুহূর্ত্ত! সে কি করুণ দৃশ্যের শোচনীয় মুহূর্ত্ত!

অর্জ্জুন। [সরোদনে ও সক্রোধে] বল—বল, মধ্যম পাণ্ডব! তার পর সেই নিরস্ত্র—একাকী বালক অভিমন্যুর উপর সেই সপ্ত পশু একসঙ্গে একবারে কি মর্ম্মঘাতী ব্যবস্থা কর্‌লে, শীঘ্র বল—শীঘ্র বল। যদুপতি! কৃষ্ণ! শুনে যেয়ো—সাক্ষী থেকো।

শকুনি। [স্বগত] এইবার—এইবার! [সানন্দ-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন]

ভীম। তখন কুমার সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ মৃগশিশুর ন্যায় রক্তাক্ত দেহে ব্যূহ মধ্যে দুই হস্ত দ্বারা সেই ঘন ঘন শরবৃষ্টি বাধা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে কখন বা "পিতা! আমাকে রক্ষা কর—পিতা! আমাকে রক্ষা কর" ব'লে তোকে কত ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সেই কাতর আহ্বান বুঝি তুমি শঙ্খধ্বনি দ্বারা রোধ ক'রে দিচ্ছিলে? আচ্ছা—বল, মধ্যম পাণ্ডব! শোক-বজ্রাঘাত কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর, তাই শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছি।

ভীম। তার পর তখন সেই সপ্ত শৃগালের দল চারিদিক হ'তে ঘিরে ফেলে একেবারে এক সঙ্গে কুমারের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে লাগ্‌ল, আর কুমার তখন মূর্চ্ছিত না হ'য়ে কেবল ভূতলশায়ী হ'য়ে পড়্‌ল।

কৃষ্ণ। কি বীরত্ব! কি শূরত্ব! ধন্য—ধন্য অভিমন্যু ধন্য!

অর্জ্জুন। তার পর বল, মধ্যম পাণ্ডব! কে তার শেষ নিঃশ্বাস পতন কর্‌লে? কোন্ নৃশংস, নিষ্ঠুর সেই মুমূর্ষু শিশুর জীবন বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিলে?

ভীম। সে ভীষণ কাহিনী—সে নিষ্ঠুর হত্যা শোন্‌বার পূর্ব্বে কর্ণে অঙ্গুলি দাও, অর্জ্জুন! দুই হাতে বক্ষঃস্থল চেপে রাখ, অর্জ্জুন! সেই লোমহর্ষণকর নিষ্ঠুর হত্যা দেখে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল—ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ফেটে গিয়েছিল—জলধি ন'ড়ে উঠেছিল। শোন—সেই নিষ্ঠুর কাহিনী, অর্জ্জুন! কুমারকে ভূতলশায়ী ক'রেও নির্লজ্জের দল নিরস্ত হ'ল না, সকলে একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে বাছাকে মৃত্যুমুখে তুলে দিলে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! [আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিজ বক্ষে ধরিয়া ফেলিলেন]

দ্রৌপদী। হয়েছে, কৃষ্ণ! হয়েছে, সখা! মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে? অর্জ্জুনকে অভেদভাবে ভালবাসার ফল আজ তাকে হাতে হাতেই দেওয়া হয়েছে ত? কৃষ্ণ! নারায়ণ! তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি কি আজ অভিমন্যুর এই উত্তপ্ত কোমল শোণিতসিক্ত ভূমিতেই স্থাপন কর্‌লে? আর ভদ্রা! তোর সেই নিষ্ঠুর গীতা-মর্ম্মের শেষ মীমাংসা কি এই নিষ্ঠুর নিয়তি? তোর সেই নিষ্ঠুর ব্রতের উদ্‌যাপন কি আজ, পাষাণি! এই ভাবেই সম্পন্ন কর্‌লি? ঐ দেখ্‌, নিষ্ঠুরা ভদ্রা! পার্থের অবস্থা চেয়ে দেখ্‌—ধর্ম্মরাজের দিকে চেয়ে দেখ্‌—মধ্যম পাণ্ডবের উন্মাদ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখ্‌—আর সব শেষে চেয়ে দেখ্‌—ঐ যে তোর বধূ উত্তরা ঐ দেখ্‌ উন্মূলিত সুবর্ণলতার ন্যায় তোর অভির পদতলে প'ড়ে আছে! মূর্চ্ছিতা কি মৃতা তাও বলা যায় না। গর্ভে সন্তান! হায়—হায়! কি কর্‌লি ভদ্রা? কি কর্‌লি রাক্ষসি মা? ওরে অভি অভি রে! বাপ্‌ আমার! [বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন]

অর্জ্জুন। [স্থিরভাবে অভিমন্যুর মুখের দিকে চাহিয়া সরোদনে] এখনও ঐ ওষ্ঠাধরে যেন—"পিতা! রক্ষা কর—পিতা! রক্ষা কর," এই শেষ আহ্বানের শেষ অংশটুকু লেগে রয়েছে! অভিমন্যু! নিষ্ঠুর পিতাকে

ডেকে সাড়া পাও নি, :তাই কি আজ অভিমানে নিঃশব্দে শুয়ে আছ ? কৃষ্ণ ! সখা ! অভিমন্যু ত মরে নাই ; মিথ্যাকথা। কেবল দারুণ অভিমানে আমার সঙ্গে কথা কইছে না। রৈবতকে একদিন এমনি ক'রে সে কত বড় অভিমান করেছিল, তা ত তুমি জান, কেশব ! ঐ দেখ, কৃষ্ণ ! কুমার তার মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে অভিমান ক'রে প'ড়ে আছে। তুমি এস সখা, এস, তুমি ভিন্ন এ অভিমান কেউ ভাঙ্‌তে পার্‌বে না।

[কৃষ্ণের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছিল, ভীম আবার উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতেছিলেন। উত্তরা ধীরে ধীরে উঠিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সরোদনে করুণ সুরে গায়িতেছিলেন]

উত্তরা।—

গান।

কি হ'ল—কি হ'ল—কি হ'ল—কি হ'ল
　　ওগো আমার এ কি হ'ল।
আমি বুঝিতে পারি না—ভাবিতে পারি না,
　　তোমরা আমায় খুলে বল গো বল ॥
আমি সুপ্ত কি জাগ্রত, মৃত কি জীবন্ত,
　　কিছু না বুঝিতে পারি,
আমার কি যেন কি ছিল, কি যেন কি গেল,
　　কি যেন কি হ'ল আমারি ;
　　(কপাল ভেঙেছে বুঝি)
　(ওগো, তোমরা আমায় বল—বল)
এ কোথায় এসেছি, কেন বা এসেছি
　　সাধের খেলা ঘর কোথায় গেল ॥

[অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দুই হস্তে কণ্ঠ ধরিয়া]

কেন বাবা কাঁদ কেন, আঁখি-জলে ভাস কেন,
কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণে, কিছু ত আমি না জানি,

কি হয়েছে—কি হয়েছে, কি বিষাদে ভ'রে গেছে,
কি আঁধারে ডুবে গেছে মোদের শিবিরখানি ;
(অভি কোথায় গেল)
(এই যে প্রাণে গাঁথা ছিল)
আজ খুঁজে যে পাই না, ভেবে যে পাই না,
ওগো, আমার অভিরে কে হ'রে নিল ॥

অর্জ্জুন। উত্তরা! উত্তরা! এ আগুনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়্লি কেন বল্? এ বুকে যে ভীষণ আগুন হু হু ক'রে জ্ব'লে উঠেছে, বালিকে! তুই সে তাপ সহ্য করতে পার্‌বি না ত, উত্তরা! স'রে যা মা, স'রে যা! আর আমার চোখের ওপর তোর ও মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াস্ নে, মা! আজ একি সাজে সেজে আমার কাছে এসেছিস্, মা? এ সাজ ত তোকে মানায় না, উত্তরে! তুই যে আমার আনন্দ-রাণী, সোহাগের পুতুল—বড় আদরিণী, উত্তরে! ও-হো-হো! জ্ব'লে গেলাম জ্ব'লে গেলাম, [রোদন]

উত্তরা। বড় জ্ব'লে যাচ্ছে, বাবা! এই বুকটা? কেন বাবা, আজ কি হয়েছে আমাদের? কি মহাসর্ব্বনাশ ঘটেছে বাবা, আমাদের? বল—বল, লক্ষ্মী বাবা আমার! উত্তরাকে ত তুমি সব কথা ব'লে থাক? তবে আজ বলছ না কেন? আজ লুকোচ্ছ কেন, বাবা?

অর্জ্জুন। হায়! বড় অভাগিনী—বড় ভাগ্যহীনা তুই, উত্তরা!

উত্তরা। না, বাবা! অভাগিনী ত আমি নই, আমি বড় ভাগ্যবতী, বাবা! তুমি আমার বাবা—ভদ্রা আমার মা—কৃষ্ণ আমার মামা—অভি আমার সর্ব্বস্ব। আমি যে, তোমাদের আনন্দ-রাণী আদরিণী উত্তরা! তবে কেন বল দেখি বাবা, আমাকে তোমরা "অভাগিনী অভাগিনী" ক'রে ক্ষেপাচ্ছ? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আমাকে বুঝিয়ে দাও ত, বাবা! আমার কি হয়েছে?

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! আর কত দেখাবে? আর কত শোনাবে? অলস অর্জ্জুনকে জ্বালিয়ে তুল্‌তে আর কত ইন্ধন সঞ্চয় কর্‌বে? আর অভিমন্যু ত নাই, কৃষ্ণ! অর্জ্জুনের হৃদয়-উদ্যানে যে দুটি কুসুম ফুটেছিল, তার একটীকে ত বৃন্ত হ'তে খসিয়ে নিয়েছ, আর একটিকে কীট-ক্ষত ক'রে একেবারে পতনের মুখে এনে রেখেছ। আর চাও কি? নিদ্রিত অর্জ্জুনকে জাগাতে আর তোমার কি ব্যবস্থা আছে—কর।

ভীম। কৃষ্ণ যে তোর বন্ধু—কৃষ্ণ যে তোর সখা—কৃষ্ণ যে তোর অভেদাত্মা। এত মাখামাখি না থাক্‌লে কি পাণ্ডবদের চক্ষে ধূলি দিয়ে আজ তোর অভিমন্যুকে কেড়ে নিতে পারে? আজ চল্‌, অর্জ্জুন! আবার আমরা ধর্ম্মরাজকে নিয়ে বনে যাই। কৃষ্ণকে আমাদের প্রয়োজন নাই—কুরুক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন নাই। দুঃশাসনের রক্তপান—দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ এ সব কিছুই আমাদের প্রয়োজন নাই।

উত্তরা। বাবা! তোমার ঐ অস্ত্র দিয়ে আমার এই চুলগুলি কেটে দাও না, বাবা! এ আর রাখ্‌তে নাই ত? এ দেখ্‌বে কে? কাকে দেখাব? যে দেখ্‌ত, সে চ'লে গেছে। সে ত—ঐ যে—আজ দেখ—দেখ, বাবা! মাটীতে ধূলোর মধ্যে প'ড়ে রয়েছে! তোমরাই ত আজ সকলে মিলে উত্তরার সিঁথির সিঁদূর মুছে দিয়েছ? গায়ের অলঙ্কারগুলি কেড়ে নিয়েছ? তার খেলার ঘর ভেঙে ফেলেছ? উত্তরার ত আর কিছু রাখ নি, বাবা! তবে আর তোমাদের কাছে থাক্‌ব না আমি। আমিও আজ আমার অভির সঙ্গে এক সঙ্গে চ'লে যাই। [ভদ্রার পদধূলি লইয়া] দে, মা! তোর উত্তরাকে বিদায় দে—সে তোর অভির সঙ্গে চ'লে যাচ্ছে। তুমি ত আমার দেবী মা! তুমি ত কাঁদ না? তোমার চোখে ত কখন জল দেখি নি? তুমি যে—গীতা—তুমি যে—শ্রীকৃষ্ণ। [দ্রৌপদীর প্রতি] বড়-মা! বড়-মা! দেখ—দেখ, পাণ্ডবেরা সকলে

মিলে আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে? বালিকা পেয়ে—পাগল পেয়ে—অসহায় পেয়ে, আমার প্রাণের অভিকে বুক ভেঙে জোর ক'রে নিয়ে এসে, ঐ দেখ বড়-মা! তার কি অবস্থা করেছে? কোথায় এনে ফেলে রেখেছে? কেউ ত তোমরা বাধা দিলে না, বড়-মা? আমি বালিকা, আমার সর্ব্বনাশ বুঝি এইভাবে করতে হয়? আর থাকব না এখানে। আমি চ'লে যাই—আমার অভির সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যাই। নৈলে—ঐ যে, আবার সবাই একসঙ্গে ছুটে আসছে, অভিকে নিয়ে যাবে। ঐ—ঐ—নিলে—নিলে! [পতনোন্মুখা ও দ্রৌপদী কর্তৃক বক্ষে ধারণ]

দ্রৌপদী। পাণ্ডবেরা ত কেউ জেগে নাই, মা! তারা যে আজ তোর ওপর দস্যুতা ক'রে তোর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে এখন মহাসুখে নিদ্রা যাচ্ছে। আর তাদের কোন সাড়া নাই। একেবারে বিভোরে নিদ্রা যাচ্ছে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! সখা! সত্য-সত্যই কি আজ অভিমন্যু গেল? সত্যই কি আজ অর্জ্জুন, অভিমন্যু হারা হল? সত্যই কি আজ আমার উত্তরার বিধবা বেশ দেখতে হ'ল? হঁ্যা! কৃষ্ণ! এত বড় বজ্র—এত বড় আঘাত আজ তোমার অর্জ্জুনকে কেন দিলে, কৃষ্ণ? ও হো-হো!

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! বহুক্ষণ ধ'রে তোমাদের এই শোকের অভিনয় ত দেখলাম। কিন্তু পার্থ! কিন্তু ক্ষত্রিয়! কিন্তু পাণ্ডব! পার্থের পুত্রশোক কি এই নারীর মত অশ্রুমোচনেই নির্ব্বাপিত হবে? ক্ষত্রিয়ের পুত্রশোক কি এই অশ্রুবর্ষণ? না আর কিছু আছে? পাণ্ডবের পুত্রশোক কি এইরূপ হাহাকার, না কোদণ্ড-টঙ্কার? আমি বড়ই বিস্মিত হচ্ছি যে অর্জ্জুনের মত বীর—অর্জ্জুনের মত অদ্বিতীয় মহাবীর,

আজ অভিমন্যুর মৃত্যুর একমাত্র কারণ-ব্যূহদ্বার-রক্ষক পাপিষ্ঠ জয়দ্রথকে এখনও জীবিত রেখে, কেমন ক'রে এই পুত্রশোকে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে সময় নষ্ট করতে পারছ? অভিমন্যু মরেছে, তার কি হয়েছে? সে ত বীর—বালক হ'লেও মহাবীর! সে ত অর্জ্জুনের মত নিস্তেজ ছিল না? সে আজ তার পিতৃ কলঙ্ক দূর করতে নিজে অসি ধ'রে—কারও সাহায্য না নিয়ে—বিপক্ষবাহিনীকে সমভূম ক'রে দিয়ে—রণক্ষেত্রে বীরের ন্যায় হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে! তার মত ভাগ্যবান্ আর পাণ্ডব-বংশে কে আছে? তার মত বীরপুত্র পেয়ে আজ অর্জ্জুনও সার্থক—অর্জ্জুনও ধন্য—সমস্ত পাণ্ডবও আজ কৃতার্থ! বীরপুত্রের জন্য কি বীর-পিতা কখন অশ্রুবর্ষণ করে? দুর্য্যোধন বীর, সে তার পুত্রশোকানল অসার নয়নাসার দিয়ে নির্ব্বাণ না ক'রে, জ্বলন্ত উত্তেজনা নিয়ে, সপ্তরথিগণকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত ক্ষেপিয়ে দিয়ে তার পুত্রহন্তা অভিমন্যুকে বধ করেছে। একেই বলে বীর—একেই বলে বীরত্ব। দুর্য্যোধন—যথার্থই বীর, তাই তার পুত্রশোকে—এ অতি ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিশোধ প্রদান।

অর্জ্জুন [উত্তেজিত ভাবে

বৈশ্বানর! জ্ব'লে ওঠ সহস্র শিখায়।
রৌদ্র তেজ! জ্বলে ওঠ মহাজ্বালা রূপে।
অর্জ্জুন করিবে পাপ কৌরব সংহার;
অশ্রুধারা! বর্ষ আজি জ্বলন্ত অঙ্গার,
পুত্রশোক! ধর মূর্ত্তি প্রতিশোধ রূপে,
অর্জ্জুন করিবে পাপ কৌরব সংহার।
সাক্ষী থাক, বিরাট-আকাশ!
সাক্ষী থাক, গ্রহ-তারা দল!

সাক্ষী হও; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড !
আর সর্ব্বশেষে সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়াও, শ্রীকৃষ্ণ !
আজি এই গাণ্ডীব পরশি'
করিছে গাণ্ডীবী এই প্রতিজ্ঞা কঠোর,—
কাল যদি না হইতে সূর্য্য অস্তগত,
না বধিয়ে পাপ জয়দ্রথে
অর্জ্জুন দেখায় মুখ জগতে আবার ;
কাল যদি সূর্য্যাস্ত না হ'তে
পুত্রহত্যার মূলসূত্র পাপ সিন্ধুরাজে
নাহি পারে পার্থ করিতে সংহার—
তা' হ'লে হে ধর্ম্মরূপী কর্ম্মরূপী, কৃষ্ণ ভগবান্ !
তা' হ'লে হে গীতারূপী, কৃষ্ণ নারায়ণ !
স্বহস্তে জ্বালিয়া চিতা কুরুক্ষেত্র মাঝে
করিবে প্রবেশ তাহে অর্জ্জুন তখনি।
পুনঃ কহি উচ্চৈঃস্বরে—শুনুক্ ত্রিলোক,
কাল যদি জয়দ্রথে না করি বিনাশ
বেঁচে থাকে কভু এই নির্লজ্জ অর্জ্জুন,
তবে ওই ধর্ম্মরূপী—কর্ম্মরূপী,
মন্ত্রদাতা গুরুরূপী কৃষ্ণের চরণে
আর যেন নাহি পায় আশ্রয় কখন।
সর্ব্বধর্ম্ম—সর্ব্বকর্ম্ম এক সঙ্গে মিশি'
পরিত্যাগ করে যেন অর্জ্জুনে তখনি।

কৃষ্ণ। ধন্য পার্থ ! ধন্য অর্জ্জুন ! ধন্য ক্ষত্রিয়বীর !

শকুনি। [স্বগত] ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে ! এইবার আসি। [প্রস্থান।

ভীম। গর্জ্জেছে অশনি—জেগেছে অর্জ্জুন,
গিয়েছে অশ্রু—জ্বলেছে অনল।
জেগেছে সিংহ—উঠেছে গর্জ্জন,
নড়েছে বাসুকি—কেঁপেছে ভুবন।
উঠিবে কোদণ্ড, ফুটিবে টঙ্কার,
ছুটিবে বিদ্যুৎ, ধ্বনিবে হুঙ্কার,
বহিবে ঝঞ্ঝা—হবে তোলপাড়,
জ্বলিবে অর্জ্জুন—করিবে ছারখার,
বধিবে অর্জ্জুন—হইবে সংহার।

যুধি। কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে, অর্জ্জুন? শিব-বরদৃপ্ত জয়দ্রথ যে, অজেয়। এক্ষণে উপায় কি, কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। উপায় আছে—উপায় হবে, তার জন্য কোন চিন্তা ক'রো না, ধর্ম্মরাজ!

ভীম। কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি, কৃষ্ণ, অভিমন্যুকে দিয়ে আজ যে উপায় করেছ, কিন্তু সাবধান, কৃষ্ণ! অর্জ্জুনকে দিয়ে যেন সেরূপ উপায় ক'রো না।

কৃষ্ণ। [স্বগত] আজ অভিমন্যু দিয়ে প্রকৃত অর্জ্জুনকে দেখ্‌তে পেলাম। এই জ্বলন্ত অর্জ্জুনের কাছে কৌরব তৃণমুষ্টির ন্যায় ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে। এতদিনে আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হ'ল। ভদ্রার আত্মত্যাগ—অর্জ্জুনের শরত্যাগ, আর পাণ্ডবের অনুরাগ, এই তিনটিই আমার এই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন।

অর্জ্জুন। কি কাল ঘুমে ঘুমিয়েছিলাম এতদিন, কৃষ্ণ? কি জড়তায় আচ্ছন্ন ছিলাম এতদিন, সখা? কি ঔদাস্যে শক্তিহীন ভাবে কাটিয়েছিলাম এতদিন, কেশব? আজ আমার সেই কাল নিদ্রা—সে জড়তা—

সেই ঔদাসীন্য একটা মহাসজ্ঘাতে ভেঙে ফেলেছে, নারায়ণ! অর্জ্জুন আজ যথার্থ তোমার গীতা বুঝ্‌তে পেরেছে। অর্জ্জুন আজ তার ক্ষত্রিয়ত্বকে যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে। অর্জ্জুন আজ তার কর্ত্তব্য পথ দিব্য দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেয়েছে। অর্জ্জুন আজ তার এক অভিমন্যু দিয়ে বিরাট্‌রূপী শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে! [করযোড়ে] হে অনন্ত মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ! হে ত্বমাদিদেব পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার অপার মহিমা—তোমার অপার করুণা। ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং! প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস! তোমাকে আমার অনন্ত কোটী প্রণাম। [প্রণাম]

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! শোন, সখে!
এই বিশ্বলীলা-নিকেতন,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার।
জড় ও চেতন আসি এই রঙ্গভূমে
করি ক্ষুদ্র অভিনয়
হয় তিরোধান নিত্য নিয়তির করে।
ক্ষুদ্র নর—মনুষ্যত্ব নিয়তি তাহার,
জন্ম মৃত্যু নিয়তি তাহার।
এইরূপে কত জন্ম—কত জন্মান্তর,
সে নিয়তি করিয়া পালন
ভ্রমিতেছে এই লীলাভূমে।
ধনঞ্জয়! দেখ ওই অভিমন্যু তব,
সাধি' বীর নিয়তি তাহার,
মানব-উদ্ধার ব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিয়াছে চিরনিদ্রা জননীর কোলে।

নহে শোক-অশ্রু, ধনঞ্জয় !
অকাতরে আনন্দাশ্রু কর বরিষণ।
তুমি—আমি—ভগিনী সুভদ্রা
এ তিনের সার্থক জীবন আজি,
এ তিনের সার্থক জনম আজি।
ধন্য—ধন্য মহাধন্য আজি
তুমি—আমি—ভগিনী সুভদ্রা।

সুভদ্রা। [ধ্যানভঙ্গে কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া]
নারায়ণ! এই পদাশ্রিতা লতা
পুণ্যবতী সুভদ্রা তোমার,
প্রসারিয়া অভিমন্যু ফল
পারিয়াছে যদি দিতে দেবতা-চরণে,
তা' হ'তে কী মহাসুখ আছে জননীর ?
নারায়ণ! শোক কি আমার ?
এক পুত্র দিয়ে আজি
লভিয়াছি অনন্ত অমর পুত্র।
সমস্ত মানবজাতি
হ'ল আজি অভিমন্যু মম।
নারায়ণ! শোক কি আমার ?
মাতৃ-প্রেমে বক্ষ-সিন্ধু আছে পূর্ণ মোর,
উচ্ছ্বসিত সেই সিন্ধু আজি
ঢেলে দিতে মাতৃ-প্রেম সমগ্র মানবে।
নারায়ণ! শোক কি আমার ?
ষোড়শ বর্ষের শিশু করি মহারণ,

ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম করিয়ে অর্জ্জন,
পুত্র মম—বিশ্ব-হিতব্রত
তব করি সম্পাদন,
বীরপুত্র বীর-গতি করিয়াছে লাভ।
নারায়ণ! শোক কি আমার ?
কৃষ্ণনাম এখনো ত
এ সংসারে পায় নি প্রচার,
আজি হ'তে সুভদ্রা তোমার
দেশে-দেশে কৃষ্ণ নাম করিবে প্রচার।
গায়িবে অনন্ত কণ্ঠে—
জয় হরে মুরারে—হরে মুরারে!

সকলে। জয় হরে মুরারে—হরে মুরারে!

কৃষ্ণ। আর কেন, ধর্ম্মরাজ! রাত্রি সমাগত অভিমন্যুর পুণ্য-দেহ যমুনার তীরে নিয়ে যাও।

[অভিমন্যুকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

চন্দ্রলোক।

উজ্জ্বলবেশে চন্দ্র ও রোহিণীর মিলিত ভাবে অবস্থান, দিগঙ্গনাগণ মিলন-সঙ্গীত গায়িলেন।

দিগঙ্গনাগণ।—

গান।

আজি, হাসে শশী হাসে, দ্যুলোক আলোকি' হাসে।
চন্দ্রলোক নিবাসে রোহিণী তারকা-পাশে
কিবা জ্যোছ্‌না-বিকাশে বিষাদ তিমির নাশে,
সুধাধারা পরকাশে সুধার সাগর ভাসে॥

বহু বরষের বিরহ-বেদনা,
বহু বরষের মিলন-কামনা,

ছিল, চকোরী চকোর-আশে প্রেম-সুধা পিয়াসে
মিটা'য়ে সে তিয়াসে দুঁহু বাঁধা প্রেম-পাশে॥

যবনিকা পতন।

সদ্ধ পুস্তকাবলীর বিজ্ঞাপন

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টির কীর্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১॥৹

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত সত্যম্বর অপেরার যশঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমরকেতন, চন্দ্রকেতু, শীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যর্থ বালিকা দুলালী, নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১॥৹ মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলে যশের অভিনয়। বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর, রঞ্জনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মূল্য ১॥৹ মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পার্টিতে নব-রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী, ধুরন্ধর, ভদ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১॥৹ মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১॥৹ মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত ষষ্ঠী অপেরাপার্টির বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, দয়ালচাঁদ, রঞ্জিতা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১॥৹ মাত্র।

সংমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরায় দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, বসুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গজেন্দ্র, কমলা, দুর্জ্জয়মী, শাস্তা, দুর্মতি সবই আছে। মূল্য ১॥৹ মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন-মাধুরী, কৃষ্ণা, রত্নাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥৹ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী,শীতলসেনী, পান্না, কঙ্কলা সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরার অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, শূর্পনখা, আর সেই কুম্ভীলক, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত ; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত ; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনঞ্জিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷০।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত স্বর্ণবিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বঙ্গ থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোসেনারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ,ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয় ; সেই বিরূপ, কেতুমান্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শৈশব-সাধনা বা ধ্রুবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরার অপূর্ব্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, সবর্ণ সুবাদী, সংযোগ, সুনীতি, সুরুচি, ইরাবতী প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শ্মশানে মিলন ভাবুক-কবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত; এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদকের দলে মহাসমারোহে অভিনীত, ইহাতে আছে—সেই সেনাপতি বিরাটকেতনের বিরাট ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর ভীষণ চক্রান্ত, শশবিন্দুর আত্মত্যাগ; আত্মসাৎএর হাস্যের তরঙ্গ—নানা রঙ্গভঙ্গ, আরও আছে শোকাকুলা শৈব্যাসতী, প্রেমাকুলা দেবসেনা, শক্তি পাগলিনীর গীত-লহরী প্রভৃতি। এমন দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

যুগল বীর-কুমার "শ্মশানে মিলন" প্রণেতা সুকবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরা পার্টির অভিনয়; ইহাতে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব কুশের যুদ্ধ, পুত্র-পরিচয়, অকাল-মৃত্যু, বাল্মীকি, অবতার, অবতারের সেই "আমার বাবা" গান, সবই আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

বিক্রমাদিত্য "শ্মশানে মিলন" লেখক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত সমাজে অভিনীত; ইহাতে যশোবর্দ্ধন, জ্ঞানগুপ্ত, ভর্তৃহরি, শকাদিত্য, তত্ত্বানন্দ, মুপনর্ধাব, তিলোত্তমা, ভানুমতী সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শিবি-চরিত্র প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জ্জীর দলে যশের অভিনয়, সেই বিকর্ত্তন, জয়সেন, সুসেন, চণ্ডবিক্রম, পৃথুপাল, কীর্ত্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, সুশীলা সবই আছে। মূল্য ১৷৷০

জয়দেব ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সতীশ মুখার্জ্জির অপেরার অভিনয়ে কোহিনুর-মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীরানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, কীর্ত্তিসেন, কমলিনী, পদ্মাবতী, নর্ম্মদা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

কল্যাণী "শ্মশান" লেখক সেই তেজস্বী নাট্যকার শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রণীত। সতীশ মুখার্জ্জির উজ্জ্বল অভিনয়। ইহাতে সেই চন্দ্রকেতু, মৈনাকবাহু, মনোচোরা, চঞ্চলা, মালাবতী, মৃণালিনী সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শ্মশান সুকবি শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী রচিত; সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির অপেরার গৌরবপূর্ণ অভিনয়। সেই জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ, সুধীর ও ধীরেন্দ্রসিংহ, কল্যাণসিংহ, মঙ্গলাচার্য্য, অবিদ্যা, বিবেক, ধর্ম্মক্ষেপা, ইন্দুমতী, বিমলা প্রভৃতি সকলই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সূর্য্যযজ্ঞ উক্ত পশুপতি বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান। ইহাতে কবির কল্পনা-কাননের সেই অজিতবাহু ও ভীমসিংহ, সেই নবকুমার ও সুভাগা, সেই কুহকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, সেই ছায়াবতী, মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা, রণোন্মাদিনী শৈলেন্দ্রী সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদনমোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজে, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৵০ আনা।

জেনানা—যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝ্‌লে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, জগৎ রাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগলা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে ॥ ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—ভূশো মজা! মূল্য ।০ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনী দর নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৵০ আনা।

• এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।